

দেয়ার ইজ আ হিপ্পি অন দা হাইওয়ে

মূল: জেমস হেডলি চেজ

সম্পাদনা: অনীশ দাস অপু

দেয়ার ইজ আ হিপ্পি অন দা হাইওয়ে

সম্পাদনা অনীশ দাস অপু



বৈশাখী প্রকাশ



	দেয়ার ইজ আ হিপ্পি অন দা হাইওয়ে
	সম্পাদনা : অনীশ দাস অপু
প্রকাশক	মোঃ ইকবাল হোসেন বৈশাখী প্রকাশ ৪০/৪১, আহমেদ কমপ্লেক্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রকাশকাল	নভেম্বর ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক
প্রচ্ছদ	রকিবুল হক রকি
বর্ণবিন্যাস	সাইবর্গ কম
মুদ্রণ	রাবেয়া প্রিন্টার্স
মূল্য	দুইশত টাকা মাত্র
There is a Hippy on the Highway	Edited by Anish Das Apu Published by Md. Iqbal Hossain, Boishakhi Prokash 40/41, Ahmed Complex, Banglabazar, Dhaka-1100 Cover Design : Rakibul Haq Roky First Edition, November 2011 Price Tk. : 200.00 Only US $ 4.00 ISBN- 984-8959-40-4

ভূমিকা

বেস্ট অব জেমস হেডলি চেজ বইতে ঘোষণা দিয়েছিলাম আমরা জেমস হেডলি চেজের সেরা বইগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের বইটি। দুটি বই একত্রে সংকলিত করার কারণে মূল কাহিনী কিছুটা সংক্ষেপিত করা হয়েছে। তবে আশাকরি এতে গল্পের মূল রস খুব একটা ক্ষুণ্ন হয়নি। তবে চেজ-এর অন্য বইগুলোর কোনোটাই আর সংক্ষেপ করা হয়নি। প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে এক খণ্ডে। দু'টি বা তিনটি কাহিনী নিয়ে আর জেমস হেডলি চেজ প্রকাশ করব না। কারণ পাঠকের অভিযোগ দু'টি বা তিনটি বই একত্রে প্রকাশ করলে কাহিনী নাকি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় আর তাঁরা পড়ে মজা পান না। পাঠকের আনন্দের জন্যেই যেহেতু আমি লিখি কাজেই তাঁদের চাহিদার প্রতি আমাকে সম্মান জানাতেই হবে। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থে শিহরণ সিরিজের যেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, একটি বাদে বাকি সবগুলো চেজ-কাহিনীই একখণ্ডে সমাপ্ত।

অনীশ দাস অপু
ধানমন্ডি, ঢাকা

সূচি

দেয়ার ইজ আ হিপ্পি অন দা হাইওয়ে

এক

হাইওয়ে ওপর দিয়ে হিপ্পি আর হিপ্পিনীরা দল বেঁধে চলেছে, চার-পাঁচজন মিলে একেকটা দল। হিপীদের কাঁধে ব্যাগ, গীটার, পরনে ঢিলেঢালা শার্ট, স্ল্যাক্স। আর হিপ্পিনীদের পরনে বোতাম খোলা শার্ট, মিনি ঝুল হটপ্যান্ট। নাচের ভঙ্গিতে হাঁটছে তারা, ঠোঁটে সস্তা সুরের চটুল গান। মাঝে মাঝে ঢলে পড়ছে সঙ্গী পুরুষের গায়ে। পুরুষ দল করতে খুব বেশি সময় লাগে না এদের। কখনও কখনও চারজন হিপ্পিকে একজন হিপ্পিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পালা করে সেই হিপ্পিনী তার চার সঙ্গী পুরুষকে সঙ্গ দিয়ে থাকে। তাদের মনোরঞ্জন ক্লান্তিবিহীন দেহ দিয়ে।

ট্রাক দেখলেই হিপীরা তাদের সঙ্গিনীকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে দেয়। হিপ্পিনী হাত নেড়ে ট্রাক থামাতে যায় কিন্তু থামে না। তাদের নাকের ডগা দিয়ে হাইওয়ের ধুলো ছড়িয়ে দ্রুত বেগে ছুটে যায় সামনের দিকে, অরেঞ্জভিলে। ট্রাক থামেনি দেখে পা ফাঁক করে অশ্লীল ভঙ্গী করে হিপ্পিনীটা তার আব্রুহীন শার্টের শেষ বোতামটা খুলে নাড়া দেয় রাগে উত্তেজনায়।

তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ট্রাক ড্রাইভার স্যাম বেনজের। সে তখন দারুণ বেপরোয়া। খিস্তি করল বেশ্যা কোথাকার! ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত। জানালা দিয়ে এক দলা থুথু বাইরে হাইওয়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হিপী-হিপ্পিনীদের উদ্দেশ্যে গালি-গালাজ করল। বেজন্মা! এরাই নাকি দেশের ভবিষ্যৎ। এরাই এদের পর কোন আহাম্মক সন্তানের বাবা হতে চাইবে? ভালই হয়েছে আমার বৌটি বাঁজা। পেটে সন্তান ধারনের ক্ষমতা থাকলে বৌটি নিশ্চয়ই ঐ সব বেজন্মাদের মত পুত্র সন্তান জন্ম দিত। সে এক দুর্বিষহ জীবন হতো ভাবছে স্যাম। প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে গাঁজার নেশায় বেসামাল, রাস্তায় রাস্তায় গুণ্ডামী মাস্তানী করে বেড়াচ্ছে।
মৌতাতের জন্য এই সব হিপী হিপ্পিনীরা তাদের মা বাবাকেও খুন করতে পারে। এই বেজন্মা শয়তানের দল প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে দল বেঁধে মার্কিন-মুল্লুকের এই হাইওয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে হৈ-হুল্লোড় করে, বেলেল্লাপনা করে গাঁজা-মদ খেয়ে, রাস্তায় মাতলামো করে মেয়েদের গায়ে ঢলে পড়ে। স্বাধীন দেশে কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে পুলিশের বলবার কিছু নেই। তবে পুলিশ দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভোল পাল্টে ফেলে, বন্ধ করে দেয় হৈ-হুল্লোড় বেলেল্লাপনা মাতলামো। তারপর টহলদার পুলিশ চোখের আড়াল হলেই আগের মত তারা আবার হুল্লোড়ে মেতে ওঠে, শুরু করে দেয় গুণ্ডামী মাস্তানী আর ফিচলেমী।
এ কি অরাজকতা? নাকি গোরস্তানের স্তব্ধতাই? আচ্ছা গোরস্তান এখান থেকে কত

দূরে? ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসা হ্যারী মিচেল ভাবছিল কথাটা। ভিয়েতনাম ফেরত সৈনিক। পরনে হাফ হাতা খাকি শার্ট, খাকি ড্রিলের স্ল্যাকস, ধূলোমলিন জুতো। নীল চোখে সতর্ক দৃষ্টি, মাথায় ক্রু-কাট চুল, তৎপর, যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আপাততঃ চোখ বন্ধ করে আকাশ পাতাল ভাবছিল তিরিশ বছরের যুবক হ্যারী মিচেল। ভিয়েতনামের আরেক নাম গোরস্তান। সেখানে সর্বত্র গোরস্তানের স্তব্ধতা দেখে এসেছে হ্যারী, যেখানে শহর বা গ্রাম বলে আলাদা কোন জগৎ নেই; সর্বত্র কবরের স্তব্ধতা বিরাজ করছে, যেখানে কেউ মরেও মরে না। নিঃশ্বাস নিতে পারে এমন তাজা প্রাণ অর্থাৎ মানুষ বেঁচে আছে সেই গোরস্তানে আজো। সেই গোরস্তানে চারপাশে অরণ্য এবং ধানে ভরা মাঠ, প্রান্তরে মানুষ এবং মানুষের তৈরি বাড়িঘর জ্বলছে দাউ দাউ করে।

হ্যারী, তুমি এক সময়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছ, শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে। এখন তুমি যুদ্ধ ফেরত ফৌজি জওয়ান। স্যাম বলে, হ্যারী, তোমার মত আমিও কোরিয়ার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের বিভীষিকা আমিও দেখে এসেছি। তোমার মত সেখানেও আমি কবরের স্তব্ধতা দেখে এসেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, হ্যারী, ঈশ্বরের দোহাই হাইওয়ের ঐ হারামীর বাচ্চা হিপীদের সঙ্গে টক্কর দিতে যেও না। হিপ্পিনীদের উপর লোভ করতে যেও না। ওরা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। ওরা–

হিপ্পিনীদের উপর আমার কোন লাভ নেই, স্যাম। ওরকম মেয়ে ভিয়েতনামে আমি অনেক পেয়েছি। কিন্তু এখানে আমি এসেছি উন্মুক্ত আকাশের নিচে সূর্যস্নাত হবার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য।

বেশ। তোমাকে আমি অরেঞ্জভিলে নামিয়ে দিলে সেখান থেকে পিছনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেও। পথে অন্য কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি পেলে উঠে পড়বে। ওদের সঙ্গে কখনও মিশতে যেও না যেন, সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। ওদের স্বভাব হল একবার যাকে ধরবে ছাড়বে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে পারছে। তাই আবার বলছি, হ্যারী–

'ঠিক আছে আমি লক্ষ্য রাখব', হ্যারী একটু অধৈর্য হয়েই বলল।

নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে তার। নিজের ভাল মন্দ সে বেশ ভালোই বোঝে ।

হ্যারীর হাঁটুর ওপর স্যাম একটা হাত রাখল, 'হ্যারী, আমার সব থেকে বেশি ভয় কী নিয়ে? মাঝপথে গাড়িটা যদি বিকল হয়ে যায়?

এরকম বিকল হয়ে যাওয়া গাড়ির চালকদের অনেক বীরত্ব, অনেক হার না মানার কাহিনী আমি শুনেছি। হিপীরা তাদেরকে মারধোর করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। ভয়ংকর সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আমাকে বাগে পেলে ওরা ছিঁড়ে খাবে, আমি জানি।

কারণ, এই হাইওয়েতে আমি ওদের চরম শত্রু। অনেক হিপী-হিপ্পিনী আমার কাছ

থেকে লিফট চেয়েও পায়নি। কেবল ছোটাই সার হয়েছে তাদের আমার ট্রাকের পেছনে। তারা নিশ্চয়ই আমাকে চিনে রেখেছে। আমাকে বেকায়দায় পেলে তারা কি আমাকে জামাই আদর করে ছেড়ে দেবে ভেবেছ? না কখনও তা করবে না। উঃ, সে কথা মনে করলে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

তার কথা বলার ভঙ্গী এবং ভয়কাতর কণ্ঠস্বর শুনে হ্যারী চকিতে তার দিকে তাকাল।

সত্যি কি রাস্তাটা এতই খারাপ?

হ্যাঁ, তা না হলে আর বলছি কেন, স্যাম বলতে থাকে, আমার এক বন্ধুর ট্রাক বিকল হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা এক্সেল সারাতে বেশ কিছু সময় লেগে যায়। জায়গাটা অরেঞ্জভিল থেকে মাইল কুড়ি দূরে হবে। আমার মত সে-ও ট্রাক ভর্তি কমলালেবু নিয়ে যাচ্ছিল। দুজন পুলিশ তকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে রাস্তায়। দুটো পা-ই ভাঙা, বুকের তিনটি পাঁজরেও ফাটল ধরেছিল।

তারা আমার বন্ধুর কাছ থেকে শুধু টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়নি তার পোষাকও গা থেকে খুলে নিয়ে যায়। এমন কি তারা গাড়ির যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে পালায়। আমার বন্ধু প্রায় দশ সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ট্রাক চালানো ছেড়ে দেয়। সেই ঘটনার পর অনেক দিন পর্যন্ত সে স্নায়ুর চাপে ভুগেছে। বর্তমানে একটা গ্যারাজে সুপারভাইজারের কাজ করে। একটু বিরতি নিয়ে স্যাম আবার বলতে থাকে, আমি তোমাকে আবার বলছি, হ্যারী, এই হাইওয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা, এখানে অনেক হাঙ্গর ওঁৎ পেতে ওয়েছে।

ঐ দ্যাখো আর এক দল হিপী-হিপ্পিনী রাস্তা আটকাতে ছুটে আসছে সারিবদ্ধ ভাবে। ওদেরকে দেখে সে তার ট্রাকের গতি দিল আরও বাড়িয়ে।

তারা দলে পাঁচজন। অল্প বয়সী, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা রুক্ষ চুল, নোংরা দাড়ি, পরনে ছোট হাফ-প্যান্ট আর ঢিলেঢালা নোংরা সুতীর কোট। ট্রাক না থামালে ওরা যেতেই দেবে না এমনি মনোভাব নিয়ে ওরা এগিয়ে আসছিল। ওরা যখন বুঝল স্যাম তার ট্রাক থামাবে না, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসী যুবকটি ট্রাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ তার মুখে। দম আটকে যাওয়া মুহূর্ত। এখুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ভয়ে আঁতকে উঠল হ্যারী। সে দেখতে পাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকের চাকাটা ছেলেটিকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

নাহ্, স্যাম বেনজ সত্যিই যেন ম্যাজিক জানে। চকিতে ট্রাক ঘুরিয়ে হিপী ছোকরার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তার দলের অন্য হিপী-হিপ্পিনীরা তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। কে কার কথা শোনে তখন। শেষ পর্যন্ত ট্রাকের নাগাল না পেয়ে তারা ঝাল মেটাতে ভারী এক টুকরো পাথর ছুড়ে মারল ট্রাক লক্ষ্য করে। পাথরের টুকরোটা ট্রাকের ছাদে লেগে হাইওয়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

দেখলে তো! আমার কথা এবার বিশ্বাস হল? কুত্তার বাচ্চা। ট্রাকের জানালা দিয়ে আর একদলা থুতু ছুড়ল স্যাম বেনজ।

'কেন, এ রাস্তায় কি পুলিশ টহল দেয় না?'

দিলেই বা কি? একটু আগেই তো বললাম, এটা স্বাধীন দেশ, যে কেউ যা খুশী করতে পারে। তাছাড়া পুলিশের চোখের সামনে এইসব কুত্তাদের ল্যাজ গুটিয়ে যায়। পুলিশ চলে গেলে তারা আবার নিজেদের কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। কাজেই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

মায়ামি থেকে প্যারাডাইজ সিটি প্রায় একশো মাইল হবে তাই না? হ্যারী জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। অরেঞ্জভিল থেকে দুশো মাইল। আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে। তুমি সঙ্গে রাখতে পার।'

আরও ঘণ্টাখানেক বকর বকর করল ট্রাক ড্রাইভার স্যাম বেনজ।

বেশিরভাগ সময় সরকারী সমালোচনা আর খেলাধুলা নিয়ে আলোচনায় কাটিয়ে দিল স্যাম। তার মতে চন্দ্র অভিযান টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল একসময়। হাইওয়ের পথ ছেড়ে দ্বিতীয় রাস্তায় এসে নামল তারা। একসময় ট্রাক থামিয়ে হ্যারীর উদ্দেশ্যে স্যাম বলল–একটু এগুলেই তোমার রাস্তা তুমি পেয়ে যাবে।

আবর্জনা ভরা একটা রাস্তার কথা বলল সে। সেই নোংরা রাস্তা দিয়ে আর একটা রাস্তা বেরিয়েছে সেটা সামনে জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে। তোমাকে একটু বাড়তি পথ হাঁটতে হবে। মাঝপথে কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি দেখতে পেলে হাত নেড়ে থামিও। তারা তোমাকে প্যারাডাইজ সিটিতে পৌঁছে দেবে। কৃষকেরা এই পথ দিয়ে চলাফেরা করে। তবে চোখ, কান খুলে পথ চলবে। এ জায়গার কোথাও নিরাপদ নয়। র‍্যাক থেকে ম্যাপটা টেনে নিয়ে সে নিজে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা হ্যারীর হাতে দিয়ে বলল, এখানকার শহরগুলো কিন্তু ভারী চমৎকার। হিপীদের ঠিক বিপরীত।

তারপর সে অন্য আর একটা র‍্যাক থেকে ভারী মোটা একটা কাঠের গদা টেনে নামাল। জানাল, এ ধরনের গদা দিয়ে মারপিট করত মার্কিন-মুল্লুকের আদি বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানরা। কাঠের গদাটা সে হ্যারীকে দিতে চাইল।

হ্যারী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'ধন্যবাদ, ওটা আমার কোন কাজে লাগবে না।'

'রেখে দাও।' বেনজ জোর করে। 'তুমি নিজেই জান না কখন কোনটা তোমার কাজে লাগবে।' হ্যারীর হাতে কাঠের গদাটা গুঁজে দিতে দিতে স্যাম তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আচ্ছা তোমার যাত্রা শুভ হোক।

তারা দুজন করমর্দন করল।

ট্রাকে চড়তে দেওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। হ্যারী কৃতজ্ঞ সুরে বলল। ফেরার

পথে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কয়েক মাসের বেশি থাকব না ওখানে।
লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নামল হ্যারী। কাঠের গদাটা সে পিঠের ঝোলার ভিতরে চালান করে দিল।
'বেশ তো ভালই, দেখা করবে।' স্যাম বলে– 'সারা সিজনে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমি এখানে থাকি। অরেঞ্জভিলে যে কোন লোককে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেই তারা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে আমি কোথায়।
ফেরার পথে তোমাকে আমি আবার আমার ট্রাকে লিফট দেব। তখন তোমার কাছে যুদ্ধের খবর শুনব, যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।'
হ্যারী হাসল।
ট্রাকটা আবার সেই নোংরা পথ ধরে চলতে শুরু করল। হ্যারী একা। জনমানবশূন্য রাস্তা। ধারে কাছে কোন গাড়িও চোখে পড়ল না। ইউক্যালিপটাস গাছের জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের নিচে বসে সিগারেট ধরাল। স্যাম বেনজের দেওয়া ম্যাপটার উপর চোখ বুলাল। ছোট শহর অরেঞ্জভিলে যাবার পথ ধরেই তাকে হাঁটতে হবে।
স্যাম তাকে পই পই করে বলে দিয়েছে কোন ট্রাক কিংবা প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়তে। পদব্রজে গেলে হিপ্পিদের পাল্লায় পড়তে হবে।
হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকের সরু রাস্তা দিয়ে এগুলে ইয়োলো একরস শহর। হ্যারী আন্দাজ করল এখান থেকে এখনো প্রায় কুড়ি মাইল হাঁটতে হবে তাকে শহরে পৌঁছতে হলে। হাঁটতে গিয়ে সে ভাবল আজ রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে ওকে।
তখন প্রায় একটা হবে, রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসল সে।
খুব ক্ষিদে পেয়েছে । টিফিন কেরিয়ার থেকে সিদ্ধ ডিম, টম্যাটো স্যান্ডউইচ বার করে খেল। তারপর এক কাপ কোকো পান করে একটা সিগারেট ধরাল। বিশ্রাম শেষে উঠতে যাবে তখন গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। ডান দিকে ফিরে তাকাতেই দেখল পুলিশের একটা গাড়ি তার দিকেই ছুটে আসছে।
শক্ত সমর্থ দুজন পুলিশকে গাড়ির ভিতরে বসে থাকতে দেখল হ্যারী। গাড়ির চালক ওকে দেখা মাত্র তার পাশে এসে ব্রেক কষল। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ দরজা খুলে নেমে এসে তাকে ঘিরে ধরল। ছ-ফুট লম্বা লালমুখ পুলিশ সার্জেন্ট একনজরে হ্যারীর আপাদমস্তক দেখে নিল। তার একটা হাত স্টিয়ারিং-এর ওপর, অপর হাত বন্দুকের কুঁদোর উপর–
কে তুমি! আর এখানে কী করছ? বয়স্ক পুলিশ সার্জেন্ট গর্জে উঠল।
এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। শান্তভাবে বলল হ্যারী।
তাই বুঝি! সার্জেন্টের কৌতূহলী চোখ হ্যারীর দামী সুটে। দ্বিধা ফুটল চেহারায়।
'কি নাম তোমার?'
'হ্যারী মিচেল।'

'আসছ কোথা থেকে?'
'নিউইয়র্ক।'
'কাগজপত্র সঙ্গে আছে?'
হ্যারী শার্টের পকেট থেকে তার ফৌজি পরিচয়-পত্র, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স, পাসপোর্ট বার করে সার্জেন্টের হাতে দিল।
কাগজপত্রের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুলিশ সার্জেন্ট তার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল।
আঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, প্যারাট্রুপার তুমি। বেশ। হঠাৎ সে বন্ধু সুলভ হাসি হাসল। তুমি বোধহয় এখানে মজা লুটতে এসেছ তাই না?
আপনি তা ভাবতে পারেন। হ্যারী শান্তভাবে উত্তর দিল। তবে আমি সেসব উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি।
সার্জেন্ট কাগজপত্র তার হাতে ফেরত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?
প্যারাডাইজ সিটি।
তুমি কি এভাবে হেঁটেই সেখানে যাবে নাকি? সার্জেন্ট মুখ বাঁকাল। অঃ তুমি তো আবার হাঁটতে ভালবাস।
হ্যারীর রাগ হল সার্জেন্টের বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে।
তার চেহারা থেকে শান্ত ভাবটা উধাও হয়ে গেল।
এটা কি জানা খুব প্রয়োজন, সার্জেন্ট?
হ্যাঁ। কেউ কপর্দকশূন্য অবস্থায় দক্ষিণে প্যারাডাইজ সিটিতে যেতে চাইলে আমরা অনুসন্ধান করে দেখি তার কাছে আদৌ টাকা-পয়সা আছে কিনা। তোমার কাছে 'টাকা আছে তো?'
'হ্যাঁ আছে বৈকি।'
কত?'
'দুশো দশ ডলার।'
হ্যারী যোগ করল–'আর আমি হাঁটতেও ভালবাসি।'
'তুমি কি প্যারাডাইজ সিটিতে চাকরির জন্য যাচ্ছ?'
'না তবে খুঁজে নেব। যদিও দুমাসের বেশি ওখানে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ নিউইয়র্কে আমার চাকরী ঠিক হয়ে আছে।'
সার্জেন্ট মাথা নাড়াল।
'তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না।' সার্জেন্ট আরও সহজ ভাবে হ্যারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। 'এই জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক, তোমাদের ভিয়েতনামের ধানক্ষেতের মতই বিপজ্জনক।'
বিরক্ত বোধ করল হ্যারী। আমার মনে হয় এখানকার ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত কুৎসা রটানো হচ্ছে। তবে সে জন্য আমি মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই।'

সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।
কয়েক ঘণ্টা আগে, বলল সে, চারজন হিপ্পি এবং একজন হিপ্পিনী এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা পোলট্রি ফার্মে হামলা করে পালায়। যাওয়ার আগে তিনটি মুরগী এবং একটি ট্র্যানজিস্টার রেডিও লুট করে নিয়ে যায়। সেই সময় চারজন লোক পোলট্রি ফার্মে ছিল। তারা তাদের চোখের সামনে হিপীদের মুরগী এবং ট্রানজিস্টার লুট করে পালাতে দেখেছে কিন্তু কেউ বাধা দেয়নি। হিপ্পিরা চলে যাবার পর তারা পুলিশকে খবর দেয়। আমি তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করে বলেছি হিপীদের সঙ্গে ঝামেলা না বাড়িয়ে তোমরা ভালই করেছ। আমি যখন ঐ বেজন্মাদের মুখোমুখি হব তখন বন্দুক নিয়ে তাদের মোকাবিলা করব। পিস্তল বা বন্দুক হাতে না থাকলে যেমন ভিয়েতনামীদের মোকাবিলা করা যেত না তেমনি বন্দুক ছাড়া হিপীদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। না আমি বাড়িয়ে কিছু বলছি না। স্বচক্ষে যা দেখেছি সেটাই বলছি।
হ্যারীর নীল চোখে হঠাৎ ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে।
এসব ঘটছে কী দেশে?
স্বগতোক্তি করার মত হ্যারী বলে, 'এই সব নোংরা মেরুদণ্ডহীন হিপ্পিদের সভ্য মানুষ এভাবে ভয় পাচ্ছে কেন?'
সার্জেন্ট নীরবে তার কথায় সায় দেয়।
এই তিন বছরে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দেশে মাদকদ্রব্য সেবনের সমস্যাটা যে চরমে উঠেছে তা বোধহয় তুমি ভুলে গেছ। বেশির ভাগ হিপ্পিদের ধারণা তাদের দশগুণ বয়স।
স্বপ্নেও তারা যা ভাবেনি সেটা করতে ওদের অহেতুক ব্যস্ততা অথচ দেশের জন্যে কোন কাজ তারা করছে না। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান হল ওদের কাজ। বিয়েতে তারা বিশ্বাসী নয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে সঙ্গিনী হিপ্পিনীদের তারা হাসপাতালে পাঠায়, অসংযমের ফসল তোলবার জন্য নয় ফসল বিনষ্ট করবার জন্য।
বুঝলে, এই সব হিপ্পিদের থেকে সাবধান। ফালতু বীরত্ব দেখাতে গিয়ে নিজের সুন্দর জীবনটাকে নষ্ট করে ফেল না। আগামী দু'মাস তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে। নাকি চাইবে?
সার্জেন্ট তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাল। ওকে জ্যাকসন, চলো এবার যাওয়া যাক। হ্যারীর উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে পুলিশ অফিসার গাড়িতে গিয়ে উঠল।
অপসৃয়মান পুলিশের গাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে যাবার পর হ্যারী তার ঝোলাটা পিঠে তুলে নিয়ে খানিক সময় কী জানি ভাবল, তারপর শ্রাগ করে চলতে শুরু করল সেই নোংরা রাস্তা দিয়ে।

দুই

ইয়োলো একরসের বড় রাস্তার ধারে একটা রেস্তোরাঁ আছে। লাল নিয়ন আলোয় নাম লেখা-**গুড ইটস**। সাইন বোর্ডের নিচে বাক্সের আকারে বিল্ডিংটা, সামনে ঝুল বারান্দা। সেখানে খদ্দেররা বসতে পারে। মদ খেতে খেতে নজর রাখতে পারে রাস্তার ওপর কি ঘটছে তা দেখার জন্য। তবে এসবই দিনের বেলার জন্য, রাতের অন্ধকারে ক্বচিৎ বারান্দাটা ব্যবহার করা হয়।

শহরের একমাত্র বার, রেস্তোরাঁর মালিক টোনি মোরেলি। হাসিখুশি, মোটা সোটা জাতে ইটালিয়ান। বছর কুড়ি আগে এই ইয়েলো একরস শহরে সে প্রথম আসে পোলট্রির বাড়-বাড়ন্ত ব্যবসা দেখে। ঠিক করে এখানে একটা রেস্তোরাঁ খুলবে। তার বরাবরের ইচ্ছে ছিল জনসাধারণকে সস্তায় খাবার যোগাবে। আর এখানকার বাসিন্দারাও তাকে আপন করে নিয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যে। তার প্রমাণ সে পেল তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়। শহরের প্রায় সব লোক তার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়ে যেভাবে তাকে উষ্ণ সমবেদনা জানায় তাতে তার ধারণা হয় সে শুধু এখানকার একজন শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবেই স্বীকৃত নয় সবাই তাকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসে। এটা একটা বাড়তি প্রেরণা বলা যেতে পারে। টোনির মেয়ে মারিয়া বর্তমানে এই রেস্তোরাঁয় তার মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, খদ্দেরদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেবার ভার তার ওপর আর ওর বাবা যথারীতি রন্ধনশালার ভার নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছে।

মোরেলির যা কিছু বেচা-বিক্রি সকাল এগারটা থেকে দুপুর তিনটের মধ্যে। ইয়েলো একরসের বাসিন্দারা সেই সময়টুকুর মধ্যে এই রেস্তোরাঁয় আসে মদ আর লাঞ্চ খেতে। রাত দশটা নাগাদ রেস্তোরাঁর বেচাকেনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়েলো একরসের লোকেরা বাড়িতে নৈশভোজ সারবার পক্ষপাতি। কিন্তু মোরেলি তার রেস্তোরাঁ খুলে রাখে দশটার পরেও। মানুষের সঙ্গ তার ভাল লাগে। যদি সেই সময় কোন আগন্তুক কিংবা ট্রাক-ড্রাইভার অরেঞ্জভিলে যাবার পথে তার রেস্তোরাঁয় ক্ষুধা নিবারণের জন্য আসে তখন সে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

রাত তখন সাড়ে দশটা। হ্যারী মিচেল বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ক্লান্ত সে, ক্ষুধার্তও। ঠাণ্ডা বীয়ার পেলে ভাল হয়। টোনি মোরেলির রেস্তোরাঁটা চোখে পড়তেই সে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল। দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে ভালো করে চোখ বুলাল।

গোটা কুড়ি টেবিল সাজানো রয়েছে—প্রতিটি টেবিলে চারজন করে বসবার ব্যবস্থা করেছে মোরেলি। হ্যারির ডানদিকে বার এবং একটা প্রমাণ সাইজের আয়না। মাথায় লাল চুল, দোহারা গড়নের একটি মেয়ের দুধ সাদা চামড়ায় প্রথম

যৌবনের লাবণ্য, মুখে উছলে পড়া হাসি হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হ্যারীর সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল।
ইয়েলো একরসে তোমাকে স্বাগতম, মেয়েটা তাকে বলল, কি ধরনের ড্রিঙ্কস তোমার পছন্দ? তোমার চোখ মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি খুব তৃষ্ণার্ত।
হ্যারী তার হাসির প্রত্যুত্তরে পিঠের ঝোলাটা নিচে নামিয়ে রেখে বারের দিকে এগিয়ে গেল।
ঠিকই বলেছ, হ্যারী হাসিমুখে বলল, দয়া করে আমাকে বীয়ার দাও, প্রচুর ঠাণ্ডা বীয়ার চাই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।
বোতল থেকে বীয়ার গ্লাসে ঢালে টৌনি মোরেলির মেয়ে মারিয়া, তারপর বীয়ারের সঙ্গে কিছু বরফের টুকরো মিশিয়ে হ্যারীর দিকে এগিয়ে দেয়।
তোমার চোখে আলো, তোমার হাসিতে সূর্য হাসে–বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল হ্যারী।
এর আগে কোন পুরুষ এমন অনুরাগে ভরা কথা শোনায়নি মারিয়াকে। লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল।
ধন্যবাদ।
যে কোন জিনিস দ্বিতীয়বার পাবার আগ্রহ থাকে তীব্র, আর এক গ্লাস হবে?
মারিয়ার ঠোঁটে খুশির হাসি। দ্বিতীয়বার বীয়ার ঢালল গ্লাসে।
দ্বিতীয় দফায় বীয়ার নিঃশেষ করে চোখ মেলে তাকাল হ্যারী।
নৈশভোজের সময় হয়ে গেছে। মেয়েটি ভাজা পেঁয়াজ ঢাকা দুটো পর্ক-চপ, এক প্লেট আলু এবং মটরসুঁটি তার সামনে রেখে বলল, এখন আর বীয়ার নয় চটপট খেয়ে নাও।
বিস্মিত হলো হ্যারী। দারুণ খিদে পেয়েছিল তার। স্যান্ডউইচ আশা করছিল সে। সে জায়গায় এত খাবার দেখে হাসি উপচে পড়ল তার চোখে। তার মানে তুমি বলছ সব খাবার আমার জন্য?
ড্যাড, আমরা একজন দারুণ ক্ষুধার্ত খরিদ্দার পেয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পার স্পেশাল কিছু খাবার বানাও ওর জন্য, মারিয়া বলল।
মোটাসোটা উজ্জ্বল একটা মুখ রন্ধনশালা থেকে উঁকি মেরে দেখল হ্যারীকে, মোরেলি তার আপাদমস্তক জরীপ করে নিল। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। একটু পরেই আবার স্প্যাগেটি দিচ্ছি। পেঁয়াজ তোমার পছন্দ, মিস্টার?
'সব কিছুই আমার পছন্দ, ধন্যবাদ।'
মারিয়া আর একবার তার মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি আসছ কোত্থেকে?'
নিউইয়র্ক। হ্যারী আর একবার রেস্তোরাঁর উপর চোখ বুলিয়ে নিল। সে আগের চেয়ে অনেকটা আরামবোধ করছে। ভারী সুন্দর এই জায়গাটা। এরকম সুন্দর একটা জায়গা আমি এখানে আশা করিনি। এখানে রাত কাটানোর কোন ঘর পাওয়া যাবে?

মারিয়া হাসল। কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে হ্যারীকে মুগ্ধ চোখে দেখছিল। ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক যেন ছায়াছবির নায়কের মতন। নীল চোখ, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। হ্যারী যেন পল নিউম্যানের দ্বিতীয় সংস্করণ। আমাদের একটা ঘর খালি আছে। ব্রেকফাস্ট সমেত তিন ডলার। সেই সঙ্গে বাড়তি ড্যাডের স্পেশ্যাল স্প্যাগেটি–
'তোমার বাবাই সব রান্না করেন?' হ্যারী জিজ্ঞেস করল।
হ্যাঁ। হ্যারীর পাশে বসে মারিয়া তার খাওয়া তদারক করতে লাগল। মাঝে মাঝে আড়চোখে অবাক হয়ে হ্যারীকে দেখে ও। যত দেখে ততই অবাক হয় সে। এমন লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান হাসিখুশি পুরুষ ছায়াছবির পর্দা ছাড়া ওর চোখে পড়েনি কখনও এর আগে।
তাড়াতাড়ি স্প্যাগেটি খেতে খেতে হ্যারী এক সময় মুখ তুলে তাকাল, এমন সুস্বাদু স্প্যাগেটি আমি এর আগে কখনো খাইনি, সত্যি বিশ্বাস কর, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।
না অবিশ্বাস করব কেন! মারিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে। টোনির উদ্দেশ্যে গলা বাড়িয়ে বলল, শুনলে ড্যাড আমাদের নতুন খদ্দের তোমার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
হ্যারী তার গ্লাসের শেষ বীয়ারটুকু নিঃশেষ করে মারিয়ার দিকে তাকাল–এ জায়গাটা তোমার ভাল লাগে?
সন্ধ্যেটা একটু একঘেয়ে লাগে, মারিয়া জবাব দিল-তবে দুপুরে লাঞ্চের সময় ছেলেরা খেতে এলে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সময়টা মন্দ কাটে না।
হ্যারীর ইচ্ছে হল, মারিয়ার সঙ্গে ভাব জমায়। মারিয়ার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ও খুব সহজ সরল প্রকৃতির মেয়ে, এই রকম মেয়েই পছন্দ হ্যারীর।
সায়গন থেকে ফেরার সময় একমাস সে নেপলস এবং ক্যাপরিতে কাটিয়েছে। মারিয়ার মতো ইটালিয়ান মেয়ের সঙ্গ সে পেয়েছে সেখানে। ইটালিয়ান মেয়েরা সহজেই পুরুষদের মন জয় করে নিতে পারে। সহজ সরল জীবন বলে তাদের নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। তখন মার্কিন-মুলুকে মেয়েদের নিয়ে কম ঝামেলা হতো না, নিউইয়র্কে যে সব মেয়ের সঙ্গে মিশেছিল তারা তার কাছে যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাকা নয় তো সেক্স, সেক্স নয় তো কি করে ডায়েটিং করে স্লিম হওয়া যায়। আর তা না হলে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্যান প্যানানি। তাদের ধারণা সারা পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব বুঝি তারাই কেবল বহন করছে।
পুরুষরা নিষ্কর্মা। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে আরো অনেক ঝামেলা। বোমা, বার্থকন্ট্রোল পিল, উইমেন্স লিব, রাজনীতি যত্তো সব দুনিয়ার সমস্যা নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামানো।
তার থেকে ইতালিয়ান মেয়েরা অনেক সরল, অনেক বেশি আন্তরিকতায় পূর্ণ তাদের মন।

হঠাৎ হ্যারীর ভাবনায় ছেদ পড়ল একটা হৈচৈ-এর শব্দ শুনে।

শব্দটা রাস্তা থেকে ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে মানুষের পায়ের আওয়াজ। কে যেন ছুটে আসছে মরিয়া হয়ে। মনে হয় প্রাণের ভয়ে ছুটছে। শব্দটা হ্যারীকে সতর্ক করে তুলল।

মুহূর্তের মধ্যে শব্দটা আছড়ে পড়ল রেস্তোরাঁয় প্রবেশ পথের দরজায়। দরজার পাল্লাটা ছিটকে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। হ্যারীর সজাগ দৃষ্টি আগন্তুকের ওপর। হাঁপাচ্ছে সে। ছাব্বিশ বছরের মার্কিন যুবক। বয়সের তুলনায় একটু খাটো সে। মাথার কালো চুল শার্টের কলার পর্যন্ত নেমেছে। রোগা ধারাল মুখে ভয়ের ছাপ, ডান চোখের উপরে ধারাল অস্ত্রের দাগ। রক্তের ধারা নেমেছে সেখান থেকে। কালো কালসিটে দাগ। পরনে ময়লা হাফপ্যান্ট ছেঁড়া লাল-সাদা চেকশার্ট। বাঁ-হাত দিয়ে সে তার ক্যানভাসে ঢাকা গীটারটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তার কাঁধে একটা ছোট্ট পশমের ব্যাগ। এ সব এক লহমায় দেখে নিল হ্যারী। শিকার সন্ধানী জানোয়ারের মতো কি যেন খুঁজছিল সে। হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ইশারায়।

'হিপ্পিরা আমাকে তাড়া করেছে। কোথায় আমি লুকোই বলুন তো?'

যুবকটির ভয়ার্ত মুখ দেখে মায়া হল হ্যারীর। উঠে দাঁড়াল সে।

'বারের পিছনে গিয়ে লুকোও।'

যুবকটি বারের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হ্যারী তার ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে স্যাম বেনজের দেওয়া কাঠের গদাটা শক্ত মুঠোয় ধরে রাখে এবং অপেক্ষা করতে থাকে হিপ্পিদের জন্য। বেশ কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ তখন রেস্তোরাঁর দিকেই এগিয়ে আসছিল।

মারিয়া ভয়ে ভয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। যুবকটিকে বারের পিছনে লুকোতে দেখেই ও কিচেনে গিয়ে লুকিয়েছিল, একটা অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখানে বুঝতে পেরে।

'সব ঠিক আছে,' নিচু গলায় হ্যারী বলল, 'রান্নাঘরে ফিরে যাও।' হয়তো গণ্ডগোল হতে পারে। আমি সব সামলে নিচ্ছি।

তারপর দীর্ঘ নীরবতার পর রেস্তোরাঁর দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। তারা ঠিক অশরীরী মূর্তির মতো নিঃশব্দে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল, চারটে হিপ্পি তরুণ। সতের থেকে কুড়ি বছর বয়স হবে তাদের।

প্রত্যেকের মাথায় জটাবাঁধা। এলোচুল কাঁধের নিচে ঝুলে পড়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের গাল-ভর্তি দাড়ি। প্রত্যেকের পোশাক জীর্ণ, মলিন চেহারা, অত্যন্ত নোংরা, গায়ে বদগন্ধ।

আর তাদের সঙ্গিনী হিপ্পিনী মেয়েটির বয়স ষোলর বেশি নয়, বেঁটে রোগাটে চেহারা, একটু বেহায়াও বটে। পরনে কালো ব্লাউজ এবং টান-টান লাল নোংরা হট প্যান্ট। হিপ্পিদের থেকে ওই হিপ্পিনীর গায়ের বদগন্ধ অনেক তীব্র এবং

অসহ্য।

চাক, লোকটা এখানেই ঢুকেছে। ওদের মধ্যে এক হিপ্পি বলল—আমি ওকে এখানে ঢুকতে দেখেছি।

ওদের দলনেতা চাক। হিপীদের মধ্যে তার বয়সই সব থেকে বেশি। লম্বাটে চেহারা, কুৎসিত হিংস্র চাহনি চোখে। রেস্তোরাঁর ভিতরে চোখ বুলোতে গিয়ে হ্যারীকে দেখে তার দৃষ্টি থমকে গেল। অবাক হয়ে ভাবল এ আবার কে? হিপীদের দেখে ভয় পায় না। এত দুঃসাহস! চাক তার স্পর্ধা দেখে রেগে গেল। অন্যরা ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজিত। চাক খিস্তি করল হ্যারীকে, ওই ব্যাটা, গীটার হাতে এখানে কাউকে ঢুকতে দেখেছিস?

হ্যারী চেয়ার সরিয়ে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াল নিঃশব্দে, তবে তার স্থির দৃষ্টি চাকের উপর।

চাক অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বলে, 'আরে তুই বোবা কালা নাকি?'

তোদের কথা আমি সবই শুনছি সেই সঙ্গে তোদের গায়ের বদগন্ধও পাচ্ছি। হ্যারী শান্ত গলায় বলে, তুই তোর দলের ছেলেদের নিয়ে এখান থেকে চলে যা। বদগন্ধে এখানে টেকা যাচ্ছে না।

চাক চমকে ওঠে হ্যারীর স্পর্ধা দেখে। ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, দু'পা পিছিয়ে যায় সে, তার নিঃশ্বাসে হিস্ হিস্ শব্দ, কুৎসিত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

তোর মত আমাকে মেজাজ দেখাবার সাহস কেউ পায় না। রাগে গজরাতে গজরাতে সে বলে আমি তোকে—

'যা যা কেটে পড় এখান থেকে,' হ্যারীও কম যায় না। চাকের চড়া মেজাজের সুরের প্রতিধ্বনি করে সে বলে, ফিরে গিয়ে তোর মাকে বলিস সাবান মাখিয়ে তোকে যেন ভাল করে গোসল করিয়ে দেয়।

ঠিক আছে ক্রীপ! নোংরা হাত দুটো মুঠো করে চাক গর্জে ওঠে, আমরা এই রেস্তোরাঁটা ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেব। সেই সঙ্গে তোকে পেঁদিয়ে তোর চামড়ায় ডুগডুগি বাজাব।

কিন্তু আমি তা করব না, হ্যারী তার উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে টেবিল থেকে এক ইঞ্চি সরে দাঁড়াল। তার একটা হাত তখন ঝোলার ভিতরে, কাঠের গদাটা হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। কেবল তোরাই ব্যথা পাবি। আমি বাচ্চা ছেলেদের অহেতুক—

কথার মাঝে থামতে হল হ্যারীকে। কারণ ঠিক সেই সময় সামনের টেবিলটা লাথি মেরে উল্টে দিয়েছে চাক, ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে পড়ে। রেস্তোরাঁ ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। চাক তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলে—সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দাও।

ঝোলার ভেতর থেকে হ্যারী হাতটা টেনে বার করে আনে দ্রুত গতিতে। তার হাতে সেই কাঠের গদা। আচমকা দ্রুত গতিতে সে ছুটে গেল চাকের দিকে। চাক সুযোগই পেল না হাত তোলবার। হ্যারীর হাতের ঘুরন্ত কাঠের গদাটা মুহূর্তে আছড়ে পড়ল চাকের হাতে। মট করে হাড় ভাঙার শব্দ হল। গাছ থেকে শুকনো

ডাল ভেঙে পড়ার মতো মেঝের উপর চাকের ভারী দেহ পতনের শব্দ উঠল। সে তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।
মার মার ঐ শয়তানটাকে। চাক তার দলের ছেলেদের নির্দেশ দেয়।
তাদের ইতস্তত করতে দেখে হ্যারী আবার এগিয়ে গেল। দলের আরেক ছোকরার দিকে আগের মতো দ্রুতগতিতে ছুটে যায় সে। বাধা দিতে এলে তার কাঁধের উপর আঘাত হানে হ্যারী কাঠের গদাটা দিয়ে। ছোকরা ছিটকে পড়ল অদূরে। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত।
'বেরিয়ে যাও।' হ্যারী চিৎকার করে উঠল হিপীদের উদ্দেশ্যে।
হ্যারীর উদ্দেশ্যে হিপ্পিনী মেয়েটা একদলা থুতু ছুঁড়ে ছিটকে পড়ে সেখান থেকে। বাকী দুই হিপী হুড়োহুড়ি করতে করতে দরজার দিকে ছুটে গেল, কে আগে বেরুবে সে প্রতিযোগিতায় সামিল হলো। দ্বিতীয় আহত ছোকরাটা নিজেকে সামলে নিয়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল পায়ের ওপর ভর দিয়ে। একটা হাত আহত কাঁধের উপর। তার লক্ষ্যও দরজার দিকে, পালাবার পথ খুঁজছে। হ্যারী তার দিকে ছুটে গিয়ে বুটশুদ্ধ ডানপাটা তুলে ছোকরার মেরুদণ্ডে সজোরে লাথি ঝাড়ল। ছোকরা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল।
হ্যারী এবার আহত চাকের দিকে এগিয়ে গেল। সে তখনো হাঁটু মুড়ে বসে ভাঙা হাত বুকে চেপে ধরে কাতরাচ্ছিল যন্ত্রণায়–
যা দূর হ এখান থেকে, হ্যারী তাকে শাসায়, তা না হলে–
হিপীদের দলপতির দুরবস্থা দেখে হাসি পেল হ্যারীর। চাক আহত হাতটা বুকে চেপে যন্ত্রণায় টলতে টলতে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল। চাককে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেও তার দলের কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। সবাই তখন যে যার প্রাণ হাতে করে নিরাপদ জায়গায় পালাবার জন্য ছুটছিল।
রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ করে বারের দিকে এগিয়ে গেল হ্যারী। ভয়ে কুঁকড়ে থাকা যুবকটির দিকে তাকাল সে। ওরা আধমরা হয়ে পালিয়েছে; হ্যারী তাকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল, 'আমার মনে হয় এ মুহূর্তে তোমার একটু ড্রিঙ্কসের খুব প্রয়োজন।'
যুবকটি উঠে দাঁড়াল, তার পা কাঁপছিল, চোখ মুখ থেকে ভয়ের ছাপটা তখনো মিলিয়ে যায়নি।
'আমাকে দেখতে পেলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।' বারের উপর ঝুঁকে পড়ল যুবকটি।
'টেক ইট ইজি। ভয়ের কিছু নেই,' হ্যারী বলল।
ওদিকে মারিয়া এবং ওর বাবা কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। তারা তখনো ভয়ে কাঁপছিল।
'এসবের জন্য আমি দুঃখিত,' মারিয়াকে উদ্দেশ্যে বলল হ্যারী, কাঁচটা ভাঙতে না দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কি করব।

'তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। আমি সব দেখেছি।' মারিয়া প্রশংসার সুরে বলল, 'তুমি আজ এখানে না থাকলে রেস্তোরাঁয় একটা জিনিসও আস্ত থাকত না।'
হ্যারী হাসল।
'আমাদের নবাগত বন্ধুর ভার তোমাকে নিতে হবে।' হ্যারী অনুরোধের ভঙ্গীতে তাকায়। বিশ্রীভাবে কেটে গেছে ছেলেটির শরীরের কয়েকটা জায়গা।
টোনি মোরেলি হ্যারীর একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, তুমি ভাই লা জওয়াব। এ তল্লাটে ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক ভয়ে কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারে না। অথচ তুমি আজ ওদের পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে বিদায় করলে। ধন্যবাদ মিস্টার। আজকের দিনে তোমার মতো সাহসী ছেলে আমাদের একান্ত দরকার।
প্রশংসায় বিব্রত হ্যারী প্রস্তাব দেয়, আসুন এবার একটু পান করা যাক। গিটার হাতে ছেলেটির দিকে ফিরল। আমার নাম র‍্যান্ডি রোচ, যুবকটি হাত বাড়ায়। একটু পরে কিচেন থেকে ফিরে আসে মারিয়া। ওর হাতে গরম জলের পাত্র, তোয়ালে, অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার। র‍্যান্ডির ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া রক্ত বন্ধ করে সেখানে প্লাস্টার লাগিয়ে দেয় মারিয়া। র‍্যান্ডি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার স্কচের গ্লাসটা হাতে তুলে নেয়।
'ধন্যবাদ বন্ধু তোমাকে,' স্কচের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে র‍্যান্ডি বলে, 'গীটারটা হারালে আমার চাকরীটাও হারাতে হত।'
হ্যারী তার গ্লাসে চুমুক দিল। জানতে চাইল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'
প্যারাডাইজ সিটিতে। তুমিও সেখানে যাচ্ছ নাকি? বেশ তো তাহলে দুজনে একসঙ্গে এখান থেকে চলো রওনা দিই। র‍্যান্ডি কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বলে, একসঙ্গে দুজনে পথ চলাটাও নিরাপদ কি বল বন্ধু।
'নিশ্চয়ই!' হ্যারী মাথা ঝাঁকায়।
স্প্যাগেটি স্পেশালের দুটো প্লেট হাতে নিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল মারিয়া–বাবার হাতে তৈরি, তোমাদের জন্য পাঠালেন তিনি আর বলেছেন থাকবার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
হ্যারী ওর দিকে তাকাল। চোখে চোখে দুজনের অনেক কথা হল। সরবে কিছু বলার থেকে অনেক বেশি মনের কথা এতেই বলা হয়ে গেল।
লজ্জা পেয়ে কিচেনে ফিরে গেল মারিয়া। হ্যারী ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেল।
তারপর র‍্যান্ডির দিকে ফিরে তাকায় সে,–খুব ভাল লোক ওঁরা তাই না!
জানি না। আমি শুধু জানি এই রেস্তোরাঁ তুমি রক্ষা করেছ। সেই সঙ্গে আমাকেও প্রাণে বাঁচিয়েছ। র‍্যান্ডি বলল, গীটারটা হারালে অনেক ঝামেলা হত। আমি প্যারাডাইজ সিটিতে সোলো ডোমিনিকোর হোটেলে কাজ করি। ওখানে গীটার বাজিয়ে গান করি। তিন বছর হলো কাজ করছি সেখানে। চমৎকার রেস্তোরাঁ।

রেস্তোরাঁর মালিক এবং তার মেয়ে ব্যবসাটা চালায়। মেয়েটি দারুণ মিশুক স্বভাবের এবং পরোপকারিনী। তুমি কি চাকরি খুঁজছ?

'হ্যাঁ। ওখানে কোন সুযোগ আছে? যে কোন কাজ করতে রাজী আমি।'

র‍্যান্ডি একটু ভেবে নিয়ে বলল, তোমার একটা চাকরীর ব্যবস্থা হয়তো আমি করে দিতে পারবো।

সোলো ডোমিনিকো নিজেই রেস্তোরাঁ চালায়। তার রেস্তোরাঁয় খুব শিগগির কিছু লোকের প্রয়োজন হবে। তুমি সাঁতার জানো?

সাঁতার? হাসল হ্যারী। এ কাজটা আমি খুব ভালোই পারি। গত অলিম্পিকে ফ্রীস্টাইল এবং ডাইভিং-এ ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছিলাম।

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছিলে তুমি! বিস্মিত হয়ে র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করে, কতদিন তুমি সেনাবাহিনীতে ছিলে? কবে ভিয়েতনামের যুদ্ধে গিয়েছিলে?

তিন বছর সেখানে আমি সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি।

র‍্যান্ডি হ্যারীর পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দেয়, আলবাৎ তোমাকে চাকরী দেবে সলো। এখন সীজনের সময়। টুরিস্টরা ইতিমধ্যেই এখানে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আজকাল টুরিস্টরা হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সাঁতার শেখাতে সেখানে কয়েকজন অভিজ্ঞ সাঁতারুর খুব প্রয়োজন।

এ চাকরী আমায় বেশ মানিয়ে যাবে। হ্যারী দারুণ খুশি। কিন্তু অন্য কারোর সঙ্গে সে কথাবার্তা পাকা করে ফেলেনি তো?

মনে হয় না। চাকরী তুমি নিশ্চয়ই পাবে। তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

ঠিক আছে, আমার কোন তাড়া নেই, হ্যারী বলে, ভাবছি রাতের অন্ধকারে হাঁটা পথে রওনা দেব প্যারাডাইজ সিটির দিকে। রাতে গরমের বালাই নেই। তাছাড়া রাতে পথ চলাটা এখন খুবই নিরাপদ। রাতের বেলা হিপ্পিদের তাড়া খাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

'বেশ তো কাল সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করা যাবেখন। রাতটা এখানে থাকছি, কি বলো?'

হ্যারী মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তাহলে এ ব্যাপারে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছি।

হ্যারী রাতটা ওদের হোটেলে থাকতে চাইছে শুনে মারিয়া খুশিতে ফেটে পড়ে। তাকায় হ্যারীর দিকে, তুমি আমাদের যে উপকার আজ করেছ তার জন্য আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। যতদিন খুশি তুমি এখানে থাকতে পার। এখন বলো আর কিছুর দরকার আছে কিনা।

'একটু গরম জল হলে ভাল হত।'

'জানতাম তোমার গরম জল লাগবে। তাই আগেই জল গরম করে রেখেছি। চল আমার সঙ্গে। আমি ততক্ষণে তোমাদের বিছানা গুছিয়ে ফেলি।'

মারিয়াকে হ্যারীর সঙ্গে যেতে দেখে টোনি মোরেলি এবার কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে র‍্যান্ডির সামনে।

ছেলেটি ভারী চমৎকার, র‍্যান্ডিকে বলে সে, ওর মতো একটা ছেলে যদি আমার থাকতো।

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' র‍্যান্ডি তাকে সমর্থন করে।

র‍্যান্ডির খাওয়া শেষ। টোনি মোরেলি তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলে আবার কিচেনে ফিরে গেছে।

একা একা বসে র‍্যান্ডি ভাবে, কেন যে হুট করে হ্যারীকে কথা দিলাম, কিন্তু সোলো যদি রাজি না হয়? তখন সে কি করবে? কথাটা মনে হতেই সে ফোনবুথে ঢুকে ফোন করে সোলোকে।

সোলো রেস্তোরাঁয় ছিল না। নিগ্রো বারম্যান জো খবরটা দিল তাকে।

শোন জো ওঁর সঙ্গে কথা বলার খুব জরুরী দরকার। ওঁকে এখন কোথায় পাব বলতে পার?

জো তাকে সোলোর বাড়ির ফোন নম্বর দিল।

র‍্যান্ডি সোলের বাড়িতে ফোন করল। ভেসে এলো সোলোর গম্ভীর কণ্ঠ।

'কে কথা বলছ?'

'আমাকে চিনতে পারছ?' র‍্যান্ডি উত্তরে বলে, 'র‍্যান্ডি রোচ কথা বলছি। তোমার জন্যে একজন লাইফ গার্ড সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, সোলো। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান। এখন শোন...'

তিন

প্রায় তিন ঘণ্টা হল রাস্তা দিয়ে হাঁটছে হ্যারী এবং র‍্যান্ডি। হ্যারী আগে র‍্যান্ডি তার পিছনে। দুজনেই যে যার ভাবনায় মশগুল।

নিচে সাদা ধুলো ঢাকা রাস্তায় নির্মেঘ আকাশের ভাসমান চাঁদের ছায়া। তখনও গরম বাতাসের অস্বস্তি বোধটা কাটেনি। রাস্তার দুধারে গাছের ছায়া।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে ওরা হোটেল ইয়েলো একরস ছেড়ে এসেছে। আসবার সময় মোরেলি স্ন্যাক্সের প্যাকেট দিয়েছে রাস্তায় খেতে। ফেরার পথে মোরেলির সঙ্গে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হ্যারী।

মারিয়ার কথা ভাবছিল হ্যারী। ওর সঙ্গে নিউইয়র্কের মেয়েদের তুলনা করছিল সে।

তারা দৈহিক সুখ ছাড়া অন্য আর কিছু ভাবতে পারে না। সিগারেট খেতে খেতে তারা কেমন অবলীলায় পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, এ যেন ডাল-ভাত খাওয়ার মতন।

আশ্চর্য এতটুকু লজ্জা নেই। ক্লান্তি নেই, দ্বিধা নেই। হ্যারী অবাক হয়ে ভাবে মারিয়া তাদের থেকে আলাদাই শুধু নয় ওর মিষ্টি ব্যবহার এবং সারল্য সব চেয়ে আকর্ষণীয়।

অন্য সব মেয়ের মত মারিয়ারও হয়ত সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু ওর নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মনে হয়। মারিয়া নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে।

মিনিট দশেক পরে ওরা হাইওয়েতে এসে পৌঁছল। র‍্যান্ডি কাঁধ থেকে জলের ব্যাগ এবং গীটারটা নামিয়ে রাখল।

এসো, এখানে অপেক্ষা করা যাক। আধঘণ্টার মধ্যে কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি পেয়ে যেতে পারি। র‍্যান্ডি বলে, ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে মাইল পঞ্চাশকে দূরে স্ন্যাক্সবারটাও খোলা পেতে পারি, সারা রাত খোলা থাকে।

বেশির ভাগ ট্রাক ড্রাইভার সেখানে ডিনার সারে। ওই স্ন্যাক্স বার পর্যন্ত কোনো গাড়িতে লিফট পেলে সেখান থেকে হয়তো কোনো ট্রাক মিলে যেতে পারে। মায়ামি পৌঁছতে পারলে আর কোন ঝামেলা নেই।

পাহাড়ের ওপর থেকে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে একটা ট্রাক, হেডলাইটের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তারা এতক্ষণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। র‍্যান্ডি এবার রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে গেল। চলন্ত ট্রাকটা থামল না। তার ডাক শুনেও তীব্র গতিতে পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল।

হতাশ হয়ে র‍্যান্ডি ফিরে আসে। হ্যারী তখন পথের ধারে ঘাসের উপর বসে সিগারেট ফুঁকছে। পরের পনের মিনিটে চারটি ট্রাক সেখান দিয়ে ছুটে গেল, কিন্তু কোন ট্রাক ড্রাইভারই র‍্যান্ডির অনুরোধে থামল না।

এর থেকে হেঁটে যাওয়া ভাল, হ্যারী বলল, আমার মনে হয় না কেউ তোমাকে খাতির করবে।

আরো পনের মিনিট অপেক্ষা করে দেখি, র‍্যান্ডি তাকে আশ্বস্ত করে, বোধ হয় আমার বড় বড় চুল দেখে সবাই আমাকে হিপ্পি ঠাওরাচ্ছে। তার চেয়ে এক কাজ করি, আমার বদলে তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি থামান যায় কিনা।

অতঃপর র‍্যান্ডি ফিরে যায় হ্যারীর জায়গায় আর হ্যারী উঠে আসে রাস্তায়।

তোমার সাফল্য কামনা করি। বলল র‍্যান্ডি।

কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। তিন তিনটি ট্রাক হ্যারীর নাকের ডগা দিয়ে ছুটে গেল, কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না।

দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে হেডলাইটের তীব্র আলো নেমে আসছিল নিচে ঢালু হাইওয়ের ওপরে। জীপ গাড়ির পিছনে দুই বার্থের ক্যারাভ্যান।

যদিও কোন আশা নেই, বলল হ্যারী, তবে আমি চেষ্টা করে দেখব।

হ্যারী মাঝ-রাস্তায় ছুটে গিয়ে হাত তুলে ইশারা করল গাড়িটা থামানোর জন্য। চোখ মুখে কাতর অনুনয়, করুণ আবেদন, মনে হয় চালক সাড়া দেবার কথা ভাবল। পরমুহূর্তে একটা যান্ত্রিক শব্দ উঠল। ব্রেক কষে গাড়িটা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

র‍্যান্ডি তাড়াতাড়ি ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে গীটার হাতে ছুটে এল হ্যারীর পাশে।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে হ্যারী দেখে নিল গাড়ির চালককে।

আপনি কি মায়ামিতে যাচ্ছেন? হ্যারী জিজ্ঞেস করল। আমাদের ওখানে একটু পৌঁছে দেবেন?

গ্যাসবোর্ডের আলো চালকের মুখের ওপর। কাছে যেতেই হ্যারী একটু অবাক হল, চালক একটি মেয়ে। মেয়েটিও অবাক চোখে দেখছিল তাকে। মেয়েটির চোখে অ্যান্টি-হীট গগলস। সাদা শার্ট প্যান্টের ভিতরে গোঁজা।

গাড়ি চালাতে জান? মেয়েটির চাপা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

হ্যাঁ, সেটা আমি সব সময় সঙ্গে নিয়েই ঘুরে থাকি।

খুব ভাল কথা, মেয়েটি বলে, গাড়ি চালালে লিফট দিতে পারি। রাস্তাঘাট ভাল জানা আছে তো?

সোজা চালাতে হবে এই তো।

হ্যারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে থাকে মেয়েটি।

তারপর র‍্যান্ডির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে–ঐ লোকটা তোমার বন্ধু নাকি?
হ্যাঁ, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মাথায় বড় বড় চুল রেখেছে। অন্য কোন খারাপ মতলব-নেই।
বেশ মেয়েটি বলে, তোমায় পেয়ে মনে হয় ভালোই হলো। আঠার ঘণ্টা ধরে আমি এই গাড়িটি চালাচ্ছি।
তুমি ঠিক সময় এখানে আসায় ভালই করেছ। মেয়েটি দরজা খুলে ওকে আহ্বান জানিয়ে বলে, একটু বিশ্রাম না নিতে পারলে পথের মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। এই ক্যারাভ্যান গাড়িটা মায়ামি পৌঁছে দিতে হবে। এ গাড়ির ফরমাসকারী শাসিয়েছে আমার কোম্পানিকে, আগামীকাল সকালে গাড়িটা না দিলে অর্ডারটা সে বাতিল করে দেবে।
মেয়েটির কথাবার্তা কেমন বেসুরো ঠেকল।
সবকিছুই যেন মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে ঘটে গেল।
তাড়াতাড়ি উঠে পড়। আমি ক্যারাভ্যানের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি। মায়ামি না পৌছান পর্যন্ত আমাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিও না যেন।
ক্যারাভ্যানের ভিতরে দুটো বিছানার ব্যবস্থা আছে কিনা, র‍্যান্ডি জানতে চাইল আশা নিয়ে, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, শরীর আর সইছে না।
তুমি ঐ উদ্ভট লোকটাকে সামলাও। নইলে বাকি রাত ওকে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে, হ্যারীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে রাগে গজগজ করতে থাকে মেয়েটি। গজরাতে গজরাতে সে নিচে ক্যারাভ্যানের দরজা দিয়ে ঢুকল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনল তারা দুজন।
হ্যারী এবং র‍্যান্ডি পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর চালকের আসনে গিয়ে বসল হ্যারী।
দেখলে একটু আগে আমি ভাগ্যের কথা বলছিলাম না? র‍্যান্ডি হাসতে হাসতে বলে, সকাল সাতটার মধ্যে মায়ামিতে পৌছে যাব।
হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিংবা যে কারণেই হোক হন্টনের হাত থেকে বাঁচা গেছে। প্রত্যুত্তরে হ্যারী বলে, যাই বল মেয়েটার সাহস আছে। দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা একা হাইওয়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল, হিম্মত না থাকলে কি কেউ পারে! তারপর আমরা অনুরোধ করতেই গাড়ি থামাল সে, আমাদের গাড়ি চালাতে বলল, ভয় ডর বলে যেন কিছু নেই তার।
আমরা না হয়ে কোন গুণ্ডা বদমাস লোকের হাতে পড়লে তারা মেয়েটিকে দল বেঁধে ধর্ষণ করে ছাড়ত নিশ্চয়ই। তখন ইজ্জত বলে আর কিছু থাকত না তার।
র‍্যান্ডি বলে-মার্কিন মেয়েদের আবার ইজ্জত? ওরা তো চায় পুরুষরা ওদের জোর করে ধর্ষণ করুক। ইদানীং এটা ওদের অবসর বিনোদনের নবতম পথ। ওরা এখন পুরুষদের দিয়ে ধর্ষণ করানোর জন্য নিজেরাই পুরুষ ধরার ফাঁদ পেতে রাখে। একটু থেমে র‍্যান্ডি আবার বলে, ঐ মেয়েটা হয়তো ক্যারাভ্যানে শুয়ে শুয়ে

তোমার কথা ভাবছে। আর মনে মনে তোমার শ্রাদ্ধ করছে, পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে না। আশ্চর্য!

হ্যারী হাসে। তার হাসি দেখে মনে হল, এইমাত্র বুঝি সে মেয়েটিকে সত্যি সত্যি ধর্ষণ করে এল এবং সেই তৃপ্তির রেশটুকু তার শরীরে রয়ে গেছে এখনো।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে একটা প্ল্যাস্টিকের ফোল্ডার পাওয়া গেল। ফোল্ডার থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে র‍্যান্ডি পড়তে শুরু করল।

হার্জ কোম্পানি থেকে ভাড়া করা গাড়ি। ভোরো বীচে মিস্টার জোয়েল ব্লচকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর ঠিকানা হল ১২৪৪ স্প্রিংফিল্ড রোড, ক্লিভল্যান্ড। আগের মাইলেজ লগবুকে লেখা আছে কিনা দেখছ।

হ্যাঁ ১.৫৫০ মাইল।

ড্যাসবোর্ডের মাইলেজ কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল হ্যারী। চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গাড়িটা ভাড়া করার পর মাত্র ২৪০ মাইল চলেছে। অতএব মেয়েটির কথা মাফিক দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা গাড়ি চালানোর প্রশ্নই নেই।

র‍্যান্ডি অবাক হয়ে তার কথা যেন গিলতে থাকে।

তুমি কি সব সময় এভাবে কথা বলো নাকি? তোমার কথাগুলো যেন গোয়েন্দা উপন্যাসের ঝানু গোয়েন্দাদের মত শোনাচ্ছে।

আমার ধারণা, হ্যারী বলতে থাকে, মেয়েটির নাম জোয়েল নয়, তার নাম যাই হোক না কেন, দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা সে গাড়ি চালায়নি কখনো। বোধহয় গাড়িটা সে চুরি করেছে।

দেখ হ্যারী, র‍্যান্ডি বলে, সাতটার মধ্যে মায়ামিতে আমাদের যাবার প্রয়োজন, গাড়ি পেয়েছি, সেখান থেকে অন্য কোন গাড়ি কিংবা বাসে চড়ে প্যারাডাইজ সিটিতে পৌঁছানো যাবে অনায়াসে। অতএব কে গাড়ি চুরি করল, কি না করল অতশত খবরে কি দরকার আমাদের।

চোরাই গাড়ি চালাচ্ছি, রাস্তায় যদি পুলিশ ধরে!

আরে অত চিন্তা করতে হবে না। মাঝরাতে হাইওয়েতে পুলিশ আর পাহারা দেয় না। দেখ গিয়ে ওরা এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

হ্যারী একটু ইতস্ততঃ করে হাল ছেড়ে দেয়। সত্যি তো তার অত চিন্তা করার কী দরকার। পুলিশের দুশ্চিন্তা করবে মেয়েটি। তাছাড়া র‍্যান্ডি যখন ঝুঁকি নিতে চাইছে তখন আর এ ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই চলবে। কথাটা ভাবা মাত্র স্টিয়ারিং-এর হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরল সে। একটু পরেই গাড়ি পঁয়ষট্টি মাইল বেগে ছুটতে শুরু করল।

হ্যারীকে ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালাতে দেখে র‍্যান্ডি মারিয়ার দেওয়া প্যাকেট থেকে মুরগীর ঠ্যাং বার করে চিবুতে থাকে। হ্যারীর চোখে চোখ পড়তে তাকে জিজ্ঞেস করল–তুমি কিছু খাবে?

এখন নয়।
তাহলে আমি খাই, র‍্যান্ডি মুরগীর ঠ্যাং তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে লাগল আবার। মারিয়ার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আচ্ছা, হ্যারী ভিয়েতনামের মেয়েরা মাল কেমন বল তো?
তুমি তো আর ভিয়েতনামে যাচ্ছো না, হ্যারী বেজার মুখে বলে, তাহলে জেনে কি লাভ?
না মানে আমি জানতে চাইছি ওরা সহজেই পুরুষদের কাছে ধরা দেয়, নাকি ওদেরকে পাবার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়?
বললাম তো তুমি তো আর ভিয়েতনামে যাচ্ছ না। হ্যারী বেজার মুখে তার আগের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলে, তাহলে জেনে কি লাভ?
র‍্যান্ডি বুঝল, হ্যারী তার অশালীন কথাবার্তায় ক্ষুব্ধ।
ভিয়েতনামের মেয়েদের ওপর হ্যারীর দুর্বলতা আছে কিনা জানি না। ভিয়েতনামের মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা কেউ করলে তাকে সহ্য করতে পারে না সে।
হ্যারীর মনে পড়ে সায়গন ছেড়ে আসার আগে ভিয়েতনামে অত্যন্ত গরীব একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল তার। বড় রাস্তার ধারে এলেই তার সঙ্গে দেখা হতো হ্যারীর।
মেয়েটি রান্না করা খাবার বিক্রি করত।
তাকে দেখে হ্যারী ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যেত। স্টোভ, রান্নার জিনিসপত্র সব বাঁশের তুলিতে ঝুলিয়ে ব্যালান্স রেখে কি করে যে পথ চলত চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পিঙ্ক রক্তের ঝিমিয়ে পড়া মেয়েটিকে দেখলে তার মনে হতো, একটা দুষ্টু প্রজাপতি যেন তার চারপাশে উড়ছে। কিন্তু পরে সে জেনেছে, কি দারুণ দৃঢ়চেতা এবং কঠোর প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে।
সেই দীর্ঘ তিন বছর মেয়েটি ছিল তার মণিহার। ভালবাসা দিয়ে মেয়েটি তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভিয়েতনামের মেয়েরা ভালবাসতে জানে। ফ্রন্ট থেকে ফিরে হ্যারী মিচেল দেখত মেয়েটি তার জন্য খাবারের আয়োজন করছে। এইভাবে তিন বছর ধরে মেকং উপত্যকার দুর্গম অরণ্যে ভয় আর মৃত্যুর সঙ্গে দিনরাত পাঞ্জা লড়তে লড়তে হ্যারী আশার দোলায় দুলত, বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে ভিয়েতনামের এক রমণী, যে নারী বঞ্চনা জানে না এবং অবিশ্বাস যাকে স্পর্শ করা দূরে থাক তার কাছেও ঘেঁষতে পারে না।
তারপর একদিন সায়গমে বোমা পড়ল। আচমকা বিমান হামলা। হতভম্ব ভিয়েতনামীরা ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম বিমানবাহিনীর চকিত আক্রমণে বোমার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে আরো অনেক মানুষের মত পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় হ্যারী মিচেলের ভালবাসার মেয়ে। তারপর সে আর অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানো দূরে থাক চোখ

তুলে তাকায়নি পর্যন্ত। র‍্যান্ডি রোচ ভেবেছে কি? মার্কিন মুলুকে বসে ভিয়েতনামের দু-একজন বেশ্যার ছবি দেখে সে কি ভেবেছে সেখানকার সমস্ত মেয়েই বেশ্যা? সব মেয়েরই জন্ম হয়েছে পুরুষদের বিছানায় বিবস্ত্র হওয়ার জন্যে? ভিয়েতনামের কোন মেয়ের সম্বন্ধে যা তা বলা মানে হ্যারী মিচেলের ভালবাসাকে অপমান করা সে কথা র‍্যান্ডি বোঝে না।

একটা গাড়ির হেড লাইটের আলো দেখতে পেল হ্যারী।

গাড়িটা তখন প্রায় আধ মাইল দূরে। বোধহয় পুলিশের পেট্রল কার। কিন্তু হাইওয়ের ওপরে ষাট মাইলের বেশি স্পীড তোলা আইন-বিরুদ্ধ।

পিছনে গাড়ি! র‍্যান্ডি মৃদু চিৎকার করে উঠল–হ্যাঁ দেখেছি, পুলিশের বলে সন্দেহ হয়। হ্যারী নিচু গলায় তাকে তার অনুমানের কথাটা জানিয়ে দেয়।

কি বলছ তুমি। এই শীতে পুলিশ এখন বিছানায়, র‍্যান্ডি বলে, এ রাস্তায় কখনো পুলিশের গাড়ি দেখিনি আমি।

তুমি কি সত্যিই তাহলে কিছু খাবে না? র‍্যান্ডি একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

না, তবে একটু গরম কফি পেলে ভাল হত।

ও জিনিসটা আমারও খুব দরকার।

মিনিট পনের পরেই আমরা সারারাত খোলা একটি স্ন্যাক্সবার পাচ্ছি, ভাল কফি তৈরি করে তারা। পাঁচ মিনিট থামবো সেখানে। হয়তো মেয়েটিও কফি খেতে পারে।

কিন্তু মায়ামি আসার আগে ওকে ঘুম থেকে না জাগাতে বলেছে ও। হ্যারী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে আছে তোমার? ওকে না জাগানই ভালো।

র‍্যান্ডি হাসল। হ্যারী, এই রকম একটা বাঘিনীর খুব প্রয়োজন। কিন্তু ওকে বাগে আনার সুযোগ আমার খুব কম। তবে তোমার সে সুযোগ আছে, কারণ তুমি হবে ডোমিনিকোর সাঁতারের মাস্টার।

সাঁতার শেখানোর ছলে দুটো কাজ তুমি করতে পারবে, সুইমিংপুলের জলের নিচে ওর অর্ধনগ্ন শরীরটা নিয়ে যা খুশি করতে পারবে। আর সেই প্রেম প্রেম খেলার ছলে ওকে তুমি সুখের চরম মুহূর্তে সোলো ডোমিনিকোর জয়েন্টে ওর যোগদানের কথাটা পাকা করিয়ে নিতে পারবে। মেয়েটা তোমার দিকে যে ভাবে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হয় সে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

তুমি দেখছি এখনো ছেলে মানুষটি আছ। হ্যারী হাসতে হাসতে বলল।

আমার কথা তুমি এখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ, পরে সোলোয় ঢুকলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। সোলোর সুন্দরী নীনাকে তো এখনো দেখনি। তুমি তার সঙ্গে মিশতে যাচ্ছ। কথাটা ভেবেই আমার কেমন হিংসে হচ্ছে তোমার ওপর। তবে সাবধান নীনার ওপর খুব বেশি লোভ করতে যেও না যেন। ও সোলোর মেয়ে।

ডোমিনিকোতে সোলোর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলে রাখা ভাল। হয়তো নীনার

বাবার কলঙ্কময় অতীত কাহিনী শুনলে তুমি সতর্ক থাকতে পারবে। র‍্যান্ডি একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, প্রায় বছর কুড়ি আগে সোলো সিন্দুক লকারের তালা ভাঙ্গায় ওস্তাদ ছিল। এমন কোন সিন্দুক কিংবা লকার ছিল না যা সে খুলতে পারত না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সে এবং বিচারে তার পনের বছরের জেল হয়ে যায়।

জেলে থাকাকালীন তার স্ত্রী নীনাকে জন্ম দিয়ে মারা যায়।

তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে এবং তার সঙ্গীরা সিদ্ধান্ত নেয় তারা আর কোন খারাপ ধান্দা করবে না এবং প্যারাডাইজ সিটিতে এই রেস্তোরাঁটা খুলে বসে সে।

বর্তমানে সোলোর বয়স পঞ্চাশ হলেও দৈহিক শক্তিতে তার এতটুকু ঘাটতি হয়নি। তাছাড়া ভাল বক্সিং জানে সে।

আজও নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বক্সিং লড়বার আমন্ত্রণ পায় সে।

কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না।

তাছাড়া মেয়ে নীনার দৌলতে তার হোটেল ব্যবসা এখন বেশ রমরমা।

তাই বলছি নীনার সঙ্গে এমন কিছু করতে যেয়ো না যাতে তার ব্যবসার কোন ক্ষতি হয়, মেয়ের ক্ষতি হয়। একবার তিনটে মাস্তান ছোকরা নীনার পিছনে লেগেছিল। সোলো জানতে পেরে একা শক্তি পরীক্ষায় নেমে পড়ে অনেকদিন পরে। তার ঘুষি এবং রদ্দা খেয়ে সেই তিন রোমিও মাস্তানকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।

তবে মানুষ হিসেবে খুবই উদার প্রকৃতির এই সোলো। তার রেস্তোরাঁয় নীনাকে নিয়ে তুমি যতবার খুশি যখন খুশি ফুর্তি করতে পার, তবে নীনার তোমাকে পছন্দ হতে হবে।

কিন্তু কোন কারণে তুমি নীনার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলে তখন সোলো তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তুমি যাতে কোন ঝামেলায় না পড় তাই সাবধান করে দিলাম।

হ্যারী তার কথা শুনছে কিনা তা দেখার জন্য র‍্যান্ডি একটু থেমে বলল, কই তুমি তো একটা কথাও বললে না। অথচ এতক্ষণ আমিই কেবল বকবক করে গেলাম। হ্যারীকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজেই সে আবার বলতে থাকে, তবে যাই বল ভায়া নীনা মালটা দারুণ খুবসুরৎ, টাইট বুক, ভারী পাছা।

তুমি নিজের চোখে পরখ করে দেখে বুঝতে পারবে আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

আমি যখন ওকে প্রথম দেখি কয়েক রাত আমার চোখে ঘুম ছিল না, ওর খাড়া বুক দুটোর ওপর থেকে কখনও চোখ সরাতে পারতাম না আমি।

ওয়েটারদের দলপতি ম্যানুয়েল আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, নীনা এখানকার

খদ্দেরদের জন্য, কারোর ব্যক্তিগত লালসার খোরাক হবার জন্য নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সোলো নাকি আমাকে খতম করে দেবে।

হ্যারী এবার একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। মুখ খুলল—র‍্যান্ডি, এসব তথ্য দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি আমার রক্তে আজও ফৌজি শিক্ষার রেশ রয়ে গেছে। সেই ফৌজি শিক্ষায় আমরা জেনেছি, নিজের ঘরের দরজার সামনে নোংরা জিনিস ফেলা উচিত নয়।

আমি সোলোর কাজ করব। ওদিকে তার মেয়ে কিংবা তার ব্যবসার সর্বনাশ করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

অতটা নিশ্চিত হয়ো না, র‍্যান্ডি মন্তব্য করে। মনে রেখ তুমি তাকে এখনও দেখনি।

তা বটে তবে তোমাকেও একটা কথা মনে রাখতে হবে র‍্যান্ডি, তোমার থেকে বছর চারেকের বড় আমি। অ্যান্ড দ্যাট মেকস আ ডিফারেন্স। আমার যা প্রয়োজন হয় তা আমি নির্ঝঞ্ঝাটে পেয়ে থাকি। আমি এমন কোন মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করব না যে আমাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। যাই হোক মেয়েটির কাজ কি মানে ওর ভূমিকা কি সেখানে?

অফিসের কাজ দেখাশোনা করা, রিজার্ভেশন, হিসাবপত্র দেখা। সন্ধ্যায় বার এবং রেস্তোরাঁয় গিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করা। আর সোলোর কাজ হল বাজার এবং রান্না করা। শহরে এই রকম তিনটে রেস্তোরাঁ আছে, দারুণ প্রতিযোগিতা। সোলো অবশ্য তাতে ভয় পায় না। সে নিজের কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

সামনে হলুদ আলোর অক্ষরগুলো হ্যারীর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

স্ন্যাক্স। দিবা-রাত্র খোলা থাকে।

তাহলে গাড়িটা এখানে থামাই। হ্যারী আগেই গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়েছিল। রেস্তোরাঁর সামনে চারটা ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। একটা ট্রাকের পিছনে মাসট্যাং গাড়িটা থামাল হ্যারী।

সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামো এবার—হ্যারী নিজে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল। র‍্যান্ডি তাকে অনুসরণ করল।

তারা একটা বিরাট হলঘরে প্রবেশ করল। চারজন ট্রাক ড্রাইভার বার বার র‍্যান্ডির দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের চোখের ভাষা পড়ে হ্যারী বুঝতে পারে, র‍্যান্ডির মাথায় লম্বা লম্বা চুল দেখে তারা বিরক্ত। বোধ হয় হিপীদের একদম সহ্য করতে পারে না তারা।

বাড়তি ঝামেলায় আবার না পড়তে হয় র‍্যান্ডিকে নিয়ে, হ্যারী অশুভ দিকটার কথাও চিন্তা করল। ওয়েটারকে দু' কাপ কফির ফরমাস করল সে।

কফির কাপে সবে চুমুক দিয়েছে, একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেল হ্যারী। সামনেই একটা জানালা ছিল রাস্তার একেবারে ধারে। হ্যারী জানালায় তাকিয়ে দেখল একটা সাদা রঙের মার্সিডিজ ১৮০ তাদের গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়েছে।

গাড়িটা সামান্য কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার চলা শুরু করল। হ্যারী ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল মার্সিডিজের আরোহীদের।
কিন্তু একমাত্র চালকের মুখ ছাড়া অন্ধকারে অন্য কারোর মুখ তার চোখে পড়ল না। তাও চালকের পুরো মুখটা দেখবার উপায় ছিল না কারণ তার মাথার টুপিটা কপালের অনেকটা নিচে ঝোলানো।
মিনিট পাঁচেক পরে তারা আবার গাড়িতে ফিরে এল। এবার র‍্যান্ডি চালকের আসনে বসল। হ্যারী ঘুমোতে চায়।
হ্যারী তখনও অবাক হয়ে ভাবছিল মাসট্যাং গাড়ির সেই মহিলা চালকের কথা, গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে সে এবার নিজে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল।
হার্জ কোম্পানি থেকে ভাড়া করা গাড়ি। ক্লীভল্যান্ডের জোয়েল ব্ল্যাচকে গাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে দুদিন আগে। লগবুক থেকে আবার সে মাইলেজ পরীক্ষা করে দেখল–২৪০ মাইল মাত্র। অথচ মেয়েটি তাকে বলেছে সে নাকি আঠার ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। এটা নিছক মিথ্যে কথা, হ্যারী ভাবল। কিন্তু একটা কথা তাকে বারবার ভাবিয়ে তুলছিল। মেয়েটি কেন তাকে গাড়ি চালাতে বলল? তবে কি নিজেকে তার আড়াল করে রাখার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? গাড়িটা কি চুরি করে আনা? আর তাই যদি হয় যে কোন সময় পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়লে মেয়েটিও রেহাই পাবে না নিশ্চয়ই। হ্যারী এ কথাও ভাবল, মেয়েটির এমন দুঃসাহসের কারণইবা কি থাকতে পারে।
এই মুহূর্তে হ্যারীকে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে র‍্যান্ডি রসিকতা করল। তুমি কি এখনও মারলোর অভিনয় করছ।
গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে কাগজপত্র রেখে হ্যারী বলে ঐ ঘুমন্ত মেয়েটা আমাকে এখন যে ধাঁধায় ফেলেছে, তাতে আর যাই কিছু মনে হোক না কেন অভিনয়ের কথা মনে করা বাতুলতা।
বেশ তো এত চিন্তা না করে মেয়েটির ঘুম ভাঙলেই তো তার কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনাটা জেনে নিতে পারবে।
র‍্যান্ডি কথাটা বলে সামনের রাস্তাটা ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল একবার।
ঠিক আছে তাই হবে।
এই বলে মারিয়ার দেওয়া প্যাকেট খুলে মুরগীর ঠ্যাং, ডোনাট আর রেস্তোরাঁ থেকে আনা কফি নিয়ে হামলে পড়ল হ্যারী। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।
এই হ্যারী উঠে পড়।
র‍্যান্ডির চিৎকারে হ্যারীর ঘুম ভেঙে যায়, প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে চোখ মেলে তাকায় সে। তখন পূর্বদিকের ধূসর আকাশের রঙ একটু একটু বদলাচ্ছে। লাল হলুদ খয়েরী। রাস্তার দু-পাশে পাম গাছের সারি, ওদিকে মাসট্যাং ছুটে চলেছে আপন গতিতে।
এইমাত্র আমরা ফোর্ট লডারডেলে ঢুকে পড়েছি। র‍্যান্ডি জানাল, আর মিনিট কুড়ি

পরেই মিয়ামিতে পৌছে যাব।
সামনের ঐ কাফেটার কাছে গাড়ি থামাও। তারপর মেয়েটিকে ঘুম থেকে তুলে জেনে নেবো মিয়ামির ঠিক কোন জায়গায় ও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে।
হাইওয়ে সংলগ্ন কাফে। কাঠের বাড়ি। সামনে নিয়ন আলোর নিচে সাইনবোর্ডটা জ্বলজ্বল করছিল।
র‍্যান্ডি গাড়ি থামাতেই হ্যারী চকিতে একবার কব্জির ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, পাঁচটা পনের।
গাড়ি থেকে নেমে হ্যারী বলে—আমি কফির দুটো কার্টন আনছি আর তুমি ততক্ষণে মেয়েটিকে ঘুম থেকে তোলো।
র‍্যান্ডি বোকার মত হাসল। বেশ। বেশ। তুমি আমাকে সুযোগ করে দিয়ে গেলে, কি বল? এখন বুঝছি, সত্যি সত্যি মেয়েদের প্রতি তোমার তেমন কোন আকর্ষণ নেই।
চুপ করো।
হ্যারী ধমকে উঠল।
র‍্যান্ডির স্থূল রসিকতা শুনতে তার এ মুহূর্তে ভাল্লাগছে না। দ্রুত পা চালিয়ে কাফের দিকে এগিয়ে গেল সে।
কাউন্টারে একজন নিগ্রো ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে টলছিল। অলস ভঙ্গিতে হ্যারীর দিকে তাকাল সে।
খুব কড়া দু কার্টন কফি। ব্ল্যাক, তবে চিনি বেশি।
ডোনাট চাই না? নিগ্রো যুবকটি জিজ্ঞেস করল।
হ্যারীর নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে মেয়েটির কথা ভেবে সে বলল—চারটে দাও।
কফি এবং ডোনাটের দাম দিতে হ্যারী যখন ব্যস্ত ঠিক সেই সময় মাসট্যাং থেকে জোরে হর্নের শব্দ ভেসে এল।
হ্যারী চমকে উঠল। কফির কার্টন দুটো এবং ডোনাটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দ্রুত কাফে থেকে বেরিয়ে এল।
চালকের আসনে বসেছিল র‍্যান্ডি। হ্যারীকে আসতে দেখে দ্রুত হাত নেড়ে এগিয়ে আসার ইশারা দিল।
র‍্যান্ডির মুখ দেখেই হ্যারী অনুমান করেছে, কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না সে।
গাড়ির দরজা খুলে সিটে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দিল সে।
হ্যারী উঠে বসতেই মাসট্যাং ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল হাইওয়ের উপর দিয়ে।
প্রকৃতপক্ষে গ্যাস প্যাডেলের ওপর দাঁড়িয়েই ছিল র‍্যান্ডি হ্যারীর অপেক্ষায়।
গাড়ির স্পীড ক্রমশ বাড়াতে থাকে র‍্যান্ডি। হ্যারী অবাক। করছ কি তুমি? স্পীড কমাও, তুমি জান না, এটা রেসের মাঠ নয়। স্পীড কমাও, কি হয়েছে তোমার?

র‍্যান্ডি কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল। হ্যারীর কথায় এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হল। গাড়ির স্পীড পঁয়ষট্টিতে নামিয়ে আনল।

হ্যারী, মেয়েটি মারা গেছে। কথাটা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে ওঠে।

সেকি!

তবে আর বলছি কি?

র‍্যান্ডি সংক্ষেপে মেয়েটির মৃত্যুর বিবরণ দেয়। ক্যারাভ্যানের দরজা ঠেলতে প্রথমে কোন সাড়া শব্দ না পেতে নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকি। মেয়েটির সারা দেহ কম্বলে ঢাকা, কেবল একটি হাত ঝুলতে দেখি। ঝুলন্ত হাতটা শক্ত হয়ে আছে। কম্বলের ওপরে চাপ চাপ রক্ত।

হ্যারী আচমকা ধাক্কা খেল। র‍্যান্ডির মুখ দেখেই অনুমান করেছিল, একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। কিন্তু এরকম খারাপ খবর শুনতে হবে কল্পনাও করেনি সে।

কিন্তু তুমি এখন কোথায় চলেছ? গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে বলে, গাড়ি থামাও। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

হাইওয়ের উপর গাড়ি থামানো যাবে না। র‍্যান্ডি একটু রুক্ষসুরেই বলে, পুলিশ টহল শুরু হয়ে গেছে। মেয়েটির লাশ নিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চাই না। আমাদের দেখলে সন্দেহ করবে আমরা ওকে খুন করেছি।

হ্যারীর চোয়াল শক্ত হল। পুলিশের ব্যাপারটা আদৌ তার মাথায় আসেনি। সত্যি তো পুলিশ তাদের গাড়ি থামিয়ে যদি দেখতে চায়?

র‍্যান্ডি, তুমি ঠিক দেখেছ মেয়েটা সত্যিই টেঁশে গেছে?

হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি। প্রথমে আমি দরজায় নক করি, কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে শেষে দরজার হাতল ঘোরালাম, দরজা খুলে গেল।

নীচের বার্থে সেই মেয়েটা, আমি ঠিক দেখেছি এতে কোন ভুল নেই। মাথা অবধি কম্বলে ঢাকা। আমি তাকে কয়েকবার ডাকলাম। তারপর নিঃসন্দেহ হতে ওর ঝুলন্ত হাতটা স্পর্শ করলাম।

তারপরের কথা তো তোমাকে একটু আগেই বললাম। ভয়ে, উত্তেজনায় আমার তখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা, কোন রকমে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে এখানে ফিরে আসি।

র‍্যান্ডির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হ্যারী উইন্ডস্ক্রীনের ওপর দৃষ্টি ফেলতেই তার চোখ পড়ল অদূরে একটা সাইন পোস্ট। সেখানে লেখা, *বীচ–এখানে সাঁতার কাটা নিরাপদ।*

হাইওয়ে ছেড়ে সী-বীচের দিকে গাড়ি ঘোরাও। ছোট আয়নায় চোখ রেখে কয়েকবার দেখে নেয় হ্যারী। নির্জন হাইওয়েকে এখন মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে।

গাড়ির স্পীড কমিয়ে হাইওয়ে থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল গাড়িটা।

সে সী-বীচের দিকে আরও আধ মাইল চালিয়ে নিয়ে এল নিঃশব্দে, সামনেই

সোনালী বালুচর। সেখান থেকে সমুদ্র মাত্র দুশো গজ দূরে।
গাড়ি থেকে নামো। হ্যারী বলে, ক্যারাভ্যান বলে দেবে আমরা এখানে কি করছি। যে কেউ আমাদের এখানে এ অবস্থায় দেখলে ধরে নেবে রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়েছি।
গাড়ি থেকে নেমে র‍্যান্ডির দিকে ফিরে সে বলে, চল ক্যারাভ্যানের ভিতরটা দেখে আসি।
র‍্যান্ডি মুখটা বিকৃত করে এমন ভাব দেখায় যেন তার বমি আসছে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় সে।
ঠিক আছে, তুমি থাক। আমি একাই দেখে আসছি।
শিশির ভেজা নরম বালির উপর দিয়ে হ্যারী পা বাড়াল ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে। একবার সে আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর রঙটা অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে সেখান থেকে, হলুদ এবং লাল রঙটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে আকাশের বুক থেকে, সে জায়গায় নীল রঙের প্রলেপ পড়েছে, আকাশের একেবার পূর্বপ্রান্তে লাল সূর্যের পূর্বাভাস।
পকেট থেকে রুমাল বার করে ক্যারাভ্যানের দরজার হাতলে জড়িয়ে ঘোরাল হ্যারী। দরজাটা খুলে যেতেই মরা মানুষের একটা ভ্যাপসা গন্ধ তার নাকে লাগল। ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র ফেরত সৈনিক সে, এ ধরনের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত। তাই র‍্যান্ডির মতো নাক সিঁটকাল না সে।
ক্যারাভ্যানের ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল লাশটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল জড়ান। কম্বলটা একবার তুলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার চাপা দিয়ে দিল সে।
আরে এ যে দেখছি একটা পুরুষ!
বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বাদামী রঙের চুল। পাতলা রোগাটে চেহারা। রোদে পোড়া মুখ।
ধূসর রঙের বিস্ফারিত চোখ হ্যারীর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিহত ব্যক্তি ভয়ার্ত চোখে তার ঘাতকের দিকে তাকিয়ে ছিল। কম্বলে রক্ত। মৃতের মুখের ডানপাশে কালসিটে দাগ, খোলা মুখের ধারাল হলদে দাঁতের ফাঁক থেকেও রক্ত পড়েছে। এমন ভাবে রক্ত জমাট বেঁধেছে যে লোকটাকে হিংস্র জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে।
হ্যারী দ্রুত একবার ক্যারাভ্যানের ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিল। লাশটা ছাড়া অন্য কোন জীবিত কিংবা মৃতের চিহ্ন কোথাও নেই।
ইতিমধ্যে র‍্যান্ডি ক্যারাভ্যানের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দূরত্ব বজায় রেখে। নাকে রুমাল।
কি দেখলে মেয়েটি মারা গেছে না? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল র‍্যান্ডি।
ক্যারাভ্যানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল হ্যারী। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—মেয়েটি পালিয়েছে। লাশটা একটি পুরুষ মানুষের।

র‍্যান্ডি আঁতকে উঠল। তার বমি পেল আবার। হ্যারী এগিয়ে গেল মাসট্যাং-এর দিকে। কার্টন থেকে অনেকটা কফি ঢালল মুখে ।

গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবছে সে এখন। আঠারো ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে আসছে মেয়েটা, অথচ লগবুকে তার কোন প্রমাণ নেই।

এই মিথ্যেটা যে মুহূর্তে তার কাছে ধরা পড়ে যায় তখন থেকেই সে আন্দাজ করে নিয়েছিল, মেয়েটা সহজ-সরল কেউ নয়। তবে তখন থেকেই তার আরো একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

ভিজে নরম বালির ওপরে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল র‍্যান্ডি। কাছে গিয়ে হ্যারী জিজ্ঞেস করল, আমি ঘুমাবার পর তুমি কোথাও গাড়ি থামিয়েছিলে?

র‍্যান্ডি চোখ তুলে তাকাল।

না। সারাক্ষণ আমি গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কেন মেয়েটি কি পালিয়েছে?

হ্যারী তার পাশে বসল, হ্যাঁ সে পালিয়েছে। লোকটা মনে হয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে খুন হয়েছে কিংবা তার আগেও হতে পারে।

বাজী ধরে বলতে পারি মেয়েটি যখন আমাদের লিফট দিতে এগিয়ে আসে তখন মৃতদেহটা ক্যারাভ্যানের ভিতরেই ছিল। তারপর আমরা যখন কাফেতে বসে কফি খাচ্ছিলাম তখন মেয়েটি নিশ্চয়ই কেটে পড়েছে। সেই সাদা মার্সিডিজ গাড়ির কথা মনে পড়ে গেল হ্যারীর।

মনে আছে তোমার, একটা মার্সিডিজ গাড়ি ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে আসছিল? তারপর সেই গাড়িটা কাফের সামনে আমাদের গাড়ির পিছনে এসে থেমেও ছিল। আমরা কোথাও না কোথাও থামব এটা অনুমান করে নিয়েই মার্সিডিজ গাড়িটা আমাদেরকে অনুসরণ করছিল। তারপর আমরা যখন কাফেতে কফি পানে ব্যস্ত মেয়েটা তখন ক্যারাভ্যান থেকে বেরিয়ে সেই মার্সিডিজে উঠে বসে। আমরা টের পাইনি। এ ভাবেই সে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়েছে।

একটু বিরতি দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল হ্যারী। চোখে ভ্রূকুটি। আবার সে বলতে লাগল। মনে হয় মৃত লোকটি জোয়েল এবং এই লোকটিই আসলে হার্জ কোম্পানির কাছ থেকে গাড়িটা ভাড়া নিয়ে আসছিল।

সহসা উঠে দাঁড়ায় র‍্যান্ডি, তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।

হ্যারী স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বসো! হ্যারীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল কে জানে! র‍্যান্ডি তার আদেশ অমান্য করতে পারল না, সে সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

হ্যারী তাকে পাশে বসিয়ে বোঝাতে থাকে।

শোন র‍্যান্ডি, ধরো তোমার কথামত আমরা যদি এই গাড়িটা এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাই তবুও আমাদের রেহাই নেই। মাসট্যাং গাড়ি চালিয়ে আমাদের যেতে

অনেকেই দেখেছে। কেউ না কেউ আমাদের মুখ আর চেহারার আদল বাতলে দেবে পুলিশের জেরার মুখে পড়ে। তখন পুলিশ কি ভাববে ভেবে দেখেছ?

তারা ভাববে, ঐ মৃতলোকটা আমাদের লিফট দিয়েছিল। তারপর আমরা সুযোগ বুঝে তার গাড়ি এবং টাকা পয়সা লুঠ করে তাকে খুন করেছি। এক্ষেত্রে সবাই ঠিক এমনটিই ভেবে থাকে এবং মেয়েটিও চাইবে আমাদের সম্বন্ধে পুলিশ ঠিক এই রকম একটা কিছু ভাবুক।

একটু থেমে হ্যারী আবার বলতে থাকে–গগলস্ পরা মেয়েটির চেহারা আমরা পরিস্কার দেখতে পাইনি। ও আমাদের খুব ঠকিয়েছে। এসবই তার পূর্ব পরিকল্পিত। এই লোকটাকে খতম করে ক্যারাভ্যানে ডেডবডি নিয়ে হাইওয়েতে বেরিয়েছিল মেয়েটি, যে কোন হিপ্পি হিপ্পিনীদের ঘাড়ে গাড়ি, লাশ ক্যারাভ্যান সব চাপিয়ে দেবার জন্য।

তাহলে এখন আমাদের কী করণীয়? র‍্যান্ডি প্রশ্ন করল।

এই মৃতলোকটার সম্বন্ধে আমি আরো কিছু জানতে চাই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যারভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল হ্যারী। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কম্বলটা সরিয়ে দিল মৃত দেহের উপর থেকে। মৃতদেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে হ্যারী।

লাশের বাঁ-পা নগ্ন। পায়ের তলার মাংস আগুনে ঝলসে গেছে। হ্যারী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল মৃতদেহের উপরে। লোকটার প্যান্টের পকেট হাতড়াল সে, কিন্তু কিছুই পেল না।

এমনকি তার পোষাকের ভেতর থেকে দর্জির দোকানের লেবেলটাও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

এ কাজ নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ।

লোকটার সারা দেহে ঐ পায়ের ক্ষত ছাড়া অন্য কোথাও আঘাতের তেমন চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় মৃত্যুর আগে বিশেষ কোন তথ্য আদায় করার জন্য লোকটার পা আগুনে পোড়ান হয়েছিল এবং লোকটা হয়তো অমানুষিক নির্যাতন সইতে না পেরে মারা গেছে। তারপর যারা ঐ লোকটাকে কথা আদায় করে নেবার ধান্দায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় মানে অপরাধী চক্র তারা লোকটা মারা গেছে দেখে ভয় পেয়ে বুদ্ধি করেছিল লাশটাকে কোন গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা কেটে পড়বে।

র‍্যান্ডি শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে–তার মানে, মেয়েটা আমাকে দেখে হিপ্পি ঠাওরেছিল?

ইয়া, সে ভেবেছিল তুমি হিপ্পি।

তাহলে এখন উপায়?

একটা উপায় আমি ঠিক করেছি। প্রথমে আমরা এখানে বালি খুঁড়ে লাশটাকে কবর দেব। তারপর খানিক দূরে গিয়ে ক্যারাভ্যানটা খুলে রাস্তার ধারে ফেলে

রেখে আরো খানিক দূরে গিয়ে আমাদের গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করে পালাব। এসো, র‍্যান্ডি, দুজনে মিলে বালি খুঁড়ে গর্ত করা যাক।

গর্ত খোঁড়ার পর হ্যারী আহ্বান জানায়, র‍্যান্ডি এবার লাশটা ক্যারাভ্যান থেকে এই গর্তে ফেলে দাও।

আমাকে মাফ করো। র‍্যান্ডি নাক সিঁটকে বলে, ওটা ছুঁলে আমার বমি হয়ে যাবে। হ্যারী ঘড়ির দিকে তাকাল। ছটা বেজে পাঁচ। তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে হবে হাইওয়ের ওপর লোক চলাচল শুরু হওয়ার আগেই। তাই সে নিজে একা লাশ বহন করার জন্য ক্যারাভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল। র‍্যান্ডি চোখ বুজল ঘৃণায়। হ্যারীরও যে ঘৃণা হচ্ছিল না, তা নয়। নাক-মুখ সিঁটকে লাসটা তুলতে যায় হ্যারী, হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য! লোকটার মাথার চুল সমেত খুলির চামড়াটা তার হাতে উঠে এসেছে।

না, চুল নয়। মাথার খুলির চামড়াও নয়। ওটা একটা পরচুলা।

পরচুলার নিচে লোকটার মাথা জোড়া টাক। পরচুলাটা এক হাতে তুলে ধরে হ্যারী। হঠাৎ একটা জায়গায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সে দেখে পরচুলার ভিতরে অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে আটকানো একটা ইস্পাতের চাবির ওপরে এমব্রস্ করা কয়েকটা অক্ষর, প্যারাডাইজ সিটি এয়ারপোর্ট। লকার ৩৮৮।

তার চোখ দুটো সরু হল। তাহলে কি এই চাবিটাই খুঁজছিল লোকটার আততায়ী? আর এইজন্যেই কি তার ওপর অমন নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে?

পরচুলাটা কবরের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাবিটা সে নিজের পকেটে চালান করে দেয় র‍্যান্ডির অজান্তে।

চলো র‍্যান্ডি, ব্যস্ত হয়ে বলে হ্যারী, ওকে এবার কবর দেওয়া যাক।

চার

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁ সমুদ্রের একটা খাড়ির ধারে। পাম, সাইপ্রেস এবং স্পাইডার অর্কিডের ছায়ার নিচে সেই রেস্তোরাঁ। বীচের উপরে বার। রঙ বেরঙের বড় বড় ছাতার নিচে রবারের ম্যাট্রেস পাতা। দুটো ছাতার মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। একান্তে নির্জনে বসে কপোত-কপোতীদের বকবকম করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

ভিজে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে হ্যারী, দূর থেকে ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর চাকচিক্য দেখে একটু অবাকই হলো।

র‍্যান্ডি গর্ব ভরে তার দিকে তাকায়, ঐ রেস্তোরাঁর কথাই তোমাকে আমি বলেছিলাম। রেস্তোরাঁর ধারে এ মুহূর্তে কোন খদ্দেরও চোখে পড়ছে না বটে তবে সপ্তাহখানেক পরেই টুরিস্ট সিজন শুরু হচ্ছে তখন হয়তো বসবার জায়গাও পাওয়া যাবে না।

রেস্তোরাঁ বিল্ডিং-এর গাড়ি বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

এমন সময় দৈত্যাকার এক লোক তাদের কাছে এগিয়ে এসে হৈ চৈ শুরু করে দিল।

হাই র‍্যান্ডি! শেষ পর্যন্ত তুমি এলে? একটা রোমশ হাত র‍্যান্ডির হাত জড়িয়ে ধরে খুশির আতিশয্যে।

হ্যারী আন্দাজ করল এই লোকটাই সোলো ডোমিনিকো, ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর মালিক। দেখতে গরিলার মতো। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, শরীরের শক্ত মাংসপেশী গুলো ফুলে ফুলে উঠেছে।

পুরু কালো গোঁফ নিচের দিকে বাঁকান। দেখলে মনে হবে শকুনের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে যেন। খুশিতে উপচে পড়ে ডোমিনিকো।

একা আসিনি, একজন সঙ্গীও আছে। তারপর সে হ্যারীর দিকে তাকিয়ে বলল, সোলো পরিচয় করিয়ে দিই, এ হলো হ্যারী মিচেল। এক্স-টপ সার্জেন্ট প্যারাট্রুপার-তিন বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধে ছিল। অলিম্পিক খ্যাত সাঁতারু। ওর কথাই তোমাকে ফোনে বলেছি। চাকরীর খোঁজে ঘুরছে।

ডোমিনিকো এবার হ্যারীর দিকে ফিরে সরাসরি তাকাল। ভিয়েতনাম ফেরত? আমার ছেলেও ভিয়েতনামে আছে। স্যাম ডোমিনিকো থার্ড কোম্পানি মেরিনস্। চেনো তাকে?

না, তবে থার্ড কোম্পানির নাম শুনেছি।

কেন পারাট্রুপাররা কম কিসের? ডোমিনিকো হাত বাড়ায় হ্যারীর দিকে, কাজ চাও? তা তুমি সাঁতার জান?

হ্যারী করমর্দন করে। হাতটা তার ঝনঝন করে ওঠে। উঃ কি শক্ত হাতের মুঠি। আঙুলগুলো ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জোর করে হাতটা সরিয়ে না নিলে

বোধহয় আঙুলগুলো অবশ হয়ে যেত।

সাঁতার! তোমাকে ফোনে বললাম না ও একজন অভিজ্ঞ সাঁতারু ও অলিম্পিক ফেরত। গাদা গাদা সোনার মেডেল পেয়েছে।

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না, ডোমিনিকো হ্যারীর দিকে তাকিয়ে আছে। দেহরক্ষীর কাজ পেলে চলবে? সপ্তাহে তিরিশ ডলার। চাকরীটা পছন্দ হয়?

বুক ভরে আলো-বাতাস নিতে পারি মোটামুটি সে রকম একটা কাজ হলেই আমার চলে যাবে।

কয়েক মুহূর্ত ডোমিনিকো হ্যারীকে খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারপর হাসল।

তাহলে এখন থেকে তোমাকে ভাড়া করা হল। আমাকে এখুনি একটু বাজারে যেতে হচ্ছে। র‍্যান্ডির দিকে ফিরল সে, তুমি তোমার পুরনো কেবিনে থাকবে। পাশের ঘরটায় হ্যারী থাকতে পারে। ওকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। আসছে সপ্তাহ থেকে টুরিস্ট-সীজন শুরু হচ্ছে। হ্যারী আজকের দিনটা তুমি বিশ্রাম নাও, কাল থেকে কাজে লেগে পড় কেমন? চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল সোলো ডোমিনিকো।

আচ্ছা হ্যারী, তুমি বক্সিং জান?

বডিগার্ডের চাকরী করতে যাচ্ছি। একটু-আধটু জানি বৈকি।

সোলোর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। হ্যারীকে বেকায়দায় ফেলে পরখ করতে চায় সে, কিন্তু হ্যারী ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত। শত্রু পক্ষের অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে ওস্তাদ। সোলোর ডান হাতের বিদ্যুৎগতির পাঞ্চটা তার বুকে এসে লাগার আগেই সাঁ করে সরে গিয়ে সোলোর বুকের উপরে আলতো করে ঘুষি মারে হ্যারী।

ডোমিনিকো চোখ মিটমিট করে তাকায়। মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তারা পরস্পরের দিকে তাকাল।

স্মার্ট বয় দেখছি। ঘুষি খাও না। কিন্তু ঘুষি মারতে ওস্তাদ, তাই না?

তারপর আচম্বিতে আর একটা ঘুষি হ্যারীর মাথায় এসে পড়ার আগেই সে ঠিক সময়ে মাথা সরিয়ে নেয়। পাঞ্চটা তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়।

তার বদলে আলতো ভাবে পাল্টা ঘুষি মারে হ্যারী সোলোর বুকে। ডোমিনিকো আবার অবাক চোখে তাকাল তার দিকে।

খুব স্মার্ট বয় দেখছি। ঠিক তোমার মতো একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম। অপূর্ব পাঞ্চ। তুমি আমার বন্ধু হবার উপযুক্ত, হ্যারী।

মি. ডেমিনিকো আমি আপনার চাকরী প্রার্থী। আমি আপনাকে আঘাত করতে আসিনি। কিন্তু কেউ আমাকে ঘুষি মারলে তার পাঞ্চটা ফিরিয়ে দেবার জন্য হাত নিশপিশ করে। তার জন্য আমি দুঃখিত মি. ডোমিনেকো।

ডোমিনিকো বড় বড় চোখ করে তাকাল। এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই, এ

ধরনের পাঞ্চ আমি ভালবাসি।
তাই নাকি? হ্যারী এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভে দারুন আগ্রহী। তবে তুমি তোমার পাঞ্চ আর ব্যবহার করো না যেন। আমার শরীরটা কেমন আনচান করে। স্থির থাকতে পারি না। আস্তে মেরেছি, পরেরবার হয়তো–
ডোমিনিকোর ঠোঁট থেকে হাসিটা উধাও হয়ে যায়। তার ছোট ছোট চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে।
সে হ্যারীকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে ঘুষি ছুড়ল।
অল্পের জন্য সোলোর ঘুষি হ্যারীর চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।
এবার হ্যারীর পালা, সে তখন তার ডান হাতটা মুঠো করেছে।
চকিতে সোলো ডোমিনিকোর মুখের উপর সজোরে ঘুষি চালাল হ্যারী। সোলো টাল সামলাতে না পেরে টেবিলের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। বিকট শব্দ হল।
সোলো! র‍্যান্ডি আঁতকে উঠল। তোমার কি মাথা খারাপ হল হ্যারী? সোলোর দিকে ছুটে যায় র‍্যান্ডি।
ওকে একা থাকতে দাও র‍্যান্ডি। ও ঠিক আছে। হ্যারী তাকে বাধা দিয়ে বলে, সুন্দর পাঞ্চ ও ভালবাসে একটু আগেও বলেছিল শোননি?
ওদিকে ডোমিনিকো তখন সম্বিত ফিরে পেয়েছে। একটু একটু করে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। তারপর হ্যারীর চোখের ওপরে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাসল। সত্যি হ্যারী তোমার পাঞ্চে যথেষ্ট জোর আছে। আমি দারুণ খুশি। তিরিশ নয়, সপ্তাহে চল্লিশ ডলার তুমি পাবে সেই সঙ্গে রেস্তোরাঁর সেরা খানার বন্দোবস্ত রইল তোমার জন্য। ঘরের ছেলের মতো থাকবে। র‍্যান্ডি লক্ষ্য রাখবে ওর যেন কোন অযত্ন না হয়।
অদূরে বালির ওপরে পার্ক করা বুইক এস্টেট ওয়াগনটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সোলো ডোমিনিকো। হ্যারী এবং র‍্যান্ডি দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সোলো চোখের আড়াল হতে র‍্যান্ডি হ্যারীকে বলল–চলো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই।
না, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।
মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে হ্যারী পিছন ফিরে তাকায়। রেস্তোরাঁর প্রবেশ দ্বারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। অনুমান করল ও সোলো ডোমিনিকোর মেয়ে নীনা ডোমিনিকো। তার আবির্ভাবে হ্যারী যেন ধাক্কা খেল, যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল তার নগ্ন হাত দিয়ে।
র‍্যান্ডির কথা মনে পড়ে গেল তার। অপরূপ সুন্দরী নীনা। মুখোমুখি না দেখলে ওর রূপ ঠিক বিচার করা যায় না। বয়স একুশ-বাইশ। মেয়েটির উচ্চতা গড়পড়তা হলেও দেখতে বেশ লম্বা লাগছে, বোধ হয় স্লিম ফিগারের কারণে। পুরুষ্ট বক্ষ যুগল, সুডৌল পা। ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপরে। তার চোখে মুখে একটা বন্য লাবণ্য উপছে পড়ছে যেন। তবে এই মুহূর্তে নীনাকে

খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।
র‍্যান্ডি, তোমার ঐ বন্ধুটিকে আমার আদৌ পছন্দ হয়নি। উত্তেজনায় মেয়েটির গলা কাঁপছিল। ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও। ওর ছায়া দেখলেও আমার মেজাজ খারাপ হবে।
হ্যারীর চোয়াল দুটোও ততক্ষণে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের রঙ বদলেছে। নীল থেকে ধূসর।
তুমি! দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নীনা এবং হ্যারীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার ভারী নিঃশ্বাস পড়ছিল হ্যারীর বুকে।
ম্যাজেন্টা হল্টার নেক ব্লাউজের আড়াল থেকে নিটোল বক্ষযুগল ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সাদা স্ট্রেচ প্যান্টের আড়ালে ভারী নিতম্ব আর দীঘল পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। তোমার বয়সী কারোর সঙ্গে লড়তে পার না?
ও, এই কথা, হ্যারী বলল, তোমার বাবা কি কচি খোকা? তিনি কি নিজের ভাল মন্দ বোঝেন না ভেবেছ? উনি নিজেই স্বেচ্ছায় আমার পাঞ্চ খেতে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দেখনি? যাই হোক এ সবের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত বিশেষ করে আমাকে যখন তোমাদের এখানে কাজ করে খেতে হবে।
তুমি যদি ভেবে থাক এখানে তুমি চাকরী পাচ্ছ, তাহলে তোমার মতো গবেট মূর্খ দুটো নেই বলে ভাববো। তোমাকে আর এক মুহূর্তও এখানে দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।
হ্যারীর চেহারা আগের মতই ভাবলেশহীন। তোমার মতো কচি খুকির হুকুম মানতে আমি রাজী নই। তোমার বাবা আমাকে এখানকার কাজে বহাল করেছেন। তিনি যদি যেতে বলেন নিশ্চয়ই চলে যাব, তবে তোমার কথায় নয়।
হঠাৎ নীনা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল, হ্যারীর গালে চড় মারতে গেল সে, হ্যারী চট করে সরে দাঁড়াতেই নীনা ব্যালান্স হারিয়ে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। আঁটো ব্লাউজের আড়ালে নিটোল বক্ষযুগল হ্যারীর বলিষ্ঠ বুকের ওপরে চেপে বসে। হ্যারীর খুব আরাম লাগছিল।
দুহাত দিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, নীনার পাখীর মত নরম বুক হ্যারীর বুকের পেষণে নিষ্পেষিত হতে থাকে।
ম্যানুয়েল দূর থেকে দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিল। এবার সে বারান্দায় উঠে এল। শক্ত সমর্থ চেহারার বেঁটেখাটো লোক, পরনে কালো ট্রাউজার, গলা খোলা সাদা শার্ট, কোমরে একটা লাল স্যাস বাঁধা। হ্যারীর ঔদ্ধত্য দেখে সে ক্রুদ্ধ।
ম্যানুয়েল, এ বাজে লোকটাকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে, বলেই নীনা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায় রেস্তোরাঁর ভিতরে।
হ্যারীর ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে র‍্যান্ডির দিকে তাকাল—ও-কে? তুমি সঙ্গে এনেছ ওকে?
নতুন লাইফগার্ড, এই মাত্র সোলো ওকে নিয়োগ করেছে। র‍্যান্ডি জানায়।

তাহলে এত হৈ চৈ কিসের?
সোলো আর হ্যারী বক্সিং লড়ছিল, র‍্যান্ডি তাকে বোঝায়, সোলো হেরে গেছে। নীনা বাপের পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। তাই ওর মন খারাপ হয়ে গেছে।
ম্যানুয়েল একটু ইতস্তত করে বলে, আমরা এখানে ওসব মার-দাঙ্গা ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। কাজ করতে চাও তো ভদ্র হয়ে থাকতে হবে।
ঝুটঝামেলা ভাল লাগে না তোমার? হ্যারী বিদ্রুপ করে তাকে বলে। আহা কি শান্ত ছেলে রে! তা এ ব্যাপারে মি. ডেমিনিকোকে বললেই পার!
ম্যানুয়েলের চোয়াল দুটো শক্ত হল। চোখ দিয়ে আগুন ঝরল।
এবার সে র‍্যান্ডির দিকে ফিরে বলে, আধঘণ্টা পরে তোমাকে বারে দরকার হবে। চলে এসো। তারপর হ্যারীর দিকে আর একবার অগ্নিবর্ষণ করে রেস্টুরেন্টে ফিরে গেল।
আমার বরং চলে যাওয়াই ভালো। হ্যারী বলে আমি কোন চালাকির আশ্রয় নিতে চাই না, র‍্যান্ডি।
র‍্যান্ডি তাকে বোঝায়, আলোচনা যা করার ডোমিনিকো ফিরলে তার সঙ্গে করলেই চলবে। চলো, এখন তোমার ঘরটা দেখবে।
র‍্যান্ডি প্রথমে নিজের কেবিনে ঢুকল তারপর পাশের কেবিনটা দেখিয়ে সে বলে, হ্যারী ওটা তোমার। আর তোমার ওপাশের কেবিনটা ম্যানুয়েলের।
হ্যারী কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিজের কেবিনে রেখে বড় করে নিঃশ্বাস নিল। সোলোর সঙ্গে বক্সিং লড়তে গিয়ে তারও অনেক পরিশ্রম হয়েছে।
হ্যারীকে একটু শান্ত হতে দেখে র‍্যান্ডি তার পাশে এসে দাঁড়ায়।
নিচু গলায় বলে, বন্ধু, সোলোর সঙ্গে মারামারি করে কাজটা তুমি ভাল করনি। তুমি হয়তো জান না, এক সময় গুণ্ডা-মাস্তানদের দলপতি ছিল সোলো, আর সিন্দুক লকার খুলতে ওস্তাদ ছিল সে তখন। এখনও ওর ধারণা, বক্সিং-এ এই তল্লাটে ওর সমকক্ষ কেউ নেই। নীনার ধারণাও তাই।
তাই স্বভাবতই ও চায়না ওর বাবা কারোর কাছে হেরে যাক। আবার ওদিকে ম্যানুয়েলও চায় না তার প্রেমিকা নীনা যেন ওর বাবার ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে আঘাত পাক। লোকটা দারুণ ঝামেলাবাজ। তাই বলছিলাম এখানকার অবস্থাটা আগে একটু ভাল করে সমঝে নিয়ে তারপর সুবিধে মত সময়ে এই লোকগুলোকে শায়েস্তা করলে ভাল হয়।
শোন র‍্যান্ডি, এক সময় আমি জঙ্গলের মানুষ ছিলাম। এখন সভ্য দুনিয়ায় ফিরে এসেছি। জঙ্গলে থাকার সময় আমি দেখেছি সেখানে জানোয়ারের মাংস জানোয়ার খায়, তখন জানতাম জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের মূল তফাত এখানেই। কিন্তু এখন দেখছি কোন তফাত নেই, এখানে মানুষ মানুষের মাংস খায়। তোমাদের এই সভ্য দেশে হিপী নেশাখোর জালিয়াৎ ঠগ জোচ্চোর গুণ্ডা-মাস্তানরা জঙ্গলের জানোয়ারের থেকেও খারাপ। তাই সহজে আমি ওদের শিকার হব না,

আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব, লড়াই করে বেঁচে থাকবো।

দশটার খানিক পরে ডোমিনিকো ফিরে এল। পথে গাছের নিচে বসে হ্যারী তার জন্য অপেক্ষা করছিল ঘণ্টা দুই ধরে। এতক্ষণ নানান কথা ভাবছিল। সেই মৃত লোকটির মুখ বার বার তার মনে ভেসে উঠছিল। ভাবছিল কে সে?
লোকটাকে কবর দেবার পর মাঝপথে দুটি আলাদা জায়গায় ক্যারাভ্যান এবং মাসট্যাং গাড়িটা পার্ক করে রেখে এসেছিল তারা, সোলো ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগে। গাড়ি দুটো ফেলে আসার আগে স্টিয়ারিং হুইল, ডোর লক সব ভাল করে মুছে এসেছে যাতে পুলিশ তাদের হাতের ছাপ আবিষ্কার করতে না পারে।
হ্যারী এখন নিশ্চিত কোন চিহ্নই সে রেখে আসেনি, পুলিশ তাদের হদিশ পাবে না।
হ্যারী ট্রাউজারের পকেট থেকে সেই ইস্পাতের চাবিটা বার করল, মৃত লোকের পরচুলার ভিতর থেকে পাওয়া চাবি! এ চাবির খবর র‍্যান্ডি জানে না। তাকে চাবি পাওয়ার খবরটা বলা উচিত কিনা ভেবে উঠতে পারেনি সে।
চাবির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, তবে কি এই চাবির খোঁজেই আততায়ীরা লোকটির ওপর অমন অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল? তার কাছ থেকে চাবির খবর আদায় করবার জন্যেই কি তার পা আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে দেয়? কিন্তু অত করেও তারা তার কাছ থেকে চাবিটা হাতাতে পারেনি। প্যারাডাইজ সিটি এয়ারপোর্টের একটা লকারের চাবি এটা। কিন্তু কথা হলো, ঐ লকারের মধ্যে কী আছে? কিসের লোভে তারা চাবিটা তার কাছ থেকে পেতে চেয়েছিল? কোন দামী জিনিস না কি কোন গোপন কাগজপত্র? র‍্যান্ডিকে সে জিজ্ঞেস করেছিল সিটি এয়ারপোর্টটা কোথায়? উত্তরে সে জানিয়েছিল শহরের একেবারে পূর্ব প্রান্তে। হ্যারী হিসেব করে দেখেছে এখান থেকে মাইল পঁচিশ দূরে প্যারাডাইজ সিটি এয়ারপোর্ট। বাসে চেপে যাবে, না সোলোর কাছ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া নেবে? যাইহোক একটা দিন এখানে অপেক্ষা করার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা করে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, হ্যারী ভাবল।
সোলোর পায়ের ভারী বুটের শব্দ পেয়ে হ্যারী চোখ তুলে তাকাল। তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সেই সময় নীনাও বেরিয়ে এল বারান্দায়। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এখনও বেশ রেগে আছে।
হ্যারী ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কি বলছে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কেবিনের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল নীনা। হ্যারী বুঝে গেছে, ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আসছে।
তার আশঙ্কা মেয়েটি ওর বাবার কাছে নালিশ করে তাকে এই শহর থেকে হয়তো তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। মেয়েটির সেক্সি চেহারা তাকে আকর্ষণ করলেও

তার ব্যবহারে মনটা তিক্ততায় ভরে উঠেছিল।
হ্যারীর সন্দেহ হয় মেয়েটি ওর বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়তো তাকে ঝামেলায় ফেলবে। তারা কখনোই পরিস্থিতিকে তাদের হাতের বাইরে যেতে দেবে না। সে হয়তো আর একটা বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। হঠাৎ সে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোলো তার মেয়েকে হাত নেড়ে থামার জন্য ইঙ্গিত করল, আঙুল নেড়ে কী যেন বলল। নীনা গজরাতে গজরাতে চলে গেল।
হ্যারী উঠে দাঁড়িয়ে বালিয়াড়ির দিকে হেঁটে চলল। দ্রুত পা চালিয়ে সোলো তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সোলোর ঠোঁটে হাসি। মৃদু গলায় প্রশ্ন করল, তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?
মোটেই না, হ্যারী প্রত্যুত্তরে বলে, ভাবলেশহীন তার মুখ, বরং নীনাই আগ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে।
সোলোর ঠোঁটে আর এক ঝলক হাসি ঝলকে ওঠে–মেয়ে আমার খুব ভালো। আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি। সোলোর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে। ওর মার মৃত্যুর পর ও কেমন যেন বদলে গেছে। হ্যারী তোমাকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছি, ও তোমাকে আদৌ পছন্দ করে না। অথচ আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি তুমি খুব ভাল লোক, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছ। হ্যারীর বুকে হাত রেখে সে বলতে থাকে। জানো হ্যারী আমার কথা খুব ভাবে ও। আমার বয়স বাড়ছে এটা ও মেনে নিতে পারছে না। ওর ধারণা আমি কারো কাছে মাথা নোয়াতে পারি না।
তাই তুমি যখন আমাকে লড়াইতে হারিয়ে দিলে স্বভাবতই আমাকে ঘিরে ওর সব স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।
সোলোর ঠোঁটে শুকনো হাসি, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই! হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ডেম্পসীকে তোমার মনে পড়ে? আমি তাকে দারুণ শ্রদ্ধা করতাম ছেলেবেলায়। তাঁকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল তখন। সেই ডেম্পসী টুনির কাছে হেরে যাওয়ার পর আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যায় নীনার মত। তাই বলছি নীনার ব্যবহারে ওর ওপরে রাগ করো না, বুঝেছ?
বুঝেছি মি. ডোমিনিকো। একটু ইতস্তত করে হ্যারী বলে, বোধহয় আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল। আমি আপনার মেয়ের স্বপ্ন ভেঙে দিতে চাই না। এই বিরাট শহরে আমার অন্য কোথাও কি কাজ জুটবে না? জুটবে নিশ্চয়ই।
কোন মেয়ের কথায় এভাবে হার মানা তোমাকে শোভা পায় না, হ্যারী, সোলো তাকে বোঝায়।
না, ঠিক তা নয়। স্বচ্ছ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে হ্যারী তাকে পাল্টা বোঝাবার চেষ্টা করে, মুশকিল কি জানেন মি. ডোমিনিকো, দীর্ঘদিন আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। সেখানকার মানুষ ওঁৎ পেতে থাকত অকারণে অচেনা লোকদের আক্রমণ করার জন্য। সব সময় তাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। দেশে

ফিরে এসে শহুরে মানুষদের সেই রকম আচরণ করতে দেখে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। এখানে এসেও তার পুনরাবৃত্তি দেখে আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও কোন অভিযোগ আমি করব না। আমি এখান থেকে চলে যাব। ঠিক আছে?

না ঠিক নেই। আমি তোমাকে এখানে থেকে যেতে বলছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি তোমার সাহায্য চাই। নীনা বড় ভাল মেয়ে। ও তোমায় ফের বিরক্ত করলে আমাকে বলবে, আমি ওকে বোঝাবো, ভবিষ্যতে ও যেন আরো সতর্ক হয়। ও ওর মায়ের বদমেজাজী স্বভাবটা পেয়েছে। আমি তোমাকে আবার অনুরোধ করছি। দয়া করে তুমি আমার এখানে থেকে যাও।

একটু ইতস্তত করে হ্যারী শেষ পর্যন্ত বলে, ঠিক আছে মি. ডোমিনিকো, আমি থাকছি।

সোলো খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিল–ধন্যবাদ। তবে এখন থেকে তুমি আমাকে মিস্টার বলে সম্বোধন করবে না, শুধু সোলো বলেই ডাকবে। এখানে সবাই যা বলে। একটু থেমে সোলো বলে, এখন থেকে তুমি এখানকার সী-বীচের ইনচার্জ। দায়িত্ব নিতে পারবে তো?

নিশ্চয়ই, হ্যারী বলল।

তাহলে ঠিক বারোটার সময় কিচেনে চলে এসো। দুজনে এক সঙ্গে খাব। হ্যারী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

ঘণ্টা দুই ধরে সী-বীচ ঘুরে অকেজো পেডেল বোটগুলোর মেরামত এবং রঙ করানোর ব্যবস্থা করে কিচেনে ফিরে এল হ্যারী।

ইতিমধ্যে সোলো, নীনা, র‍্যান্ডি এবং ম্যানুয়েল খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল।

এসো, এসো হ্যারী-চেয়ারে হেলান দিয়ে সোলো বলে।

তোমাকে অত পরিশ্রম করতে হবে না। এসো খাওয়া শুরু করে দাও। নীনার দিকে ফিরে বলে আমার মেয়ে নীনাকে তুমি তো চেন।

নীনা ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না। ও তখন বড়ো সাইজের একটা বাগদা চিংড়ির খোলা ছাড়াচ্ছিল।

চোখ পিটপিট করে সোলো এবার ম্যানুয়েলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যানুয়েল তার দিকে বাগদা চিংড়ির ডিস এগিয়ে দেয়।

মাঝপথে খাওয়া শেষ করে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল নীনা।

ওর হয়ে সোলো ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে, ওর অমন আচরণের জন্যে তুমি যেন কিছু মনে করো না হ্যারী। একটু থেমে সে আবার বলে–কাল খুব ভোরে মালপত্তর কিনতে বেরোব, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে র‍্যান্ডি বারে ফিরে গেছে। চলে গেছে ম্যানুয়েলও। মেয়েটা একটু একগুয়ে ধরনের হয়েছে। মেজাজ মর্জি বোঝা দায়। সোলো এবং হ্যারী দুজনে

মুখোমুখি বসেছিল। দুজনের হাতে শাদা মদের গ্লাস। সোলো মুখর এবং হ্যারী নীরব শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

সোলো তার একমাত্র পুত্র স্যামের জন্যে দুঃখ করছিল। ভাল ছেলে সে, তার সাহায্য আমি খুব আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে থাকল না দুঃখ আমার এখানেই, অবশ্য তাকে যেতেই হতো।

হ্যারী গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাই বুঝি। তা বেশ তো স্যামই তো তোমার একমাত্র ছেলে নয়? আমি রইলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই, এক গাল হেসে সোলো বলে, তুমি তো আমার ছেলের মতই, আশ্চর্য কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যারী তোমার কোন অসুবিধে হলে আমাকে বলো। আমি না থাকলে জোকে বলবে সে তোমাকে সাহায্য করবে।

সুযোগ পেয়ে হ্যারী বলে বসে, আমি একবার রাতের শহরটা দেখতে চাই। যানবাহনের অবস্থা কি রকম? বাস পাব?

নিশ্চয়ই! প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বাস চলে। ফেরার শেষ বাস রাত দুটোয়।

অত দেরি আমার হবে না। হ্যারী লক্ষ্য করল, সোলো তাকে গাড়ি দিতে চাইল না। আচ্ছা চলি।

সন্ধ্যে সাতটার সময় সাঁতার কাটতে গেল হ্যারী, সাঁতার কাটার সময় একটা ডাইভিং বোর্ডের অভাব খুব অনুভব করল সে। ঠিক করল পরে এ ব্যাপারে সোলোর সঙ্গে কথা বলবে। ডাইভিং বোর্ডের আকর্ষণ মন্দ হবে না।

ডিনারের টেবিলে সোলোকে একা পেয়ে প্রসঙ্গটা তুলতেই সোলো জানতে চাইল, বেশ তো তুমি পারবে তৈরি করতে?

নিশ্চয়ই! জায়গাও ঠিক করে ফেলেছি। কোর‍্যাল ফাউন্ডেশনের কাছে একটা ডাইভিং বোর্ড তৈরি করলে ভাল হয়। এখন আমাদের প্রয়োজন কিছু কাঠ, নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং, লোহার রেলিং, সিমেন্ট এবং স্পটলাইটের ব্যবস্থা করতে পারলে আশাকরি দর্শকদের ভাল রকম আকৃষ্ট করাতে পারব।

তার মানে তুমি প্রদর্শনীর কথা ভাবছ?

আমি ডাইভিং-এর টেকনিক দেখাব। যদিও অনেকদিন অনুশীলন নেই, তবু দু-চারদিন অভ্যাস করলে মনে হয় আবার নিজের ফর্মে ফিরে আসতে পারব।

বিস্ময় ভরা চোখ সোলোর। চমৎকার আইডিয়া তো! কাল আমার সঙ্গে মার্কেটে যাবে। হ্যামারসনের টিম্বার ইয়ার্ডে নামিয়ে দেব তোমাকে। তোমার যা দরকার তাকে বলবে, পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে সে। সেখান থেকে তুমি বাসে ফিরে আসতে পারবে।

ঠিক আছে।

রাত তখন দশটা। গ্রীষ্মের রাত্রি, হ্যারী ঠিক করল শোয়ার আগে আর একবার সাঁতার কাটবে। সী-বীচে যাবার পথে চোখে পড়ল আলোকিত রেস্তোরাঁ। তখনো প্রায় এক ডজন লোক ডিনার টেবিলে বসে আছে। র‍্যান্ডি সাদা কোট পরে ড্রিঙ্কস

পরিবেশনে ব্যস্ত। ওদিকে ম্যানুয়েল লাল সস্ হাতে নিয়ে ও টেবিল থেকে ও টেবিলে ছোটাছুটি করছিল।

র‍্যান্ডি কিংবা ম্যানুয়েল কারোর প্রতিই হ্যারীর লক্ষ্য ছিল না, তার একমাত্র লক্ষ্য তখন নীনা।

এক সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নীনার শরীর। লাল হল্টার নেক ব্লাউজের আড়াল থেকে ওর নিটোল গোল বক্ষযুগল ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, সাদা প্যান্টের আড়ালে ভারী নিতম্ব আর দীঘল পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালো চকচকে চুলগুলো দু কাঁধ ছুঁয়ে হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে এবং কানের দুল দুটো মাঝে মাঝে আলোয় ঝলসে উঠছে, এই মুহূর্তে ওর মুখের গড়ন খুব সুন্দর এবং সেক্সি দেখাচ্ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীনা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সামনের দিকে, বোধহয় হ্যারীকে দেখতে পায়নি।

পলকহীন চোখে হ্যারী নীনাকে দেখছিল একটা থামের আড়াল থেকে। হঠাৎ ঘুরল নীনা, ঢুকল বার-এ, সাদা ট্রাউজার পরা, ড্রিংকের গ্লাস হাতে এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হ্যারীর ভিতর থেকে। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ন, ঝাপসা হয়ে উঠল। ক্লান্ত পায়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল সে।

পরদিন কেনাকাটা সেরে একটা রেস্তোরাঁয় হ্যারীকে সঙ্গে নিয়ে সোলো যখন ঢুকল মার্কেটের টাওয়ার ঘড়িতে তখন ঢং ঢং শব্দে দশটা বেজেছে। সোলো বলল, কফি খেয়ে তোমাকে হ্যামারসনের টিম্বার ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে যাব।

হোটেল বয় খাবার নিয়ে এল। খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে সোলো বলে, হ্যারী, এই সসেজগুলো খেয়ে দেখ। এখানকার স্পেশালিটি। শুয়োরের মাংস মদে ভিজিয়ে তৈরি। হ্যারীর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, এখানকার কাজে তুমি আনন্দ পাচ্ছ তো?

হ্যারী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

তৃতীয়বার সসেজ মুখে দিতে গিয়ে হ্যারী লক্ষ্য করল চেহারায় স্যানট্যানের তামাটে রঙ, নীলাভ বরফের মত চোখের তারা, লম্বা ছিপছিপে হাড়ে মাংস জড়ান চেহারার একটি লোক রেস্তোরাঁর কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

হাই সোলো, তোমার খবর কি? হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা।

তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোলো জিজ্ঞেস করল, তুমি এই অসময়ে এখানে কী মনে করে?

বদমাস লোকেদের বিচরণ সর্বত্র এবং নিজেদের স্বার্থে তারা তাদের মায়েরও গলা কাটতে পারে। হ্যারীর দিকে নজর পড়তেই আগন্তুক বলে ওঠে, তোমার সঙ্গী ছোকরাটা কে হে?

হ্যারী তার হিম-চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি দেখেই বুঝে গিয়েছিল লোকটা পুলিশ

অফিসার।

হ্যারী, ইনি সিটি স্কোয়াডের ডিটেকটিভ টম লেপস্কি, দারুণ স্মার্ট বয়। হ্যারীর দিকে চেয়ে সোলো এবার বলে, মি. লেপস্কি, ওর নাম হ্যারী মিচেল, আমার লাইফ গার্ড।

তাই নাকি? হ্যারীর চোখে চোখ রেখে লেপস্কি জিজ্ঞেস করে, তুমি সাঁতার জান? গতবার যে লোকটা লাইফ-গার্ডের চাকরী নেয় সে ভাল করে পা চালাতেই পারত না, হা-হা-হা–।

আমার সঙ্গে থাকলে আপনি নিরাপদে সাঁতার কাটতে পারবেন।

হ্যারীর দীর্ঘায়ত চোখের চাহনি নিরুত্তাপ, শান্ত।প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব।

লেপস্কির ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

তা আমার হয়তো প্রয়োজন হতে পারে, এক টুকরো সসেজ তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে সোলোর দিকে ফিরে লেপস্কি জিজ্ঞেস করে, রিকার্ডোকে তুমি তো চিনতে, তার সঙ্গে শেষ তোমার কবে দেখা হয়েছে?

রিকার্ডো? তার সঙ্গে আমার বছর দুয়েক দেখা সাক্ষাৎ নেই। সোলো জিজ্ঞেস করল, তার সম্পর্কে তুমি কি খুব আগ্রহী মি. লেপস্কি?

নিশ্চয়ই! লেপস্কি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তবে আমার কাছে অন্য খবর আছে, তিন দিন আগে রিকার্ডো এখানে এসেছিল। কেন সে তোমার সঙ্গে দেখা করেনি? সে তো তোমার খুব কাছের লোক ছিল।

আমার খুব কাছের লোক? অবাক চোখে তাকায় সোলো। ভুল বললে তুমি। গত দু'বছর ধরে ওর সঙ্গে আমার দেখা নেই।

তবে শুনেছি রিকার্ডো নাকি ভেরো বীচে একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আর জানতে চাইও না।

তুমি ঠিক বলছ? ভেরো বীচ? লেপস্কি সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকায়, কী ধরনের কাজ?

বললাম তো জানি না। তাছাড়া ভেরো বীচ তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাও নয়, ওখানে এমন কী-ইবা করার আছে?

অনেক কিছু করার আছে। তার মধ্যে স্মাগলিং একটি।

তা হতে পারে। কিন্তু আমি যত দূর জানি টাকু রিকার্ডো একজন ছাপোষা মানুষ, স্মাগলিং লাইনে সে যাবে না।

যেতেও তো পারে। অভাবের তাড়নায় মানুষের স্বভাব বদলাতে কতক্ষণ?

হ্যারী খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। ওর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সোলো, আমি তোমার সাহায্য চাই, লেপস্কি বলে। এ সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলে প্রমোশন হবে আমার। তাই আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই কেসটা তদন্ত

করতে চাই, কোন ফাঁক রাখতে চাই না।

আমার কাছে খবর আছে, রিকার্ডো নাকি খুন হয়েছে। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই শহরে ছিল সে। আমার একটি ছেলে তাকে এয়ারপোর্ট ছেড়ে যেতে দেখেছে। খানিক দূর পর্যন্ত সে তার গাড়ি অনুসরণ করে। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল সে করেছে হেড কোয়ার্টারে কোন খবর না দিয়ে। রিকার্ডোর মতো লোক এ শহরে থাকলে হেড কোয়ার্টারে লাল সংকেত পাওয়া যেত, কিন্তু সেরকম কোন খবর আপাততঃ নেই।

তাহলে সে নিশ্চয়ই কোন ভাড়া করা গাড়িতে পালিয়ে গেছে। সমস্ত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে খবর নিয়েছি। ভেরো বীচ থানার হার্জের রিপোর্ট থেকে জানা যায় রিকার্ডোর মতো দেখতে ক্লীভল্যান্ডের জোয়েল ব্ল্যাচ নামে একজন লোক একটা মাসট্যাং গাড়ি ভাড়া করে।

কিন্তু ক্লীভল্যান্ডের সেই ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় জোয়েল ব্ল্যাচ নামে কেউ নাকি সেখানে থাকে না।

হার্জকে টাকুর একটা ফটো দেখাতে সঙ্গে সঙ্গে সে সনাক্ত করে তাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে জোয়েল ব্ল্যাচের নামে মাসট্যাং গাড়িটা টাকুই ভাড়া করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে রিকার্ডো এবং মাসট্যাং গাড়ি উধাও।

দুঃখ প্রকাশ করে সোলো বলে, কিন্তু মি. লেপস্কি আমি বোধহয় তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তার সম্বন্ধে আমি যা জানি বলেছি। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। অত্যন্ত দুঃখিত।

বেশ। আজ আমি যাচ্ছি, সোলো। তবে মনে রেখো এসবের মধ্যে তুমি জড়িত যদি জানতে পারি তাহলে তোমার কপালে খারাবী আছে।

লেপস্কি চলে যেতেই সোলো খিস্তি করে–বাস্টার্ড! পুলিশের সবগুলো লোক এই রকম। লোভী কুত্তার জাত। পদোন্নতি চায়? দাঁড়াও তোমার পদোন্নতি আমি বার করছি। হ্যারীর দিকে ফিরে সোলো বলে–ওকে কোন রকম সাহায্য করার ইচ্ছেই আমার নেই। র‍্যান্ডি নিশ্চয়ই তোমাকে আমার কথা বলেছে। তাই না?

হ্যাঁ কিছু কিছু বলেছে বৈকি, হ্যারী সাবধানে বলল।

ও আমার সমব্যথী, বলবেই তো। জান হ্যারী লেপস্কির কথা শুনলে আমি হয়তো এতদিনে অনেক টাকাই কামাতে পারতাম। হয়তো এই ব্যবসা থেকেও কবেই অবসর গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু কখনই আমি অবসর গ্রহণ করতে চাই না। কিংবা জেলেও পচে মরার শখও আমার নেই। এসব কথা আমি তোমাকে বলছি, কারণ তোমাকে আমি আমার ছেলের মতো মনে করি। আমার দুর্ভাগ্য যে আমার একমাত্র সন্তান যুদ্ধে চলে গেছে। নীনা খুবই ভাল মেয়ে আমার, কিন্তু মেয়েরা কখনই বুঝতে চায় না। কিন্তু স্যাম হলে পারত।

বুঝতে পারত, কি বুঝতে পারত? হ্যারী জিজ্ঞেস করে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মেয়েরা বুঝতে চায় না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ বড় হওয়ার জন্য কি

অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে। যেমন কোন সুন্দরী নারীকে দেখে তোমার নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা জাগবে তাকে জয় করার জন্যে। এক এক সময় আমি আমার ব্যবসা এবং নীনার কথা ভাবি। আমি না থাকলে ঈশ্বর জানেন কি করে ব্যবসা চলবে। আর আমি এও জানি যে নীনা কোন মতেই ব্যবসা চালাতে পারবে না। তখন ওর কি অবস্থা হবে?
হ্যারী জিজ্ঞেস করে, টাকু রিকার্ডো লোকটি কে?
আমার পরেই এই ব্যবসায় একজন দক্ষ পিটারম্যান সে। এক সময় ও আর আমি দুজনে এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। একসঙ্গে জেলও খেটেছি। তবে হ্যারী একটা কথা মনে রেখ, বেআইনী ব্যবসার কখনও পার্টনার নিতে নেই, নিলেই সর্বনাশ। আজকের বাজারে টাকুর মতো বৃদ্ধ লোকের নেওয়া উচিত নয়। আমার মতো ওর-ও স্বেচ্ছায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। বড় রহস্যময় লোক ছিল ঐ রিকার্ডো। আমাকে দিয়ে কোন অপ্রিয় কাজ করিয়ে না নিলেও তার হাবভাবে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম লোকটা যেন কিছু বলতে চাইত আমাকে। আমাকে নিয়ে মনে হয় কোন বিপজ্জনক খেলা খেলতে চাইত। কিন্তু আমি আর ওর ফাঁদে পা ফেলতে চাই নি।
তাই বুঝি, হ্যারী বলে, তোমার কথাবার্তা শুনে হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, টাকু সত্যিই তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু সে কথা তুমি টম লেপস্কির কাছে গোপন করতে চাইছ।
সোলোর ঠোঁটে হাসি ফুটল ।
তুমি দেখছি সত্যি খুব বুদ্ধিমান। পুলিশে ঢুকলে খুব তাড়াতাড়ি তোমার পদোন্নতি ঘটবে। হ্যাঁ হ্যারী তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু কথাটা লেপস্কিকে বলা যাবে না। হ্যাঁ সে আমার কাছে এসেছিল বৈকি। সে আমার নৌকা ভাড়া নিতে চেয়েছিল, ভাড়া দিলে সে এতদিনে আমার নৌকাশুদ্ধ উধাও হয়ে যেত নিশ্চয়ই।
দিইনি ভালই করেছি। আমি ওকে অন্য নৌকার মালিকদের কাছে যেতে বলেছি। নৌকোর বিনিময়ে পাঁচ হাজার ডলার দেবে বলল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। একটু থেমে সোলো বলে, এ সব কথা যেন অন্য কাউকে বলো না। তুমি আমার ছেলের মতো বলেই বিশ্বাস করে সব কথা বললাম।
নিশ্চয়ই।
আমার ধারণা টাকু হয়তো সত্যি খুন হয়েছে।
সোলো হ্যারীকে নিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসল। একটানে চলে এল হ্যামারসনের টিম্বার ওয়ার্ডে।
হ্যারীকে সেখানে নামিয়ে দিল।
গাড়িতে আবার স্টার্ট দেওয়ার আগে সোলো বলল, ডিনার সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাও। খুব সাবধানে থেক। পুলিশকে কখনও বিশ্বাস করবে না। খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করবে। আর খুব প্রয়োজন না হলে লেপস্কির সঙ্গে যেচে

কখনও আলাপ করতে যেও না। লোকটা অত্যন্ত চতুর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এরা যে কাউকে যে কোন মুহূর্তে লক আপে পুরে দেয়। কাজেই–

মাথা নেড়ে সায় দেয় হ্যারী। অপসৃয়মান সোলোর গাড়ির দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয় সে।

পাঁচ

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর সামনে স্পাইডার অর্কিডের ছাতার নীচে জনা তিরিশ ট্যুরিস্ট বসে খোসগল্প করছে। সংক্ষিপ্ততম পোশাক পরা নারীরা তাদেও সঙ্গ দিচ্ছে।

হ্যারী বসে আছে একটা স্পাইডার অর্কিড গাছের ছায়ায়। র‍্যান্ডি তার ঠিক পিছনে। হ্যারী গভীর চিন্তায় মগ্ন। টম লেপস্কির কথাগুলো তার মনের মধ্যে তোলপাড় তুলেছে। টাকু রিকার্ডো সম্পর্কে সোলোর মন্তব্যও খুঁটিয়ে দেখছিল সে আপন মনে। অবশেষে ঠিক করল র‍্যান্ডিকে সব খুলে বলবে কারণ টাকুর খুনের ঘটনার সঙ্গে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে।

হ্যারী র‍্যান্ডিকে সব কথা বলার পরে যোগ করল, যেই তাকে খুন করুক না কেন এই চাবিটির জন্য নিশ্চয়ই খুন করেছে। এবং তারা এটা পাবে না। এটা এখন আমার হেফাজতে।

ওটা ফেলে দাও, ইতস্তত না করে র‍্যান্ডি বলে, ঐ চাবিটাই যত অনিষ্টের মূল। ওটা আমাদের কাছে না থাকলেই আমরা মুক্ত স্বাধীন। কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। অতএব–

কিন্তু অতটা সহজ নয়, হ্যারী বাধা দিয়ে বলে, পুলিশ লাশের খোঁজ একবার পেলে খুনীদের সন্ধান অবশ্যই করবে জোর কদমে। এই মুহূর্তে পুলিশ জানে লোকটা খুন হয়েছে। কিন্তু কারণটা জানে না। অতএব তারা এখন খুবই সতর্ক। বিশেষ করে লেপস্কি দারুণ চতুর পুলিশ অফিসার সে যদি একবার মাসট্যাং গাড়িটার সন্ধান পেয়ে যায়, তখন সে জোর তদন্ত চালাতে গিয়ে অবশ্যই আমাদের সন্ধান পেয়ে যাবে। মনে রেখ আমরা খুব একটা পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তাই আমি দেখতে চাই এই লাগেজ লকারে কি আছে।

আমি এখনও বলছি চাবিটা ফেলে দাও।

রিকার্ডো নাকি একটা বিরাট ব্যবসা চালাত, গুজব সত্যি কিনা জানি না।

র‍্যান্ডির বাধা সত্ত্বেও হ্যারী বলে যেতে থাকে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, লোকটা সিন্দুক ভাঙ্গতে সিদ্ধহস্ত ছিল। হয়তো কোনো বড় সিন্দুক ভেঙে সে ডাবল ক্রস করে লুটের মাল এই লাগেজে লুকিয়ে রেখেছিল। এই অবস্থায় যার হয়ে সে কাজ করতে নেমেছিল তার দলের লোক তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তার মুখ থেকে লুটের মালের খবর বার করার জন্যে, শেষ পর্যন্ত লোকটা মারা যায়, শোন র‍্যান্ডি, আমি নিশ্চিত, এই লকারের মধ্যে মূল্যবান কোন জিনিস অবশ্যই লুকানো আছে।

আমার তা মনে হয় না, র‍্যান্ডি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় হ্যারীর দিকে। এমন কথা মনে হবার কারণ?

পুলিশের সন্দেহ টাকু নিশ্চয়ই কোন বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কাজটা যে কি, তা তারা এখনও জানতে পারেনি। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে হাই-

জ্যাক্ বা এ ধরনের কোন আইন বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল রিকার্ডো।
এবার র‍্যান্ডির মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলো।
তার মানে, লকারের টাকার সন্ধান পেলেই সেগুলো আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে?
কেন নয়? পাল্টা প্রশ্ন করে হ্যারী। এর পরেও কি তুমি চাবিটা ফেলে দিতে বলবে?
না, তুমি যখন বলছ লকারটা মূল্যবান তাহলে থাক। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, হ্যারী। আমি তো তোমাকে কোন রকম চাপ দিইনি। এ ব্যাপারে কোন কথা তুমি আমাকে না বললেও পারতে। লকারের চাবির কথাও গোপন করতে পারতে। তুমি তো অনায়াসে লকার খুলে টাকা কিংবা মূল্যবান যা কিছুই থাকুক না কেন বার করে সরিয়ে ফেলতে পারতে। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম না। তবু কেন তুমি আমাকে এর মধ্যে ঢোকালে?
হ্যারী ওকে অপলক চোখে দেখে নিয়ে বলল, কেন জান? আমরা দুজনে এখন হরিহর আত্মা। পুলিশও জানে সে কথা। আমাদের মধ্যে একজন যদি কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অপরজনকেও পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে, হয়তো অকথ্য অত্যাচার চালাবে তার ওপর। ধরো আমাকেই যদি পুলিশ পাকড়াও করে, কি জবাব দেবে তুমি তখন? তাই ভাবলাম তোমাকে গোড়া থেকে সবকিছু জানিয়ে রাখাটাই ভালো।
হ্যারীর কথা শুনে মুগ্ধ চোখে তাকাল র‍্যান্ডি। তুমি একজন গ্রেট গ্রেটম্যান হ্যারী। সত্যি কি তুমি বিশ্বাস কর আমরা বড়লোক হবো?
রাগ করে হ্যারী, ঠিক এই মুহূর্তে এভাবে স্বপ্ন দেখাটা আমাদের উচিত হবে না। হঠাৎ নীনাকে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল হ্যারী।
নীনার পরনে লাল বিকিনি, হাতে তোয়ালে। একটু জোরে পা চালিয়ে সী-বীচের দিকে নীনাকে এগিয়ে যেতে দেখে হ্যারীর বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। ব্রা-বিহীন নীনার স্তনজোড়া এবং ভারী নিতম্বের দোলদোলানি দেখে তার দেহের উত্তাপ হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হ্যারী এবার কেবিনে গিয়ে ঢুকল পোশাক বদলাতে। ও একটু বেরুবে।
কিছুক্ষণ পরে হ্যারীকে কার পার্কিং জোনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। পরনে শর্ট-স্লিভ শার্ট এবং স্যাক্স। একটা বুইক গাড়ি ভাড়া করবে। পার্ক করা ভাড়া গাড়িগুলোর দিকে নজর বুলোতে গিয়ে হঠাৎ একটা সাদা মার্সিডিজ গাড়ির ওপর চোখ পড়তেই তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। গাড়ির নম্বর এস এল ১৮০। কোথায় যেন গাড়িটা সে দেখেছে, খুব চেনা চেনা লাগছে। হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে এই গাড়িটাই সেই মেয়েটিকে তুলে নিয়েছিল যে মেয়েটা সেই সময় মাসট্যাং গাড়ি চালাচ্ছিল। হ্যারী গাড়ির সামনে এগিয়ে গেল। আরোহী শূন্য গাড়ি।

জানালার কাঁচগুলো নামানো। তবে জানালার কাঁচের উপর থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পড়তে কোন অসুবিধে হল না তার। লাইসেন্সের নাম এবং ঠিকানাটা টুকে নিল সে।

এমানুয়েল কারলোস,
১২৭৯, পাইনট্রী বুলেভার্ড,
প্যারাডাইজ সিটি।

তবে এর থেকে কিছু বোঝা না গেলেও গাড়িটা তাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলল। মন থেকে গাড়ির স্মৃতিটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারল না সে। এই গাড়িটাই কি সেদিন হাইওয়েতে তাদের ফলো করছিল? কথাটা মনে পড়তেই চমকে উঠল হ্যারী। দ্রুত বার রুমে গিয়ে প্রবেশ করল সে।

তাকে দেখতে পেয়ে জোর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ড্রিংক চাই, বস? জো এগিয়ে আসে তার সামনে।

ধন্যবাদ! এক কাপ কোকো হলেই আপাতত চলবে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হ্যারী আবার সেই মার্সিডিজ গাড়িটার কথা ভাবতে লাগল।

জোর হাত থেকে কোকোর কাপ নিতে নিতে হ্যারী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জো তুমি এমানুয়েল কারলোসকে চেন?

মি. কারলোস? হ্যাঁ চিনি বৈকি। চোখ ঘুরিয়ে জো বলে, উনি আমাদের একজন দামী খদ্দের। প্রায়ই এখানে আসেন। প্রচুর টাকা আছে। এইমাত্র তিনি মিসেস কারলোসের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যারীর সন্দেহ প্রশমিত হতে থাকে। ভদ্রলোক কি করেন জো?

করেন? আমার তো মনে হয় না, উনি কোন কাজকর্ম করেন। ওঁর বাবার প্রচুর টাকা। কারলোসের হাভানা সিগারের ব্যবসা।

আমি যদ্দুর জানি হাভানা সিগারের আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে এদেশে।

ঠিকই জানেন বস, তবে মি. কারলোসের দয়ায় মি. ডোমিনিকোর কাছে প্রচুর হাভানা সিগারের স্টক আছে। কাস্টমারদের জন্য।

মি. কারলোস কি এখন এই শহরেই আছেন?

হ্যাঁ, জো বলে, একটু আগে তিনি এখানে ফোন করতে এসেছিলেন। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যারী বলল এখন চলি জো, পরে আবার দেখা হবে। বার থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তখন বিকেল চারটে। হ্যারী ডাইভিং বোর্ডের জন্য ক্রোমিয়ামের হাতলের ফরমাস দিয়ে সোলোর গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে চলল। লাগেজ রাখার লকার খুঁজে বার করতে খুব ঝামেলা হল হ্যারীর। এক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিচে সুদীর্ঘ অলিন্দ পথে এগিয়ে চলল সে ৩৮৮ নং লকারের খোঁজে।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে একবার সে ডাইনে-বাঁয়ে অতি সন্তর্পণে তাকিয়ে নিল। এক মোটাসোটা মাঝ-বয়সী মহিলা লকারগুলোর মধ্যে থেকে একটা বড় সাইজের লকার খুঁজে বের করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে হ্যারী তার নিজের চাবিটা বার করল এবং ৩৮৮ নং লকারটা খুব সহজেই খুলে ফেলল।

লকারের ভেতর থেকে একটা সুটকেস টেনে বার করল হ্যারী। আন্দাজ করল সুটকেসে কিছু নেই সব ফাঁকা। মনে মনে ভীষণ রাগ হল নিজের উপর, ফাঁকা সুটকেস নিতে এতটা পথ সে ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছে। লকারে চাবি লাগিয়ে সুটকেস নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল হ্যারী।

রিসেপসন লবির দিকে এগিয়ে চলল সে ভয় বুকে চেপে। হাতের সুটকেসটা তার ভয়ের একমাত্র কারণ। মনে সংশয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

হেই! ইউ! হঠাৎ হ্যারী দেখতে পেল ডিটেকটিভ টম লেপস্কি তার বাঁদিক থেকে তাকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করছে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, হাতের সুটকেসটা যেন একটা উত্তপ্ত লাল বিস্ফোরক গোলা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হ্যারী। ইতিমধ্যে সামনে এসে উপস্থিত লেপস্কি, তার হিম-শীতল চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ্যারীর হাতের সুটকেসের ওপর।

চিনতে পেরেছেন আমাকে? পুলিশি কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে লেপস্কি।

নিশ্চয়ই! হ্যারী প্রত্যুত্তরে বলে। আপনি ডিটেকটিভ লেপস্কি। যে অফিসার বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন আমি সাঁতার জানি কিনা।

হ্যাঁ ঠিক তাই, হ্যারীর ভাবলেশহীন চেহারা দেখে অবাক হয় লেপস্কি। তা আপনি এখানে কি করছিলেন?

সেটা কি আপনার জানা একান্ত প্রয়োজন? হ্যারী এবার নির্ভয়ে বলে, আমি আমার সুটকেসটা লাগেজ লকার থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

আপনার সুটকেস? হ্যারীর হাতের সাদা রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগের উপর লেপস্কির শ্যেন দৃষ্টি।

নিশ্চয়ই। জোর দিয়ে হ্যারী বলে, গত রাত্রে এটা আমি লাগেজ লকারে রেখে যাই। এখন আমি সোলোর হয়ে কাজ করছি। আর কোন প্রশ্ন?

চোখ কুঁচকে উঠল লেপস্কির। বেশি স্মার্টনেস দেখাবেন না, মিস্টার। আমি শহুরে স্মার্ট লোকদের পছন্দ করি না।

তাহলে আপনার কী পছন্দ, স্যার? হ্যারীর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর।

হ্যারীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে লেপস্কি। তার টান টান মুখে অন্ধকারের ছায়া ঘনায়। নিজেকে সামলে নিয়ে গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলে, আমি আবার বলছি, অত স্মার্টনেস আমার পছন্দ নয়। কোত্থেকে আপনি আসছেন? আমার কথার জবাব দিন।

হ্যারী পকেট থেকে কাগজ ভর্তি একটা প্লাস্টিক ফোল্ডার বার করে লেপস্কির

দিকে এগিয়ে দেয়। আপনার এতই যখন কৌতূহল এর মধ্যে আমার পরিচয়পত্র আছে, চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

লেপস্কি ওর হাত থেকে প্লাস্টিক ফোল্ডারটা নিয়ে দ্রুত পরিচয় পত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওটা হ্যারীকে ফেরত দিল। আপনি প্যারাট্রুপার? সে শ্রদ্ধার চোখে হ্যারীর দিকে তাকায়, ঠিক আছে সার্জেন্ট আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। এখানে পুলিশের তরফ থেকে আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। একটু থেমে লেপস্কি আবার বলল, এই শহরে ইদানিং বেশ কয়েকজন স্মাগলারের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে, তাদের খোঁজে এসেছিলাম। আপনার প্রতি আমাদের কোনো নালিশ নেই। কিছু মনে করবেন না।

না, না, কিছু মনে করিনি। আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন এর মধ্যে দোষের কিছু নেই।

আপনার মত সমঝদার লোক কটা আছে বলুন, লেপস্কি এবার প্রসঙ্গ পাল্টায়। আচ্ছা সোলো কি আপনাকে টাকু রিকার্ডোর কথা বলেছে, সার্জেন্ট?

না মি. লেপস্কি, সে রকম কোন কথা সে আমাকে বলেনি।

ধন্যবাদ সার্জেন্ট, তাকে বলবেন, আমি একদিন আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাব।

বেশ তো তিনি খুব খুশি হবেন।

আপনারও কি তাই ধারণা? লেপস্কি শব্দ করে হাসল। যাই হোক আজ চলি। আশা করি আপনার এখানকার দিনগুলি বেশ ভালই কাটবে। একটু পরেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল টম লেপস্কি।

হ্যারী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এস্টেট কারের সামনে এসে দাঁড়ায়।

হাতের সুটকেসটা পিছনের সীটে রেখে সামনে চালকের আসনে গিয়ে বসে সে। একটু পরেই গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ডিটেকটিভ টম লেপস্কির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনাটা হ্যারীকে বেশ একটু আড়ষ্ট করে তুলেছিল। তার কাছ থেকে সহজে ছাড়া পেলেও ভয় তার যায়নি। পুলিশের লোককে বিশ্বাস নেই। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে...

এয়ারপোর্ট থেকে ডোমিনিকো হোটেলে ফেরার পথে হঠাৎ ড্রাইভিং মিররে চোখ পড়তেই চমকে উঠল হ্যারী। কি ব্যাপার? সবুজ আর সাদায় মেশানো একটি শেভ্রলে গাড়ি তার পিছু নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার মনে পড়ল গাড়িটা এয়ারপোর্টের সামনে পার্ক করা ছিল।

মোটাসোটা চেহারার চালকের মাথায় পানামা হ্যাট, কপালের অনেকটা নিচে নামানো, তার মুখ প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়।

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর কাছাকাছি হ্যারীর গাড়ি পাশ কাটাল শেভ্রলে। গাড়ির চালক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার তাকে দেখে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তাতে হ্যারীর ভয় আরো বেড়ে যায়।

প্লাস্টিকের সুটকেসটা হাতে নিয়ে হ্যারী তার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল সোলোর কাছ থেকে, কণ্ঠস্বর কঠোর।
দাঁড়াও হ্যারী। তার থমথমে মুখে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ার পূর্বাভাস। ভবিষ্যতে আমার বিনানুমতিতে কখনও আমার গাড়ি ব্যবহার করবে না, বুঝলে।
হ্যারী বলল, র‍্যান্ডিকে আমি বলে গিয়েছিলাম কেন আমি তোমার গাড়িটা নিয়েছি। ইস্পাতের রেলিংগুলোর ফরমাস আজই না দিলে নয় তাই। একটু থেমে হ্যারী আবার বলতে থাকে, ঠিক আছে আমার কাজ আমি এখন থেকে করব। হাই ডাইভিং বোর্ডের বিষয়ে তোমার আগ্রহ থাকলে এরপর থেকে তুমি সব ব্যবস্থা করো। কথা শেষ করে হ্যারী তার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সোলোর ডাকে আবার সে থমকে দাঁড়ায়।
হেই! হ্যারী! তা সেই ইস্পাতের রেলিংগুলো কবে ডেলিভারী দিচ্ছে?
দিন সাতেকের মধ্যে।
সোলোর গলার স্বর এবার খাদে নেমে আসে। হ্যারীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, হেঁ হেঁ ও সব কাজ আমার সাজে না। তুমিই বরং দেখাশুনা করো। এতক্ষণ যা তোমাকে বললাম ভুলে যেও। আমার মাথা ঠিক ছিল না, কি বলতে কি বলেছি। এখন থেকে যখনই তোমার প্রয়োজন হবে আমার গাড়ি তুমি ব্যবহার করতে পারবে। তুমি কিছু মনে করলে না তো?
না না, কিছু মনে করিনি। হ্যারী জোর করে হাসার চেষ্টা করল, তাছাড়া তুমি তো বস। হ্যারী বুঝে গেছে এরপর থেকে সোলো আর তেমন কোন ঝামেলা করবে না।
যাকগে তুমি কি এখন বীচে যাবে? সোলো বলে, আমি রান্না করতে চললাম।
হ্যারী সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে তার কেবিনের দিকে পা বাড়াল।
সোলোর চোখ গেল হ্যারীর সুটকেসের উপর। ওটা তোমার?
হ্যাঁ এয়ারপোর্ট লাগেজ লকার থেকে নিয়ে এলাম এখানে থাকার জন্যে।
নিশ্চয়ই তুমি এখানে থাকবে বৈকি। সোলো তার কাঁধে হাত রেখে বলে, হেঁ হেঁ হাই ডাইভিং বোর্ডের ব্যবস্থা তুমি করে ফেলো। করবে তো?
হ্যাঁ, করব বৈকি।
কেবিনে ঢুকে হ্যারী একটু ইতস্তত করল, সুটকেসটা খুলবে কি না। সোলো তাকে একবার বীচে যেতে বলেছে।
কথাটা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি সুটকেসটা রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল হ্যারী। তারপর বীচের পথে এগিয়ে চলল অলস পায়ে।
হ্যারী দেখল চারলি এবং মাইক ড্রিঙ্কস-এর ট্রে হাতে সী-বীচের রঙীন চাতালের দিকে যাচ্ছে। চতুর্থ ছাতার দিকে এক নজর তাকাল। ওখানে মি. এবং মিসেস কারলোস বসেছিল। মি. কারলোস নেই তবে মিসেস কারলোসকে ম্যাগাজিন পড়তে দেখা গেল। কাছ থেকে তাকে দেখার ইচ্ছে নিয়ে হ্যারী তার সামনে এসে

দাঁড়াল।
আপনার জন্য কি ড্রিংকস নিয়ে আসব মিসেস কারলোস?
ভদ্রমহিলা হাতের ম্যাগাজিনটা পাশে রেখে হ্যারীর দিকে তাকাল। চোখের বিরাট গগলসটা তার মুখের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে। তবু হ্যারী লক্ষ্য করল ভদ্রমহিলার নাক এবং মুখটা ছোট।
ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।
তবে বয়স তিরিশের কোঠায় ধরে রাখার একটা অদ্ভুত প্রয়াস তার মধ্যে লক্ষ্য করল হ্যারী। যেমন করে অন্য সব বয়স্ক নারী ম্যাসেজ, সান-বাথ করে, প্রতিদিন হেয়ার ড্রেসারের কাছে গিয়ে চুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে বয়সটাকে যৌবনের কোঠায় ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে, মিসেস কারলোস তাদেরই মতো। হ্যারী টের পেল গগলসের আড়াল থেকে ভদ্রমহিলা তাকে মাছের-কাঁটা বাছার মতো করে দেখছে।
না ধন্যবাদ, ভদ্রমহিলার গলার আওয়াজ শোনা মাত্র হ্যারী বুঝে গেল এই ভদ্রমহিলাই সেদিনের সেই মাসট্যাং গাড়ির চালিকা ছিলেন। কে আপনি? ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন।
হ্যারী মিচেল; এখানকার নতুন লাইফ গার্ড।
হ্যালো হ্যারী; আয়ত চোখ তুলে হাসলেন ভদ্রমহিলা। সোলোর কাছে আমি এবং আমার স্বামী প্রায়ই এখানে আসি। তা তুমি সাঁতার জান তো? গতবার যে ছেলেটিকে সোলো লাইফ গার্ড হিসেবে ভাড়া করেছিল–
আপনি সাঁতার জানেন তো, মিসেস কারলোস?
ভদ্রমহিলা হ্যারীর দিকে তাকিয়ে বললেন–সম্ভবতঃ তোমার থেকে ভালো জানি। বাজি ধরবে দশ ডলার? মহিলাকে চটাতে চাইল না হ্যারী, বাজি ধরল না। সে মহিলার জন্য ড্রিংক আনতে চলে গেল।
নৈশ ভোজের আগে হ্যারি তার কেবিনে ফিরে যেতে পারল না কেননা একের পর এক সুন্দরী যুবতী নানারকম প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। হ্যারী জানে তারা তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। একথা ঠিক যে সাঁতার কাটা শেখার সময় সে মেয়েদের খুশি করতে পেরেছে। তাদের হ্রস্ব ব্রার নিচে পুরুষ্ট স্তনজোড়া মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে হ্যারীর বুকের মধ্যে চেপে ধরছিল ডুবে যাওয়ার ভান করে। হ্যারীও তাদের মতলব বুঝে হাতের চাপ দিয়েছে, ছাড়েনি মুখোশের সদ্ব্যবহার করে। সেই মুহূর্তে যুবতীদের চোখের চাহনির মধ্যে আরও অনেক প্রত্যাশা সে লক্ষ্য করেছিল। সব মেয়েকে না হলেও হ্যারী তার পছন্দমতো দু একজনকেই কেবল তার ঠিকানা দিয়েছিল পরে দেখা করার জন্য। সোলো দূর থেকে সব লক্ষ্য করে খুশি হলো।
ডিনারের একটু আগে কেবিনে ফিরে হ্যারী গোসল করে পোষাক পাল্টে সোজা কিচেনে চলে এলো। সোলো তার দিকে তাকালো, বলল 'মিসেস কারলোস

তোমার কথা জানতে চাইছিলেন। ভদ্রমহিলার কথা শুনে মনে হলো তোমার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। জো তার জন্য এক প্লেট চিকেন মেরীল্যান্ড ফ্রাইড ব্যানানা নিয়ে এলো।

চিকেনে ছুরি চালাতে গিয়ে হ্যারী শুধোয় তার সম্বন্ধে ভদ্রমহিলা কি জানতে চাইছিলেন?

সোলো বলল, মিসেস কারলোস জানতে চাইছিলেন, তুমি এখানে সড়ক পথে এসেছ কিনা।

চিকেনটা আর সুস্বাদু লাগল না হ্যারীর কাছে। কারণ তার সম্বন্ধে মহিলার অহেতুক কৌতুহল তাকে চিন্তিত করে তুলেছে।

বারে প্রায় চল্লিশজন খদ্দের মদ খেয়ে মাতলামি করছিল যে যার সঙ্গীদের নিয়ে। ম্যানুয়েল টেবিলে টেবিলে ঘুরে তদারক করতে ব্যস্ত। ওদিকে নীনা একটি টেবিলের সামনে চারজন পুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মশগুল। ওর পরনে স্কারলেট পাজামা স্যুট, পুরুষদের দৃষ্টি ওর উদ্ধত যৌবনের প্রতীক স্তনজোড়ার ওপরে।

র‍্যান্ডির সঙ্গে হ্যারীর দেখা হতেই সে তাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে মিসেস কারলোসের তার সম্বন্ধে আগ্রহের সব কথা খুলে বলল, সে বলল তার দৃঢ় বিশ্বাস মিসেস কারলোসই সেই মাসট্যাং গাড়ির একমাত্র আরোহিনী।

মদের গ্লাস হাতে অবাক বিস্ময়ে র‍্যান্ডি বলল, তুমি ভুল করছ। ওটা মিসেস কারলোস হতেই পারে না।

হ্যারী বার থেকে বেরিয়ে এলো। কেবিনের একদিকে এগিয়ে যাচ্ছে মনে হলো, দরজার সামনে একটা ছায়া ঘোরাফেরা করছে। একটু পরেই দেশলাই জ্বালানোর শব্দ। কাঠির আগুনে নীনার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সতর্ক হলো সে। সিগারেটের আগুন অনুসরণ করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হ্যারী। অন্ধকারে নীনার মুখ দেখতে না পেলেও একটা ঝড়ের ইঙ্গিত সে টের পেল নীনার দেহের উত্তাপে। সে যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল।

অন্ধকারের মধ্যে নীনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।' নীনা আজ নাছোড়বান্দা। অন্ধকার হাতড়ে হ্যারীর হাতের কব্জি ওর উত্তপ্ত হাত দিয়ে চেপে ধরল সজোরে। হ্যারীর মনে হল নীনার মধ্যে এমন একটা বুনো আকর্ষণ রয়েছে যা কোন পুরুষই অস্বীকার করতে পারবে না। হ্যারীর বুকটা কেঁপে উঠল। সুবোধ বালকের মতো সে নীনার পিছু নিল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে সারি সারি তাল গাছের নিচে হাজির হলো। পায়ের নীচে বালির রাশি। সামনে সমুদ্রের উপর চাঁদের আলো। নীনা বালির উপর বসল। হ্যারী ইতস্তত করছে দেখে নীনা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে দিলো। তারপর বলতে শুরু করল, জানো হ্যারী, যখন তুমি ঐ বুড়ো ভামটাকে এক ঘুষিতে নক আউট করে দিলে, আমি তখন খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি জানতাম একদিন কেউ না কেউ ওর ঔদ্ধত্য খর্ব করবেই। তোমার মতো একজন পুরুষের

জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছিলাম। নীনা বলতে থাকে, ঐ লোকটা আমার বাবা কিন্তু আমি ওকে ভীষণ ঘৃণা করি। জান হ্যারী বছরের পর বছর ধরে ঐ বুড়ো ভামটা আমার মাকে, আমার ভাইকে, আমাকে ওর সম্পত্তির মত ব্যবহার করে আসছে। লোকটার কোনো ফিলিং নেই, কোন মমত্ববোধ নেই। সে কোনদিনও আদর্শ স্বামী বা আদর্শ প্রেমিক হতে পারবে না। সে যদি জানত যে তোমাকে আমি পছন্দ করি তা হলে আর রক্ষা থাকত না। আমার পেছন পেছন ছায়ার মতো সে লেগে থাকত। কিন্তু আমি তাকে বোকা বানিয়েছি। কেন জানো? আমার ভাই স্যামের পর তোমাকেই কেবল আমার পুরুষ বলে মনে হয়েছে।
নীনার মুখ থেকে এই ধরনের অদ্ভুত কথা শোনার জন্য হ্যারী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল–'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বলছ কেন?'
কারণ একমাত্র তুমিই প্রকৃত পুরুষ। একমাত্র তুমিই আমার মনের মতো পুরুষ হতে পার। পার না?
এবারে হ্যারীর মনের বরফ গলতে শুরু করে একটু একটু করে। তবু সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে নীনার কামনার আগুনের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।
এদিকে নীনা তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে নিজের ওষ্ঠদ্বয় চেপে ধরে। চুম্বন অতি দীর্ঘায়িত হয় হ্যারীর আপত্তি সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ হ্যারীকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়জামা টপ এবং ট্রাউজার খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়াল নীনা। তারপর হ্যারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে তার জামা এবং ট্রাউজারের বোতাম খুলে ওকে নগ্ন করে ফেলল। হ্যারী বাধা দিতে গিয়েও লাভ হয়নি। নীনা তারপর হ্যারীর মুখটা ওর পাহাড়ের চূড়ার মতো একজোড়া স্তনের মাঝে চেপে ধরল আর তখনি হ্যারীর সব বাধা-আপত্তি ভেঙে রেনু রেনু হয়ে গুঁড়িয়ে গেল। হ্যারী শেষ পর্যন্ত নীনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হল। তার উষ্ণ হাতের ছোঁয়ায় নীনা বার বার শিউরে ওঠে। নীনা ধীরে ধীরে সুডৌল পা দুটো ভালো করে দুপাশে ছড়িয়ে দেয় যাতে নগ্ন শরীরে হ্যারীর হাতের ছোঁয়াটা আরও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। নীনা বুঝতে পারে হ্যারী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। নীনা ওর স্তনবৃন্তের চারপাশে অনুভব করল তার দাঁতের নিষ্পেষণ, সমস্ত শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে ছলকে ওঠে উষ্ণ রক্তস্রোত। নীনা অনুভব করল তার রক্তের স্পন্দন, হ্যারীর নগ্ন দেহটা তখন ওর নগ্ন দেহতটে প্রতিটি কূলে উপকূলে আছড়ে পড়ছিল। হ্যারীর শরীরটাকে শক্ত করে আঁকড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও অনুভব করল বিপুল শিহরণ, তারপর সবকিছু ধীরে ধীরে কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল।

হ্যারীর কেবিনে প্রবেশ করার আগে র‍্যান্ডি একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল তারপর সন্তর্পণে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো, তারপর নিচু গলায় হ্যারীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'একটু আস্তে, এইমাত্র ম্যানুয়েল বিছানায় শুতে

গেল'। তাহলে স্যুটকেসটা তোমার কেবিনে নিয়ে যাই চলো; হ্যারী স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে যায়।
র‍্যান্ডির কেবিনে মাছকাটা ছুরি দিয়ে স্যুটকেসটা খুলতেই তাদের চোখের সামনে প্রথম তাকে ভেসে উঠল মামুলি কয়েকটি জিনিস—ধূসর রঙের স্যূট, তিনটি সাদা শার্ট, চার জোড়া কালো মোজা, শেভিং সেট, টুথব্রাশ, সাবান, এক জোড়া নীল রঙের পায়জামা, চটি এবং ছটি রুমাল। দ্বিতীয় তাকে চমকে ওঠার মত দৃশ্য: ৭.৬৭ মি মি. লুগার অটোমেটিক পিস্তল, সঙ্গে বাক্সে ভরা একশোটি কার্তুজ, একশো চেস্টার ফিল্ড সিগারেট, আধ বোতল হোয়াইট হর্স হুইস্কি, পাঁচ ডলারের ছোট একটা বান্ডিল এবং একটি কালো চামড়ার ওয়ালেট।
হ্যারী ডলারের বান্ডিলটা গুনে দেখলো ২৫০ ডলার।
ওয়ালেটের ভেতর থেকে পাওয়া গেল অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড-থমাস লরী; ১০০ ডলারের একটি বিল, একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, উইলিয়াম রিকার্ডোর নামে ইস্যু করা, ঠিকানা লস এঞ্জেলসের। অবশেষে জানা গেল, মৃত লোকটি সত্যিই টাকু রিকার্ডো, কিন্তু এ সব থেকে কিই বা বোঝা যেতে পারে—র‍্যান্ডির কণ্ঠস্বরে হতাশার সুরে।
হ্যারী ভাবছিল এই স্যুটকেসটা কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যার জন্য লোকটার প্রাণ দিতে হল?
হঠাৎ স্যুটকেসের ঢাকনার ভেতরে অ্যাডহেসিভ দিয়ে আটকানো একটা প্লাস্টিকের কভারের ভেতরে একটি ভিজিটিং কার্ডের উপর চোখ পড়ল হ্যারীর। লেখা রয়েছে "দ্য ফানেল, শেলডন, এল, টি জিরো সেভেন পয়েন্ট ফরটি ফাইভ, ২৭ শে মে।"
এ যেন এক রহস্যময় সংকেত বার্তা। র‍্যান্ডির হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে হ্যারী নিজের শার্টের পকেটে চালান করে দিয়ে বলল, আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হবে এই কার্ডটা দিয়ে কোন ক্লু বার করা যায় কিনা সেটা দেখা। স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় হ্যারী। শুভ রাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ছয়

প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টার-এ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জো বেগলার ঠোঁটে সিগারেট আর হাতে কফির কাপ নিয়ে ভাবছিল আজ বিকেল তিনটের রেসে কোন ঘোড়ার পিছনে বাজী ধরবে সে, যাতে তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে যায়।

হঠাৎ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সেকেন্ড গ্রেড পুলিশ ডিটেকটিভ টম লেপস্কি, বেগলারের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে খুব উত্তেজিত লাগছে।

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল লেপস্কি, 'জো, চীফ, আছেন?' আমি আমার পদোন্নতি চাই। ডিপার্টমেন্টের সব উজবুক যখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, আমি তখন একা নিজের চেষ্টায় টাকু রিকার্ডোর গাড়ি খুঁজে পেয়েছি।

তার দিকে ঝুঁকে বেগলার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি আমাকে উজবুক বলে মনে কর, লেপস্কি?'

'না না তোমাকে বলছি না।' হঠাৎ লেপস্কি কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনল। বেগলারকে চটান ঠিক হবে না। কারণ চীফের অনুপস্থিতিতে সেই তো অ্যাক্টিং চীফ। বলল, 'চীফ যদি বাড়ি থাকে আমি বরং তাকে সামনা-সামনি কথাটা বলতে চাই। নিশ্চয়ই তিনি খবরটা আগ্রহ নিয়ে শুনবেন।'

বেগলার উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'চীফের অনুপস্থিতিতে আমিই এখন হেডকোয়ার্টারের একমাত্র চীফ। বলো, গাড়িটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

মায়ামি সেলফ-সার্ভিস স্টোরের পিছনে কারপার্কে গাড়িটা পাওয়া গেছে–'

মিনিট দশেক পরে রিপোর্ট টাইপ করে বেগলারের ডেস্কের নিয়ে এল লেপস্কি। বলল, 'জোন ড্যানি ও ব্রায়েন ব্যান্ডি সোলো এবং ডোমিনিকোর মতোই পাঁচ বছর জেল খেটেছিল। আমার মনে হয়, ওকে ধরে ধাতানি দিলেই সে মুখ খুলবে, ও নিশ্চয় জানে এখানে তিনদিন ধরে কী করছিল টেকো।'

বেগলার রিপোর্টের ওপর থেকে চোখ তুলে লেপস্কির দিকে তাকায়, তোমার কী ধারণা সোলো মিথ্যে কথা বলছে?

'নিশ্চয়ই। তবে ও ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তাই ভাবছি ওর বন্ধু ড্যানির ওপর থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করলে খবরটা নিশ্চয়ই জানা যাবে।'

বেগলার বলল, 'ঠিক আছে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।'

ইতিমধ্যে বেগলার পুলিশ চীফ টেরেলকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিল, রিকার্ডোর গাড়ি খুঁজে পাওয়া গেছে, মিয়ামি পুলিশ তদন্তের ভার নিয়েছে, গাড়ির ওপর থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

প্যারাডাইজ সিটির শহরতলীর এক এলাকার নাম মী-কুম। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। এখানেই থাকে জেল ফেরত দাগী আসামী ড্যানি ও ব্রায়েন, রোমান আমলের সোনা রূপোর টাকা জাল করে আর্ট কালেক্টারদের কাছে বিক্রি করে বেশ মোটা রকমের রেস্ত কামাত এই ড্যানি। তবে জুলিয়াস সীজারের আমলের টাকা জাল করে একবার ওয়াশিংটন মিউজিয়মে বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় সে, তার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যায়। এখন সে পুরোনো ধান্দা ছেড়ে দিয়ে রঙচঙে সীসের পুতুল তৈরি করে মেলমার দোকানে বিক্রি করে।
ড্যানি তিয়াত্তর বছরের বুড়ো, রোগাটে চেহারা, মুখে হাসি লেগেই আছে। লেপস্কির সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মিষ্টি হেসে জানতে চায় 'কেমন আছেন মি. লেপস্কি? আমি কি আপনার পদোন্নতির জন্য অভিবাদন জানাতে পারি?'
লেপস্কি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'শোন ড্যানি, তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছি। আমাদের কাছে খবর আছে টাকু রিকার্ডো এ শহরে তিনদিন কাটিয়েছে। আমি জানতে চাই এই তিনদিন সে কি করেছিল? তার সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে বলো।'
ড্যানি চোখ বড় বড় করে তাকায়। 'টাকু রিকার্ডো? না না সে এখানে আসবে কেন? তাছাড়া সে আমার কাছে আসতে যাবে কেন? প্রাক্তন ক্রিমিনালরা তাদের পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। তারা নির্জনে একা থাকতেই ভালোবাসে।'
'তাই নাকি? প্রত্যেক রবিবার রাতে যে দুটো যুবতী মেয়ে তোমাদের ফ্ল্যাটে এসে তোমার সঙ্গে ফুর্তি করে, তোমার হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করব কি?'
ড্যানি শিউরে ওঠে। লেপস্কি বুঝতে পারল তার ওষুধে কাজ হয়েছে। ড্যানি বলল, 'না না দয়া করে এমন কিছু করতে যাবেন না, বলুন কি জানতে চান? তবে একটা শর্ত, আমার মেয়ে দুটিকে রেহাই দিতে হবে।'
লেপস্কি বলে, 'বেশ, তাই হবে।'
ড্যানি বলতে শুরু করে, 'টাকু প্রথমে সোলোর কাছে গিয়েছিল পাঁচশো ডলার ধার নিতে। কিন্তু সোলো তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। তারপর সে আমার কাছে আসে। পাঁচশো ডলার দিয়ে ও একটা নৌকো নিয়ে কিউবায় যেতে চাইছিল। ও ছিল কমিউনিস্ট। কাস্ত্রোর সমর্থক। বাজারে গুজব, টাকু নাকি মারা গেছে। কিন্তু আমার কথাটা বিশ্বাস হয় না।'
তার কথাটা লেপস্কির কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হলো। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে লেপস্কি বলল, 'টাকু সব সময় পরচুলা পরে থাকত। মেয়েদের ওপর তার নজর ছিল। তার বর্তমান মেয়েমানুষ কে ছিল জানো?'
একটু ইতস্ততঃ করে ড্যানি বলে, 'তার নাম মাই ল্যাংগলি।'

ল্যাংগলির ঠিকানাও পাওয়া গেল, ১৫৫৬ বি সী ভিউ বুলেভার্ড, মীকুম। লেপস্কি ড্যানিকে সতর্ক করে দিল যেন সে এ ব্যাপারে কারোর কাছে মুখ না খোলে। তারপর ড্যানির ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

প্যারাডাইজ সিটির পুলিশ চীফ ফ্র্যাঙ্ক টেরেল হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করতেই সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারার লোক ফ্র্যাঙ্ক টেরেল, মাথার চুল বালিরঙা, শক্ত চোয়াল, স্বচ্ছ চোখের চাহনি।
বেগলারের হাতে গ্রাহকযন্ত্র। ঘরে ঢুকেই পুলিশ চীফ জানতে চাইলেন–'লেপস্কি কোথায়?' আর সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল দরজার কাছ থেকে লেপস্কির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।
ঘরে ঢুকেই ঝড়ের বেগে ডেস্কের সামনে হাজির হয়ে লেপস্কি রিপোর্ট দিল, 'চীফ, আমি একটা গরম খবর এনেছি। টাকুর পরচুলা পরার অভ্যাসের কথাটা শুনে আমি সন্দেহ করেছিলাম ওর নিশ্চয়ই কোনো মেয়েমানুষ আছে। খোঁজ নিয়ে মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের কাছ থেকে জেনেছি বৃহস্পতিবার বিকেলে টাকুর সঙ্গে ভক্স-ওয়াগান গাড়িতে চেপে কোথায় যেন চলে যায়।'
টেরেল মনোযোগ দিয়ে লেপস্কির কথা শুনলেন। তারপর বেগলারের দিকে ফিরে বললেন, 'এই মেয়েটাকে তুলে আনতে হবে, জো। মেয়েটি এক সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল, হেরোইন রাখার জন্য তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন ও এখানকার স্পেনিশ নাইট ক্লাবের হোস্টেস।'
হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল, দূরাভাষে ফ্রাঙ্কের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ফোন ধরলেন টেরেল। অপর তিনজন অফিসার কান পেতে শুনছিল ফ্র্যাঙ্ক ও টেরেলের কথোপকথন।
গ্রাহক যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে টেরেল বেগলারের দিকে ফিরে বললেন–'মাসট্যাং থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো কেউ খুব সাবধানে মুছে দিয়েছে। তবে ওতে হেটারলিং কোভের বালি পাওয়া গেছে।' বেগলার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'লাশ কবর দেওয়ার জন্য হেটারলিং কোভ খুব ভালো জায়গা।'
'ঠিক আছে জো, তুমি কিছু লোক নিয়ে ওখানে বালি খুঁড়ে, টাকুর মৃতদেহ বার করার ব্যবস্থা কর।' তারপর লেপস্কিকে টেরেল বলেন, 'শোন লেপস্কি, মাই ল্যাংগলিকে খুঁজে বার করতেই হবে। সেই সঙ্গে ওর গাড়ির নম্বরটাও জোগাড় করো।'
সেইদিন বিকাল পাঁচটার সময় বালি খুঁড়ে টাকু রিকার্ডোর লাশটা বের করল সার্জেন্ট জো-এর লোকেরা। রাত দশটার সময় পুলিশ চীফ ফ্র্যাঙ্ক টেরেল পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পড়ছিলেন, তখন তাঁর সামনে বসেছিলেন সার্জেন্ট জো এবং হোমিসাইড স্কোয়াডের ফ্রেড হেস। মাসট্যাং গাড়িতে রক্তের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তাই ধারণা করা হয় খুন করার সময় অন্য কোনো গাড়ি

হাইজ্যাক করা হয়েছিল। যাই হোক, এখন প্রয়োজন হাইওয়ের প্রতিটি বার, কাফে, পেট্রোল পাম্পে খোঁজ নেওয়া যে, সেদিন রাতে মাসট্যাং গাড়িটা কেউ দেখেছে কিনা। আর গাড়িতেই বা কে ছিল? রিকার্ডো যদি সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই ফিদেল কাস্ত্রোর হয়ে কাজ করছিল। আজকাল কিউবায় যেতে হলে প্লেন হাইজ্যাকই সবচেয়ে সহজ উপায়। অথচ এই টাকু লোকটা নৌকা ভাড়া করতে চেয়েছিল কেন? তাহলে এর থেকে বোঝা যায় মালটা নিশ্চয়ই খুব ভারি ছিল, যা প্লেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং মনে হয় এমন কোনো মাল যা কাস্ত্রোর একান্ত প্রয়োজন ছিল।'

টেরেলকে খুব চিন্তিত লাগছে। তিন চারদিনের মধ্যে কেসটার হদিশ করতে না পারলে মনে হয় সি. আই. এর হাতে তুলে দিতে হবে।

ভেরো বীচ মাল রপ্তানির জন্যে একটা ব্যস্ত বন্দর। ছোট শহর হলেও ভয়ানক কর্মব্যস্ত। সমুদ্রের ধারেই 'দ্য লবস্টার অ্যান্ড দ্য ক্র্যাব' রেস্তোরাঁ কাম হোটেল, তিনতলা বিল্ডিং, ছোট বড় স্মাগলার এবং নারীলোভী ইয়াঙ্কি ছোকরাদের আড্ডাখানা। রেস্তোরাঁর মালিক ডো ডো হ্যামারস্টেইন জাঁদরেল দশাসই চেহারার মেয়েমানুষ। ডো ডো লেপস্কিকে খুব খাতির করে, জানতে চায় কি রকম মেয়েমানুষের প্রয়োজন।

লেপস্কি তাকে ধমকে ওঠে, 'ও সব ফাজলামি রাখ।' আমি পুলিশের লোক। বুঝতেই পারছ কেন এখানে এসেছি। আমি জানতে চাই মাই ল্যাংগলি এখন কোথায়?

'বলবো, তবে তুমি আমাকে এতো বোকা ভেবোনা, আগে মালকড়ি ছাড়ো তারপর।'

লেপস্কি দশ ডলারের একটা বিল ডো ডো-র বাতাবিলেবুর মতো স্তনজোড়ার খাঁজে গুঁজে দিল। বিনিময়ে ডো ডো তেইশ নম্বর ঘরটি দেখিয়ে দিল।

ডিটেকটিভ টম লেপস্কি উদ্যত রিভলবার হাতে আচমকা তেইশ নম্বর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো।

সোনালী চুল, বুকে এক চিলতে ব্রা, নাভির নিচে ছোট একফালি প্যান্টি, বছর পঁচিশের মেয়েটি লেপস্কিকে দেখামাত্র ভয় পেয়ে ডিভানের একপাশে গুটিশুটি মেরে সরে গেল।

পুলিশি বাজখাঁই গলায় গর্জে ওঠে লেপস্কি, 'বলো টাকু, মানে টাকু রিকোর্ডো কোথায়?'

'জানি না।'

ধমকে ওঠে লেপস্কি, 'জানো না?' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে শাসায়, 'এর মধ্যে কোকেন আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে আমার চীফকে বলবো এই প্যাকেটটা তোমার ঘর থেকে পাওয়া গেছে। তারপর তোমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দেওয়া হবে।'

মেয়েটি দারুণ ভয় পেয়ে গেল, লেপস্কির সঙ্গে প্যাঁচ কষতে সাহস পেলো না। সে স্বীকার করল—'টাকু রিকোর্ডো ভেরো বীচ থেকে মাল পাচার করত কিউবায় জলপথে। কারা যেন গুলি করে মালসমেত নৌকাটা ডুবিয়ে দিয়েছিল। সোলো, ড্যানি ও ব্রায়েন কেউ তাকে বন্ধু হয়েও সাহায্য করেনি। শেষ পর্যন্ত আমাকে সে এখানে রেখে এয়ারপোর্টে যায়। ওর সাথে একটা স্যুটকেস ছিল, ঐ স্যুটকেসটা নিয়ে তার মাঝে একটা ভীতি কাজ করছিল।'

সব কথা শুনে লেপস্কির মনে হলো, একটা ক্লু বোধহয় সে খুঁজে পেয়েছে। ল্যাংগলির দিকে ফিরে এবার সে জানতে চায়—সেই স্যুটকেসটার জন্য কাকে সে ভয় পেত?

'জানি না, কাকে সে ভয় করত কিছুই বলেনি।'

লেপস্কি আপন মনে মাথা দোলায় তারপর হুকুম করে, 'চল আমার সঙ্গে তোমাকে থানায় যেতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল, আর্তনাদ করে বুকে হাত চেপে মাই ল্যাংগলি ডিভান-এর ওপর আছড়ে পড়ল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক। মুখে রুমাল বাঁধা হাতে পিস্তল। লোকটার হাতের উদ্যত পিস্তল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বেরিয়ে এসে মেয়েটির বুক ঝাঁঝরা করে দিল। রক্ত ছলকে পড়ল ডিভানে।

মুহূর্তের মধ্যে লেপস্কি তার কর্তব্য স্থির করে নেয়। মাটিতে শুয়ে পড়ে হোলস্টার থেকে রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে ল্যাংগলির আততায়ী পালিয়েছে।

নিচে একতলায় আবার গুলির আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডো ডোর করুণ আর্তনাদ ভেসে এলো। লেপস্কি তাকিয়ে দেখলো সী-বীচের জনারণ্যে লোকটি হারিয়ে গেছে।

সাত

ভোরের আলো ফোটার আগেই হ্যারী মিচেল তার কেবিন থেকে অতি সন্তর্পনে বেরিয়ে এল। হাতে টাকু রিকার্ডোর স্যুটকেস। দ্রুত পা ফেলে সী-বীচের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে হাঁটু অবধি সমুদ্রের জলে এসে দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে বাজে চারটে পঞ্চান্ন। ধীরে ধীরে গভীর জলে নেমে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্যুটকেসটা অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর কেবিনে ফিরে এল। তার প্রথম অপারেশন সফল, কেউ দেখতে পায়নি। কেবল সোলো ডোমিনিকোর ঘর থেকে আলোর ক্ষীণ একটা রেখা চুঁইয়ে পড়ছিল বাইরের দরজা পথে।
সোলোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তখনও কিছু সময় বাকি। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে গত রাত্রের কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নীনার নগ্ন দেহটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দৈহিক মিলনে যে এত সুখ, এর আগে কখনও সে পায়নি। এমনকি তার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেও নয়। নীনাই বোধ হয় প্রথম মেয়ে যে নিজের থেকে তাকে যৌন সংসর্গ করতে আহ্বান জানাল। তার মতো নীনাও যৌন সুখে গা ভাসিয়ে দিতে চায়। তার এবং নীনার চাহিদা যেন একই সূত্রে গাঁথা।
হ্যারীর বিশ্বাস, সোলো যদি একান্তই তার সঙ্গে শক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না সে। আসলে সোলো তার কাছে কোনো সমস্যাই নয়। তাছাড়া নীনার পিতা সে। মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে কেনইবা সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে যাবে। তবু জীবনটা বড় জটিল, বড় সমস্যাবহুল কথাটা ভাবতে ভাবতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে। সোলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
সোলো হাসতে হাসতে বলল 'গতকাল রাত্রে আমি তোমার কেবিনে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি তখন সেখানে ছিলে না। বলতে এসেছিলাম আজ সকালে আমার কোনো কাজ তোমাকে করতে হবে না। তুমি বরং হাই ডাইভিং বোর্ড বানাও। কিন্তু–তুমি কোন মেয়েকে বালির ওপর শুইয়ে দিয়ে–'
হ্যারীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, 'সেটা আমার ব্যাপার, এ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে সোলো।'
সোলো গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না। এখন যাচ্ছি, আবার ঠিক দশটার সময় আসবো। তৈরি থেকো।'
কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। হ্যারী ভাবে সোলো তাকে সন্দেহ করছে না তো? ঠিক সেই মুহূর্তে নীনার ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকায় হ্যারী। নীনা ওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে এক চিলতে ব্রা, হ্রস্ব নাইলনের স্বচ্ছ প্যান্টি, দুই উরুর সন্ধিস্থলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত। নীনাকে দেখে হ্যারীর

দেহের রক্ত যেন ছলকে উঠল। নীনার আহ্বান অস্বীকার করতে না পেরে পায়ে পায়ে কখন যে সে নীনার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সে খেয়াল তার ছিল না। সম্বিত ফিরে পেলো সে নীনাকে ওর দেহের ওপর থেকে পোষাকগুলো এক এক করে তার চোখের সামনে খুলে ফেলতে দেখে। নীনা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে তাকে ওর কাছে যেতে।

হ্যারীর ইচ্ছা হলো নীনার আহ্বানে সাড়া দিতে কিন্তু ভয় লাগল একটু আগে সোলোর হিংস্র চাহনির কথা মনে পড়তে। হ্যারী চোখ ফিরিয়ে নিল নীনার ওপর থেকে। তারপর কৃত্রিম অনীহা প্রকাশ করে বলল, 'আমি বরং বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি সাঁতারের পোষাক পরে বেরিয়ে এসো। সী-বীচে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

একটু পরে নীনা এসে সমুদ্রে হ্যারীর সঙ্গে যোগ দেয়। জলের তলায় হ্যারী নীনার স্তনবৃন্তে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'গতকালের মিলনের দৃশ্য তোমার বাবা দেখেছে। কথার ঝাঁঝে মনে হল ভীষণ চটে গেছে সে। অতএব–'

'তাহলে আবার কখন আমরা...'

'আগামী রবিবার তোমার সঙ্গে শেলডন দ্বীপে গেলে কেমন হয়?'

'চমৎকার আইডিয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা সেখানে যা খুশি করতে পারব। বাবার রক্তচক্ষু দেখতে হবে না। আগামী রবিবার...শেলডন দ্বীপ, তুমি আর আমি কেবল সেখানে।'

মায়ামি সেমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেন্যান্ট অ্যালান লেসিকে পুলিশের কেউ সুনজরে দেখে না। লোকটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, নিজের ভালো ছাড়া অন্যের সুখ-সুবিধা একেবারেই সহ্য করতে পারে না সে।

তাকে তার চামচা পিটার ওয়েডম্যান সহ জাগুয়ার গাড়ি থেকে নামতে দেখামাত্র টম লেপস্কি সেখান থেকে কেটে পড়তে চাইল কিন্তু পারল না। ডো-ডো এবং মাই ল্যাংগলির মৃতদেহের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে লেসি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে? কোন খবর টবর পেলে?'

লেপস্কি ঠিক করছে লেসির কাছে এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। তাই বলল, 'না কোন খবর পাইনি। টাকুকে নিয়ে জেরা করার আগেই হঠাৎ কোথা থেকে এক গানম্যান হাজির হয়ে গুলি করে বসে।'

লেসি খিঁচিয়ে ওঠে, যত সব অপদার্থের দল। ভাগো এখান থেকে। রাগে ঘৃণায় লেপস্কি তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। গাড়িতে স্টার্ট দেয়ার আগে এক ডলারের বিনিময়ে একটি বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে ল্যাংগলির এক বন্ধুর ঠিকানা সে পেয়ে গেল–'তেইশ-এ টর্টল ক্রোল, চারতলা।' লেপস্কি পিছন না ফিরে বাঁ দিকের দু' নম্বর রাস্তা দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দেয়।

চারতলায় একটা ঘরের সামনে সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখলো টম লেপস্কি। 'গোলডি

হোয়াইট। বিজনেস আওয়ার রাত আটটা থেকে এগারোটা।'
নক্ করতেই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে গোলডি হোয়াইট। বেহায়া মেয়েটা। কমলা সোয়েটার-এর নীচে ওর বেঢপ স্তনজোড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে দুলে উঠছিল, উরু দেখানোর জন্য মিনিস্কার্ট পরেছে। চোখে বিলোল কটাক্ষ হেনে গোলডি বলে, 'বিজনেসের কথা পরে হবে, তোমাকে দেখে ভীষণ ঘেমে গেছি। এসো আমাকে একটু ঠাণ্ডা করে দাও।'
সোয়েটার খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার বেঢপ স্তন দুটি ঝুলে পড়ে। লেপস্কি আর স্থির থাকতে না পেরে গোলডির বাম গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কাজের সময় এসব একেবারেই পছন্দ করে না সে। কোন ভূমিকা না করে লেপস্কি জিজ্ঞেস করল, 'টাকু রিকার্ডো সম্বন্ধে তুমি কি জানো?'
'গত ২৪শে মার্চ পাঁচশো ডলার দিয়ে জ্যাকের বোট তিন সপ্তাহের জন্য ভাড়া নেয় রিকার্ডো। তারপর আট সপ্তাহ তার কোন খোঁজ ছিল না, বোটটাও লাপাত্তা, সেই সঙ্গে বোটের দুজন ক্রু জেসি এবং হ্যানস দুজনেই নিখোঁজ। শুনেছি গত মঙ্গলবার টাকু নাকি প্যারাডাইজ সিটিতে এসেছিল, এখন সে লাশ।'
এবারে লেপস্কি সেই মটর লঞ্চের আরোহী দুজনের চেহারার বিবরণ জানতে চাইলো।
'হ্যানস লারসেন, দীর্ঘদেহী পুরুষ, ব্লন্ড, বয়স আন্দাজ পঁচিশ। আর জেসী স্মিথের চেহারা রোগাটে, পুরু ঠোঁট, ভাঙা নাক, নিগ্রো।'
লেপস্কি আরো জানতে চায়–'মাই মরার আগে বলে গেছে টাকুর নৌকোটা নাকি গুলি করে ডুবিয়ে দিয়েছে একটা দল। তারা কারা? এ ব্যাপারে জ্যাকি কিংবা অন্য কেউ হলে আমাদের হেড কোয়ার্টারে জানাতে হবে।'
গোলডির দু চোখে বিস্ময়।
'এতে অবাক হবার কিছু নেই। তুমি এবং জ্যাক যদি আমাদের খবরটা না দাও তাহলে জেনে রেখো, তোমাদের ঠিকানা হবে জেল-হাজতে।'

আট

হ্যারী ডোমিনিকো রেস্তোরাঁয় বসে বারম্যান জোর সঙ্গে কথা বলছে। সে হ্যারীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'মি. হ্যারী, যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে কেটে পড়। আমার বস্ সোলো ডোমিনিকো হিংস্র মানুষ। ওকে তুমি বক্সিং-এ নক আউট করেছিলে সেদিন, সেই পরাজয়ের শোধ ও ঠিক নেবেই। অতএব যত তাড়াতাড়ি পারো ভেগে যাও।'

জোকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যারী চোখ ফেরাতেই দেখে র‍্যান্ডি তার কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে। কেবিনে ঢোকার আগে র‍্যান্ডি তাকে ইশারায় আহ্বান করল, খবরের কাগজটা হ্যারীর দিকে এগিয়ে দিয়ে র‍্যান্ডি বলে, 'খবরের হেড লাইনটা পড়ে দেখো।'

হ্যারী দ্রুত চোখ বোলায় খবরের কাগজের ওপরঃ 'মৃত অবস্থায় লোকটাকে পাওয়া গেছে। এই লোকটাকে ১০ মে থেকে ১১ মে তারিখের মধ্যে আপনি কি দেখেছেন? মৃত লোকটি সম্ভবত ক্রিমিনাল, টাকু রিকার্ডো নামে পরিচিত। ওকে নজরে পড়ে থাকলে প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'তোমার কি মনে হয় পুলিশ আমাদের সন্দেহ করতে পারে?'

হ্যারী মাথা নাড়ে, 'ভাগ্য বিরূপ না হলে সম্ভব নয়। মনে রেখো মাসট্যাং গাড়ির খবর পুলিশ এখনো পায়নি।' ওরা দুজনেই বারের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ধীর পায়ে। হঠাৎ একটি সাদা মার্সিডিজ গাড়ি দেখতে পেয়ে পিছন থেকে র‍্যান্ডির হাত ধরে টান দিল হ্যারী।

মিসেস কারলোসের গাড়ি ওটা। গাড়িটা কারপার্কে এসে থামল। মহিলার চোখে সান গগলস। তাতে মুখটা অনেকটাই ঢাকা পড়ে আছে। চালক গাড়ি থেকে নামল। বেঁটে মোটা, পরনে বটলগ্রীন রঙের স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট। সে গাড়ির দরজা খুলে দিল। মিসেস কারলোস, গাড়ি থেকে নেমে সী-বীচের দিকে হাঁটা দিল।

র‍্যান্ডিকে বিদায় দিয়ে হ্যারীও সী-বীচের পথে পা বাড়ালো।

নীনা রোদ পোহাচ্ছিল সী-বীচে, আড়চোখে হ্যারীর দিকে তাকাল, হ্যারী কিন্তু ফিরে তাকায় না।

সী-বীচের উপর সান-আম্ব্রেলার নিচে মিসেস কারলোস একা, হাত নেড়ে আহ্বান জানায় হ্যারীকে। হ্যারী আড়চোখে এবার খুব কাছ থেকে মিসেস কারলোসকে দেখছে। সেই চোখ, সেই মুখ, স্কার্ফের আড়ালে লুকিয়ে সেদিন রাতে মাসট্যাং গাড়িটা ড্রাইভ করছিল মিসেস কারলোস।

কিন্তু একটা ব্যাপার সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না, মিসেস কারলোসের মতো সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা কেন টাকু রিকার্ডোর মতো একজন পেশাদার স্মাগলারের পাল্লায় পড়তে গেল?
মিসেস কারলোস আগামীকাল সন্ধ্যায় হ্যারীকে তার বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ জানালো। হ্যারী জানিয়ে দিল ঐ সময় অন্য একজনের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।
মিসেস কারলোস বলল, 'আমার স্বামী বাড়িতে নেই। আমার সঙ্গে গেলে তুমি তিনশ ডলার নগদ পাবে। এত টাকা কোন মেয়ে তোমাকে দিতে পারবে না। তাছাড়া আমার মতো এমন এক সুন্দরী যুবতীর দেহ উপভোগ করতে পারবে। সেটাও কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়। '
'রাস্তায় অনেক কুকুর সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে আপনার মনের মতো কোন সঙ্গী খুঁজে নিন মিসেস কারলোস। আমি দুঃখিত, আমি কুকুর নই।'
হন হন করে সমুদ্রের দিকে হেঁটে যায় হ্যারী।

পুলিশ চীফ টেরেলের অফিস ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল টম লেপস্কি। এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল তখন সেখানে। অনেকক্ষণ পর টেরেল জানালেন লেফটেন্যান্ট লেসী তার নামে অভিযোগ করে রিপোর্ট করেছেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে লেপস্কি তাদের সীমানায় ঢুকে অনধিকার চর্চা করেছে এবং তাঁর সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করেনি।
লেপস্কিও টেরেলকে জানায়, লেফটেন্যান্ট লেসীর অনুমতি নেওয়ার সময় ছিল না, নিতে গেলে পাখী উড়ে যেত। তাছাড়া লেসী পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে অপদার্থ বলে গালাগালি করাতে বাধ্য হয়ে ওনার সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
এবারে টেরেল একটু নরম হলেন। তারপর রিকার্ডোর খুনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। গোলডি হোয়াইট খবর দিয়েছে, রিকার্ডো নাকি ২৪ মার্চ জ্যাকি টমাসের মোটর লঞ্চ তিন সপ্তাহের জন্য ভাড়া নেয়, কিন্তু সেই লঞ্চ এবং দুজন ক্রু সমেত বেপাত্তা। মরার আগে ল্যাংগলি বলে গেছে, লঞ্চটা কেউ গুলি করে ডুবিয়ে দেয়। দু'মাস পরে টাকু আবার ভেরো বীচে ফিরে এসে সোলোর কাছে মোটর বোট ভাড়া নিতে চায়, কিন্তু সোলো তাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর সে একটা মাসট্যাং গাড়ি ভাড়া করে উধাও হয়ে যায়। দুদিন পরে মাসট্যাং গাড়ি এবং টাকুর লাশও পাওয়া যায়। এখন কথা হলো কে তাকে খুন করতে পারে? আর তার কারণই বা কি? সেই সঙ্গে জানতে হবে কি ধরনের মাল কিউবা থেকে স্মাগল করে আনত। আরও জানতে হবে, তার খুনের সঙ্গে কিউবা সরকারের কোন যোগসাজশ রয়েছে কিনা? এই সব কথা ভেবে কেসটা সি. আই. এ-র হাতে তুলে দেওয়াই ভালো। মনে হয় ওরা দ্রুত কাজ সারতে পারবে।
হঠাৎ ম্যাক্স জ্যাকবি টেরেলের অফিস ঘরে এসে প্রবেশ করে হন্তদন্ত হয়ে, 'স্যার,

এই মাত্র রেটমিক ফোন করে জানাল, টাকুর নিখোঁজ হওয়ার দিন ১নং হাইওয়ের উপর একটি মাসট্যাং গাড়িতে দুজন আরোহীকে দেখা গেছে।
বেগলারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে টেরেল বললেন, 'ঠিক আছে ম্যাক্স, রেটমিককে এখুনি এখানে চলে আসতে বলো।'
মাথায় লাল চুলওয়ালা থার্ড গ্রেড পুলিশ ডিটেকটিভ রেড রেটমিক রিপোর্ট দিচ্ছিল, আর সার্জেন্ট জো বেগলার সেই রিপোর্ট লিখে নিচ্ছিল দ্রুত হাতে। ঘটনার বিবরণ ছিল এই রকম 'গত বৃহস্পতিবার রাতে হাইওয়ের উপরে মাসট্যাং চালাচ্ছিল দুটি লোক। গাড়ির পেছনে ছিল একটা ক্যারাভ্যান। সেই গাড়িটা জ্যাকসনের কাফেতে থামে। লোক দুজন সেই কাফেতে কফি খেতে ঢোকে–'
জোর দিকে ফিরে টেরেল বললেন, 'আর হ্যাঁ ক্যারাভ্যানটা তুমি তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করো।'

সোলো ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁ। ডিটেকটিভ টম লেপস্কির যুবতী স্ত্রী ক্যারল লেপস্কি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করা মাত্র দারুণ একটা সাড়া পড়ে গেল বহিরাগত খদ্দের এবং রেস্তোরাঁর কর্মচারীদের মধ্যে।
টম লেপস্কির মেজাজ খিঁচড়ে আছে। টাকু রিকার্ডোর ভাড়া করা মোটরবোটের দু'জন ক্রু, টাকুর গার্লফ্রেন্ড ল্যাংগলি, ডো-ডো সবাই আজ মৃত, খুন হয়েছে, অথচ এখনো পর্যন্ত খুনের কোনো কিনারা হয়নি। স্বভাবতই তার মনটা বিক্ষিপ্ত। শনিবারের ভিড় সামলাতে হ্যারী মিচেলও রেস্তোরাঁর কাজে লেগে পড়েছিল। তার হাতে ড্রিঙ্কসের ট্রে।
লেপস্কি তাদের খাবারের ফরমাস দেয়। একটু পরেই খাবার আসে। খাওয়া শেষ করে বাথরুমে যাবার নাম করে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে টম। ক্যারল তখন হাঁসের ক্যাসারোল খাচ্ছিল তারিয়ে তারিয়ে। ইন্টারকম টেলিফোন মারফত ম্যানুয়েলকে সাবধান করে দেয় সোলো ডোমিনিকো, ডিটেকটিভ টম লেপস্কি রাউন্ডে বেরিয়েছে। সেই সময় রেস্তোরাঁর সামনে একটা সাদা গাড়ি এসে থামল, মিসেস কারলোস পিছনের সিটে বসে আছে। গাড়ির ড্রাইভারকে দেখে চেনা চেনা লাগছিল লেপস্কির। মনে হচ্ছিল লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে সে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরি! এই লোকটাই তো মাই লাংগলির খুনি। তাকেই সে খুন করতে দেখেছে। কথাটা মনে পড়তেই জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় লেপস্কি। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে পিস্তল সঙ্গে আনতে দেয়নি। অথচ পুলিশের সার্ভিস রেগুলেশন মাফিক গোয়েন্দারা যেখানেই যাক না কেন সার্ভিস পিস্তল তাদের সঙ্গে রাখতেই হবে।
বিনা অস্ত্রে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবেও লেপস্কি কার পার্কের দিকে এগিয়ে যায়। লোকটার সামনে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করে জানল তার নাম 'ফারন্যান্দো

কর্টেজ’ মিসেস কারলোসের ড্রাইভার।
‘ঠিক আছে কর্টেজ। মাথার ওপর হাত তুলে পিস্তলটা আমাকে দিয়ে দাও।’
কর্টেজের মুখে হিংস্র হাসি, হাতে উদ্যত ওয়ালথার সেভেন পয়েন্ট সিক্সটিফাইভ পিস্তল। এই পিস্তলের গুলিতেই মাই ল্যাংগলির বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে টম লেপস্কি, পুলিশের সব কেরামতি এখন শেষ।
হঠাৎ ফারন্যান্দোর হাতের জোরাল এক ঘুষি লেপস্কির মাথায় এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখে সরষে ফুল দেখলো।

নয়

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁয় ওয়েটারদের দলপতি ম্যানুয়েল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল ক্যারলের টেবিলের সামনে। 'মিসেস লেপস্কি, আপনার স্বামী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একটু বেশিই গিলে ফেলেছেন বোধহয়। তবে চিন্তা করবেন না। হ্যারী সঙ্গে যাবে আপনাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।'

ওয়াইল্ডক্যাট গাড়ির পিছনের সীটে ক্যারলের স্বামী টম লেপস্কি তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ক্যারল তার দিকে ঘৃণা ভরে তাকিয়ে শব্দ করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে চালকের আসনে বসল। স্টার্ট দিল গাড়ি। পিছন পিছন সোলোর এস্টেট গাড়ি চালিয়ে চলেছে হ্যারী মিচেল।

এক সময় লেপস্কির ফ্ল্যাটের সামনে দুটো গাড়িই এসে থামে। হ্যারী তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লেপস্কির ঘুমন্ত শরীরটাকে তুলে নিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যায়। একটু পরেই সে বসার ঘরে ফিরে আসে।

হ্যারীকে দেখে ক্যারল ভাবে, কি সুন্দর লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ। ওকে আজ আমার বিছানার সঙ্গী করলে কেমন হয়। ক্যারল নিজের মনে ভাবতে থাকে, একটু পরেই হ্যারী আমার গা থেকে পোষাক ব্রা, প্যান্টি সব কিছু টেনে খুলে ফেলবে, তার পরেই ও আমার দেহটা খুশীমতো ব্যবহার করবে। আমি সেই উত্তেজনায় আনন্দে চিৎকার করে উঠব।

হ্যারী চলে যেতে চাইলে মিসেস লেপস্কি তাকে বাধা দেয়, বলে–'আজ রাতটা তুমি আমার কাছে থাক, উপভোগ কর, আমাকে গ্রহণ কর।' একথা বলে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, স্কার্টটা কোমরের ওপর তুলে ধরে পা দুটো ফাঁক করে দিল হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

হ্যারী ওর প্রায়-নগ্ন দেহের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে। ক্যারল বুঝতে পারে না, সে তখন হ্যারীর স্পর্শের অপেক্ষায় ছিল। একটু পরে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল হ্যারী চলে যাচ্ছে। তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পরদিন ভোর পাঁচটা। র‍্যান্ডির সঙ্গে কফি খাচ্ছিল হ্যারী। বলে, 'র‍্যান্ডি, আমার ধারণা ডিটেকটিভ টম লেপস্কি গতকাল মদ খেয়ে বেহুশ হয়নি। সোলো পেছন থেকে ওকে ঘুষি মেরেছে, তারপর ওর পোষাকে মদ ঢেলে বোঝাতে চেয়েছে লেপস্কি মাতাল হয়ে গেছে। যাইহোক লেপস্কির জ্ঞান ফিরলে পুলিশ চীফ টেরেলের কাছে রাতের সব ঘটনা খুলে বলবে। তারপর ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁ ঘিরে ফেলবে পুলিশ। তাই বলছি পুলিশ এসে পড়ার আগে এখান থেকে কেটে পড়ো। তোমার সঙ্গে আমিও নীনাকে সঙ্গে নিয়ে শেলডন দ্বীপে চলে যাবো। সেখানে গিয়ে আমরা মনের সুখে সাঁতার কাটবো। নীনাও আমাকে একান্ত নিবিড়

করে পেতে চায়। সেই ভিয়েতনামের যুদ্ধের পর অনেকদিন মেয়েদের শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিনি।'

'কিন্তু আমি যে নীনার চোখে তোমার সর্বনাশ দেখেছি হ্যারী। এ সব ঝামেলায় 'তুমি নিজেকে জড়াতে যেও না।'

'কিন্তু আমি যাবই। তুমি এখন এখান থেকে যেতে পার।'

মুখ গোমড়া করে র‍্যান্ডি কেবিনে ফিরে যায়। হ্যারী ঘড়ির দিকে তাকায়। খাবার সময় হলো। রিকার্ডোর অটোমেটিক পিস্তল এবং কার্তুজের বাক্সটা ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। দ্রুত সী-বীচ ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল হ্যারী মিচেল। বোট হাউসে অপেক্ষা করছিল নীনা ডোমিনিকো। চারপাশে পাম গাছ, ঝোপঝাড়। ওর পরনে ছোট বিকিনি।

হ্যারী মোটরবোটে ওঠামাত্র চব্বিশ ফুট লম্বা সোলোর মোটরবোট সমুদ্রের বুকে জল কেটে চলতে শুরু করল।

পোর্ট হোলে পর্দা খাটানো। কেবিনটা বন্ধ দেখে হ্যারী জিজ্ঞেস করে নীনাকে, 'ওটা বন্ধ কেন?'

'ওখানে ড্যাডির মালপত্র থাকে। ড্যাডির হুকুম ছাড়া কেউ কেবিন ব্যবহার করতে পারবে না। তবে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

হ্যারীর মাথায় এখন শেলডন দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের ফানেলের চিন্তা ভনভন করছে। সে নীনার কাছে জানতে চায় ফানেল জিনিসটা কী?

নীনা বলে, 'সমুদ্রের নিচে পাথরের খাঁজের ভিতরে চোঙার মতো একটা প্যাসেজ আছে। তিনমাস অন্তর সমুদ্রে ভাটা পড়লে শেলডন দ্বীপের তীরবর্তী সমুদ্রের জল অনেক নীচে চলে যায়। তখন ঐ চোঙা দিয়ে সমুদ্রের নীচে একটা গুহার ভিতরে ঢোকা যায়। আমাদের লকারে দুটো অ্যাকোয়ালাং আছে, আমরা জলের নীচে সাঁতার কেটে ওখানে যেতে পারবো।'

'দ্য ফানেল। শেলডন, এল টি জিরো। সেভেন পয়েন্ট ফরটিফাইভ, ২৭ শে মে...' টাকু রিকার্ডোর স্যুটকেসের লাইনিং-এর নীচে লুকিয়ে রাখা কার্ডের ওপর লেখা কথাগুলো মনে আছে হ্যারীর। নীনা বলেছে, লকারের ভেতরে দুটো অ্যাকোয়ালাং, নাইলনের দড়ি এবং একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে। সেই স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আড়ালে অ্যান্টিড্যাজল ড্রাইভিং গগলস, সুতির কালো শার্ট, সাদা স্কার্ফ...চোখে পড়তেই চমকে ওঠে হ্যারী। কে, কে এই মেয়েটি, মাসট্যাং গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল যে মেয়েটি, কে, কে সে? হ্যারীর আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, সেই মেয়ে মিসেস কারলোস নয়, সেই মেয়ে হলো নীনা ডোমিনিকো এবং গাড়ির পিছনের ক্যারাভ্যানে ছিল স্মাগলার টাকু রিকার্ডোর লাশ।

ততক্ষণে ওরা পাথর ও প্রবালের একটা এবড়ো খেবড়ো দ্বীপে এসে পৌঁছে গেছে, যার নাম শেলডন দ্বীপ।

নীনা বলল, 'এবারে আমরা নামবো। তারপর জলের নীচে পাথুরে ফানেলের

ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে সেই গুহায় ঢুকবো।' নীনার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি দেখে চমকে উঠল হ্যারী। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো জো-র কথা, *সামনে তোমার মহাবিপদ।* হ্যারী অন্যমনস্ক হয়ে যায়।
হ্যারী তার ব্যাগটা হাতে তুলে নেয়। টাকু রিকার্ডোর অটোমেটিক রিভলবারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর নীনার পেছন পেছন পাথুরে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলে। ওরা চলে যাওয়ার পর মোটরবোটের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বোটের ডেকের ওপর দাঁড়াল মিসেস কারলোসের ড্রাইভার ফারন্যান্দো কর্টেজ। তার হাতে উদ্যত পয়েন্ট টোয়েন্টি টার্গেট রাইফেল।

সকাল হতেই টম লেপস্কির ঘুম ভেঙে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে ক্যারল। লেপস্কি বলে, 'ওরা আমার মাথায় ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে সারা গায়ে হুইস্কি ঢেলে দিয়েছে। আমি জানি এসব সোলোর কাজ।' আর দেরী না করে সে পোষাক বদল করে গাড়ি নিয়ে প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে ছুটল।
লেপস্কিকে দেখে পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সার্জেন্ট জো বেগলার উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায় তার মাথা ব্যথা কমেছে কিনা। সে সঙ্গে খবর দিল কর্টেজকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হচ্ছে।
ইতিমধ্যে জ্যাকবি এসে জানায় ওয়াশিংটন থেকে হ্যারী মিচেলের ব্যাপারে টেলেক্স এসেছে–হ্যারী ১৯৬৭-র ১২ই মার্চ ভিয়েতনামে গিয়েছিল এবং ২এপ্রিল যুদ্ধে মারা যায়।
হ্যারী মিচেল মারা গেছে? তাহলে ঐ লোকটা কে? জ্যাকবির দিকে ফিরে বেগলার অবিশ্বাসের সুরে বলে 'ওয়াশিংটনে আবার মেসেজ পাঠাও। তাদের বলো সঠিক খবর দেওয়ার জন্য।'
সোলোর রেস্তোরাঁ ঘেরাও করার জন্য বেরোতে যাবে সার্জেন্ট বেগলার, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে এসে ঢুকল র‍্যান্ডি।
সার্জেন্ট জানতে চাইলো কি ব্যাপার? র‍্যান্ডি বলল, হ্যারী মিচেল তার বন্ধু, তার জীবন বিপন্ন। যে ভাবেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে। হ্যারীর সঙ্গে তার কীভাবে আলাপ হলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সে সবশেষে বলে 'রিকার্ডোর স্যুটকেসের লাইনিং-এর আড়ালে একটা কার্ড পাওয়া যায়। সেই কার্ডের ওপরে লেখা ছিল, দ্য ফানেল। শেলডন, এল. টি. জিরো। সেভেন পয়েন্ট ফর্টিফাইভ, ২৭ শে মে–'
একটু পরে টেলেক্স মেশিন থেকে খট খটা-খট শব্দ ভেসে এলো। ম্যাক্স জ্যাকবি টেলেক্স মেসেজটা বেগলারের হাতে তুলে দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১৯৬৭-র ১২ই মার্চ হ্যারী নিখোঁজ হয়, কিন্তু পরে ১৯৬৭-র ২রা এপ্রিল তাকে আবার খুঁজে পাওয়া যায় জীবিত অবস্থায়। তার মানে হ্যারী মিচেল বেঁচে আছে। বেগলার বড় বড় চোখ করে তাকায় লেপস্কির দিকে।

র‍্যান্ডির দিকে ফিরে বেগলার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি নিশ্চিত নীনা ডোমিনিকো আর হ্যারী মিচেল শেলডন দ্বীপে গেছে?'
'হ্যাঁ। রিকার্ডোর স্যুটকেসের লাইনিং-এর আড়াল থেকে পাওয়া কার্ডটা হ্যারীর মনে দারুণ কৌতূহল সৃষ্টি করে। ওর ধারণা, টাকু নিশ্চয়ই কোন মাল হাইজ্যাক করে নিয়ে পালাচ্ছিল এবং সেই মাল ঐ দ্বীপেই লুকোনো আছে।'
'ঠিক আছে র‍্যান্ডি, তোমার সঙ্গে পরে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করবো। জ্যাকবির দিকে ফিরে বলে, 'একে আপাতত লক্ আপে পুরে রাখো। আর শোন, চীফকে খবর দিয়ে বলো, আমরা এখন সোলোর রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি।'

হ্যারী মিচেল এবং নীনা ডোমিনিকো, ওদের মুখে মুখোশ, পিঠে অ্যাকোয়ালাং, পরনে সুইমিং কস্টিউম, দুজনের কোমরের বেল্ট নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। অন্ধকারে জলস্রোতে প্রাণপণে সাঁতার কাঁটছিল হ্যারী। প্রায় দুশো ফুট সাঁতার কাটার পর সে অনুভব করল স্রোতের টান সেখানে একটু কম। তার নজরে পড়লো পাথরের আড়ালে একটা গুহা। দেওয়ালে ফসফরাসের নীল আলো।
হঠাৎ ডানদিকে নজর পড়তেই বড় বড় চোখ করে তাকায় হ্যারী। লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট ভারী একটা জিনিস। হ্যারীর অনুমান ঠিক, একটা মোটরলঞ্চ। লেখা আছে গ্লোরিয়া ২, ভেরো বীচ। রিকার্ডোর ডুবন্ত মোটরলঞ্চের কথা মনে পড়তেই দ্রুত ডান দিকে মোড় নেয় হ্যারী। নীনা তাকে অনুসরণ করে। কাছে গিয়ে হ্যারী দেখে পোর্টহোলের কাঁচ ভাঙা, লঞ্চের গায়ে সারি সারি বুলেটের গর্ত, ডেকে, ককপিটে শুকনো জমাট বাঁধা রক্তের কালচে দাগ।
নীনার দিকে তাকায় হ্যারী, 'আচ্ছা নীনা, রক্ত দেখে তুমি তো মোটেই ভয় পাও না, তাই না?'
'তার মানে কি বলতে চাও তুমি?'
হ্যারী বলে, 'সোলো আর ফারন্যান্দো কর্টেজ যখন টাকু রিকার্ডোর পা টা আগুনের উপর ঠেসে ধরে তার মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছিল, তুমি তো তখন সেখানেই ছিলে। তারপর টাকু হার্টফেল করে মারা যাওয়ার পর তুমিই তো তার লাশ মাসট্যাং গাড়ির পেছনে ক্যারাভ্যানে তুলে হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলে।'
নীনার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। 'ও সব তোমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয় হ্যারী।'
'হ্যাঁ, আমার মাথা ঘামানোর বিষয় হতো না যদি না তুমি প্ল্যান করে আমাকে তোমার সঙ্গে টাকুর ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে। তাছাড়া সোলো এবং তুমি ষড়যন্ত্র করে টাকুর মৃত্যুর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছ। আমাকে দিয়ে এই শেলডন দ্বীপ থেকে টাকুর স্মাগলিং-এর মাল উদ্ধার করতে চেয়েছ। তোমরা জানতে একমাত্র আমি ছাড়া এই অভিশপ্ত গুহায় আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিনের সেই মাসট্যাং গাড়ির ড্রাইভার যে

তুমিই ছিলে, তোমার লকারে অ্যান্টিড্যাজল গগলস এবং পোষাক দেখেই আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম। এ কয়েকদিন তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

'আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি, হ্যারী।'

হ্যারী নীনার কথায় কান না দিয়ে দ্রুত হাতে রিকার্ডোর মোটরলঞ্চের দরজা ভেঙে ফেলে। কেবিনের ভেতরে একটা বার্থে চারটি কাঠের সাজানো বাক্স। নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। হ্যারী তার কোমর থেকে ছুরি বার করে বাক্সের দড়ি কাটতে যাচ্ছিল, নীনা বাধা দেয়। হ্যারী জানতে চায়, ঐ বাক্সগুলোয় কি আছে?

'ডলার। অনেক ডলার, হাজার লক্ষ কোটি ডলার। এবার চল এখান থেকে ফেরা যাক।'

'এখন নয়, আর একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই।' নীনার দিকে এগিয়ে গিয়ে হ্যারী বলে, 'কেবিনের ভেতরে আমাদের সঙ্গে সহযাত্রী কে ছিল? সোলো না কর্টেজ?

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁয় বসে সোলোর সঙ্গে কথা বলছিল সার্জেন্ট বেগলার এবং টম লেপস্কি। সোলো স্বীকার করল, কোন রকম খোঁজ খবর না নিয়েই হ্যারীকে সে তার হোটেলের লাইফ গার্ডের চাকরীটা দিয়েছিল।

'সোলো, তোমার মেয়ে নীনা, হ্যারী মিচেলের সঙ্গে শেলডন দ্বীপে গেছে। লেপস্কি তাকে ভয় দেখায় 'তোমার মেয়ে তার ট্র্যাপে পড়েছে।'

সোলো আপত্তি করে, 'না, তা হতে পারে না। হ্যারী তার কেবিনেই আছে আর আমার মেয়ে নীনা অবশ্য একা সেখানে গেলেও যেতে পারে, কেননা ও প্রায়ই একা ওখানে যায়।'

লেপস্কি পকেট থেকে ওয়াশিংটনের প্রথম টেলেক্স মেসেজটা বার করে সোলোর হাতে দিয়ে বলে, 'খবরটা পড়ে দেখ ।'

সোলো টেলেক্স মেসেজে চোখ বুলিয়ে চমকে ওঠে, 'হ্যারী মিচেল মারা গেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধে। তাহলে ঐ লোকটা কে মি. লেপস্কি?'

'ডেভ ডোনাহর নাম শুনেছ তুমি, সোলো?' লেপস্কি জিজ্ঞেস করে, 'সেক্স-কীলার ডেভ ডোনাহ। ধর্ষণ ও হত্যাকারী ডেভ তিন সপ্তাহ আগে শেরউইনের অপরাধীদের পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে। বয়স তিরিশ, লম্বাচওড়া, স্বর্ণ কেশ, নীল চোখ, ভাঙানাক, পেশাদার বক্সার এবং অলিম্পিক ব্রোঞ্জ মেডালিস্ট সাঁতারু। হ্যারী মিচেলের চেহারার সঙ্গে তার দারুণ মিল আছে। সেক্স ম্যানিয়াক ডেভ প্রথমে মেয়েদের উপভোগ করে তারপর তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। ইতিমধ্যে সে তিনটি যুবতী মেয়েকে খুন করেছে।'

ভয়ে আঁতকে ওঠে সোলো। তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'মি. লেপস্কি আমার মেয়ে নির্দোষ।' ভয়ে তার শরীর কাঁপতে থাকে।

লেপস্কি তাকে বাগে পেয়ে বলে, 'ঠিক আছে সোলো, তোমার মেয়েকে আমরা

বাঁচাতে পারি, তবে একটা শর্তে, তার আগে রিকার্ডোর ব্যাপারে তোমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে।'

'বেশ বলবো, তবে সে বিরাট ইতিহাস। শেলডন দ্বীপে যাবার সময় মোটরলঞ্চে বসেই বলবো।'

সোলোর মোটরলঞ্চের কেবিনে বসে সোলো বলতে শুরু করে, 'মি. কারলোসের প্ল্যান ছিল হাভানা থেকে দামী চুরুট এখানে স্মাগল করে নিয়ে এসে চড়া দামে বিক্রি করা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী রিকার্ডোর সঙ্গে তার চুক্তি হয়। তিন কোটি ডলার সে টাকুর হাতে তুলে দেয় হাভানা চুরুট কেনার জন্য। তাদের সেই গোপন চুক্তির কথা মিসেস কারলোসের ড্রাইভার কর্টেজ আড়াল থেকে শুনে ফেলে। আমার কাছে সে মোটরলঞ্চ ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। আমি কমিউনিস্ট নই। তাই জাতীয় স্বার্থে কর্টেজ এবং আমি প্ল্যান করি কিউবাগামী টাকুর ভাড়া করা মোটরলঞ্চ হাইজ্যাক করে পরে আমাদের সরকারের হাতে তিন কোটি ডলার তুলে দেবো। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্টেজ টাকুর মোটরলঞ্চের ওপর হামলা চালিয়ে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু লঞ্চটিকে ঠিক কোন জায়গায় টাকু নিয়ে গিয়েছিল আমরা জানি না। তাই টাকু ফিরে এলে খবরটা জানার জন্য আমরা তার উপর অত্যাচার চালাই। বিশ্বাস করুন মি. লেপস্কি আমরা তাকে খুন করতে চাইনি। আসলে ও হার্টফেল করে মারা যায়।'

'হার্ট অ্যাটাক হবার আগে সে কি স্বীকার করেছিল মোটর লঞ্চটা ঠিক কোথায় ডুবেছিল?'

'নিশ্চয়ই, দু'জন ক্রুর মৃত্যুর পর টাকু নিজে মোটরলঞ্চটা চালিয়ে নিয়ে যায় শেলডন দ্বীপের কাছে। তারপর ফানেলের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে পাথরের গুহার মধ্যে ডলারের বাক্সগুলো সাবধানে রেখে আসে সে। কারলোস জানত, আগামী ২৭ মে আবার শেলডন দ্বীপের সমুদ্রে ভাটা পড়বে। সে আর একটা মোটর লঞ্চ ভাড়া করে টাকাগুলো উদ্ধার করার জন্য বলে।'

'তারপর?'

'আমার তখন একজন ভালো সাঁতারুর দরকার ছিল, তাই র‍্যান্ডি রোচ হ্যারী মিচেলের চাকরীর জন্য সুপারিশ করতেই আমি রাজী হয়ে যাই। সেই সঙ্গে হ্যারীকে টাকুর খুনের সঙ্গে জড়ানোর প্ল্যান করে ফেলি।'

এই পর্যন্ত বলে সে থামল, লেপস্কি দ্রুত তার জবানবন্দী লেখার প্রতিটি পাতায় তাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয় এবং নিজেও সই করে। এবারে সে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় টেলেক্স মেসেজটা সোলোকে দেখাল।

সোলো বিস্ময়ে চমকে উঠে বলে, 'তার মানে হ্যারী এখনও বেঁচে আছে? কেন আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বললেন?'

লেপস্কির ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। 'হ্যাঁ বেঁচে আছে বৈকি। গতকাল রাত্রে তুমি আমার মাথায় ঘুসি মেরেছিলে, মনে আছে সোলো? এটা হলো তার প্রতিশোধ।'

হ্যারী এবং নীনা জলের নীচে সাঁতার কেটে ডলার ভর্তি চারটে কাঠের বাক্স জলের ওপর ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বার বার তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে, ওদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে ফারন্যান্দো।

একটু পরে এক এক করে সমুদ্রের জলে চারটে বাক্সই ভেসে উঠল। কিন্তু হ্যারী মিচেলকে দেখা গেল না। হঠাৎ কর্টেজের মনে পড়ে গেল, মিচেলের সঙ্গে অ্যাকোয়ালাং আছে। সমুদ্র বুকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যর্থ হলো না। জলের উপর মুখোশ পরা একটা মানুষের মুখ উঁকি দিতেই কর্টেজের হাতের রাইফেল গর্জে উঠল মুহূর্তে।

'আ-আ-আ-' মেয়েলি গলার তীব্র আর্তনাদে সামুদ্রিক পাখিগুলো ডানা মেলে এদিক ওদিক উড়তে লাগল।

ওদিকে তখন নীনা ডোমিনিকোর মুখোশ থেকে রক্ত ছলকে উঠছে, সমুদ্রের জল লাল বর্ণ হতে শুরু করেছে। ওর স্পন্দনহীন দেহটা সমুদ্রে ভাসতে থাকে।

কর্টেজের চোখে উদ্বেগের ছায়া কাঁপতে থাকে। হ্যারী কোথায়?

'হ্যান্ডস আপ।' পেছন ফিরে তাকিয়ে কর্টেজ দেখে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে টম লেপস্কি আর সার্জেন্ট জো বেগলার। ওদের দুজনের হাতেই পিস্তল।

একটু পরেই মোটর বোটের ইঞ্জিনের স্টার্ট হবার শব্দ ভেসে আসে বাতাসে। লেপস্কি চিৎকার করে ওঠে। 'সোলোর বোট নিয়ে হ্যারী মিচেল পালিয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরো।'

জো কোন গা না করেই বলে 'টম, হ্যারী তো কোনো অন্যায় করেনি, কাউকে সে খুনও করেনি। শুধু শুধু ওকে ধরে লাভ কি?'

হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ফল ব্যবসায়ী ডেভ হার্ফনেসের নীল শেভ্রলে গাড়িটা। দয়া করে সে হ্যারীকে লিফট্ দিয়েছে। হার্ফনেসের কাছে হ্যারী শুনেছে, ইয়েলো একরসের টোনি মোরেলির রেস্তোরাঁটা হিপ্পিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল হাইওয়ের ওপরে হিপ্পি আর হিপ্পিনীদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। টোনি খুন হয়েছে তাদের হাতে, আর ওর মেয়ে গ্লোরিয়া সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। দিনকাল খুবই খারাপ।

হেডলাইটের আলোয় সারি সারি হিপ্পি আর হিপ্পিনীদের প্রায় নগ্ন শরীর ভেসে উঠল হ্যারীর চোখের সামনে। তুষার যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, এবার আসছে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের যুগ।

হ্যারী যেন ভিয়েতনামের এক অরণ্য থেকে ফিরে এসে শহর নিউইয়র্কের বিভীষিকাময় আর এক অরণ্যে প্রবেশ করতে চলেছে।



মেক দ্য করপস ওয়াক

এক

গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত। সময় এগারোটার কিছু বেশি। একটা কালো, ক্রোমিয়াম রংয়ের রোলস রয়েস ক্লার্জেস স্ট্রিট থেকে কার্জন স্ট্রিটে এগিয়ে গিয়ে শেফার্ড মার্কেটের সরু পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

খেঁকশিয়ালের চামড়ার কোট পরা দুটি যুবতী মেয়ে আবছা আলোছায়ার ভেতর ঘোরাঘুরি করছিল। তারা উৎসুক চোখে রোলস রয়েসটাকে দেখতে লাগল।

গোটা কার্জন স্ট্রিট জনমানবশূন্য ওই দুটি যুবতী নারী এবং রোলস রয়েসটা ছাড়া। লন্ডনের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তাগুলোতে কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করা যায়। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, মনে হচ্ছে আমাদের চাইছে, তাই না?

স্বর্ণকেশী মেয়েটি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসল। তার ছোট্ট টুপির নীচে ঝুলে থাকা কোঁকড়ান চুলে হাত ঢুকিয়ে আনমনে বলল, আমরা রোলস রয়েসের শ্রেণীভুক্ত নই, পেয়ারী।

শোফার ওদের দিকে এগিয়ে এল।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, কি ব্যাপার? শোফারের চেহারা দেখে বুঝতে পারল নেহাতই কাঁচা বয়স। কিন্তু বয়স কম হলেও শোফারটির চাউনি এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে দারুণ এক ঋজুতা ছিল।

শোফারটি এদের দেখেই বুঝতে পারল এরা কারা। মুখে বিরক্তির একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করল।

–গিল্ডেড লিলি ক্লাবটা কোথায় বলতে পারবে? একটু ইতস্তত: করে নরম গলায় সে প্রশ্নটা করল।

–হা ঈশ্বর! মেয়েটি হতাশা আর রাগে বলল। আমার সময় নষ্ট না করে কোন পুলিসকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না। আমি ভেবেছিলাম আমাকে তোমার দরকার। তার ঠাণ্ডা চোখে ঘৃণা ঠিকরে এলো।–এখানে কোন পুলিস নেই জিজ্ঞেস করার মত। তাছাড়া তোমরাও তো এমন ব্যস্ত নও।

শোফারটি সরু মুখটা সিঁটকাল,–জানো না বললেই হয়। আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি।

তাই করো গিয়ে। মেয়েটি ফিরে গেল।

স্বর্ণকেশী বলল, আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি জানি।

শোফারটি অধৈর্যের সঙ্গে বলল, কোথায়?

স্বর্ণকেশী তার বন্ধুর মতো মুখ টিপে হাসল। ওটা শুধুমাত্র সদস্যদের জন্যে। খুব কড়া নিয়ম। তোমায় ঢুকতে দেবে না।

-সে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু বলো ক্লাবটা কোথায়?

-সারা রাত ঘুরে মরলেও খুঁজে পাবে না। যদি আমায় কিছু ছাড় তবে বলতে পারি। স্বর্ণকেশী রোলস রয়েসের দিকে তাকাল।

কালো কোট পরা, মাথার টুপী চোখ পর্যন্ত নামানো, হাতে রাফস্কিনের দস্তানা পরা বেঁটে একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে এল। জুতোর ওপর চাঁদের আলো পরে চকচক করে উঠল। আবলুস কাঠের ছড়িটা নিয়ে ফুটপাত ধরে লোকটা এগিয়ে এল।

–গুড গার্ল, তাহলে তুমি জান ক্লাবটা কোথায়?

–নিয়ে যাব যদি আমার সময়ের দামটা পুষিয়ে দাও, মাথা দুলিয়ে মেয়েটি বলল।

–তুমি কি রোলোকে চেন? হাতে একপাউন্ডের এক তাড়া নোট নিয়ে লোকটি প্রশ্ন করল। আঙুলের হীরের আংটিটা ঝক্‌মক করে উঠল।

তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় স্বর্ণকেশী বলল, মনে তো হয়। আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মেয়েটি চারিদিকটা একবার দেখে নিলো। রাস্তায় আবার লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

–তুমি বরং আমার ঘরে এস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা যাবে না।

লোকটা হাত ধরে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল, তার চেয়ে বরং চলো, গাড়িতে আমরা একটু ঘুরে আসি। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু এদিক–সেদিক গাড়ি নিয়ে টহল দাও। কিন্তু বেশি দূরে যাবার দরকার নেই।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোলোকে চেনো?

–তার সম্বন্ধে কিছু বলা সে পছন্দ করেনা।

–আসলে টাকাই সব তাই নয় কি? বলে লোকটি তার দিকে দশ পাউন্ডের একখানা নোট এগিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে স্বর্ণকেশী বলল, চিনি বৈকি।

–সেকি গিল্ডেড লিলি ক্লাবের মালিক?

স্বর্ণকেশী মাথা দোলাল।

–ক্লাবটা কীসের?

একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, ওটা একটা বিলাসবহুল নাইট ক্লাব আর কি! লোকে ওখানে নাচাগানা করতে যায়। মেম্বার ছাড়া ওখানে কেউ ঢুকতে পারে না। তুমিও পারবে না, কেননা আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম কিনা, জানি।
–বলে যাও।
–আর কি বলব? খাবার–দাবার পাওয়া যায় ওখানে। বাজে খাবার। রোলোও বেশ দু-চার পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।
–তোমার এসব কথা শুনতে তোমাকে টাকা দিইনি আমি। ক্লাবের ভেতরের ব্যাপারটা বলো দেখি।
–দেখো, আমি ঠিক জানিনা। তবে লোকমুখে শুনেছি। আসলে কোন বাজে ঝঞ্ঝাটে আমি জড়াতে চাইনা।
–ঝঞ্ঝাটে জড়াবার দরকার নেই তাহলে টাকাটা আমি ফেরত নেব।
কয়েক মিনিট চুপ থেকে মেয়েটা বলল, শোনা যায় রোলো মানুষকে বিপদে সাহায্য করে। তাদের কাছ থেকে সে জিনিসপত্র কেনে। শুনেছি কিছু মেয়ে তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য কেনে। তার একটা দল আছে। বুচ বলে একটা লোক হোটেলময় ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমার খুব ভয় করে। লোকে জানে ও একটা খুনী। আমি যদ্দুর জানি এটা একটা সাধারণ ক্লাব মাত্র।
–তুমি বলতে চাইছ রোলো চোরাই মাল আর মাদক ওষুধ কেনা বেচার ব্যবসাদার। তাই না?
–হ্যাঁ, তাই।
–বেশ। আমি রোলোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।
–ওরা তোমাকে ঢুকতে দেবেনা।
–আমাকে ক্লাবে নিয়ে চল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল লোকটা।
গাড়ি থেকে নামবার সময় স্বর্ণকেশী টের পেল শোফারটি তাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। বেঁটে লোকটিকে নিয়ে অন্ধকারে হাঁটবার সময় শোফারের দৃষ্টি সে পেছন থেকে অনুভব করতে পারছিল। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল সে।
অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলিপথের মুখে এসে লোকটি প্রশ্ন করল, আর কত দূর?
–এই তো গলিটার শেষে। কোনো ভয় নেই। আমার কাছে টর্চ আছে।
অন্ধকারের বুক চিরে সরু সুতোর মত আলো পথ করে দিল। বেঁটে লোকটি হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা ইটের পাঁচিল। দেওয়ালের মাঝখানে একটা গেট। টর্চের আলোয় লোকটি দেখতে পেল কাঠের ওপর থেকে রং খসে পড়েছে। লোহার বড় কড়াটা মরচে ধরা।
স্বর্ণকেশী বলল, ঢুকতে না দিলে আমায় দোষ দিও না।

–অনেক অনেক ধন্যবাদ, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পার।
গলি ধরে ফিরে আসার সময় সে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দেখল লোকটা সহজেই ঢুকে গেল। হঠাৎ সে নিজের পাশে কারোর উপস্থিতি অনুভব করল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। শোফার।
–তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। মেয়েটির ভয়ার্ত কণ্ঠ।
–'আলো নেভাও। হিংস্র গলায় বলল শোফার। সাপ যেমন খরগোসকে সম্মোহিত করে ফেলে সেই রকম সম্মোহিত হয়ে টর্চ নিভিয়ে ফেলল মেয়েটা। চারিদিক অন্ধকার গ্রাস করল। শোফারটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, কিছু টের পাচ্ছ?
স্বর্ণকেশী অনুভব করল তার পোষাকের ওপর দিয়ে পার্শ্বদেশে কিছু খোঁচা মারছে। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে।
–তুমি কি করছ? ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপছিল।
–এটা একটা ছুরি। খুবই ধারালো। তোমার পেটটা এ দিয়ে চিরে ফেলা যায়।
দম নিয়ে মেয়েটি চিৎকার করতে গেল। কিন্তু ছুরিটি তার নিতম্বের হাড়ে খোঁচা মারল। থরথর করে কাঁপছে সে। মুখ হাঁ। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে।
–ব্যাগটা দাও। নড়বে না।
স্বর্ণকেশী টের পেল তার হাতের তলা থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে লোকটা তার টাকাটা পকেটে ঢুকিয়েছে।
–পচা ইঁদুর কোথাকার। রাগে এবং ভয়ে সে বলল।
নীচু গলায় লোকটি বলল, তুমি ঐ লোকটাকে এমন কোন দামী খবর দাওনি যাতে দশ পাউন্ড পেতে পারো। উনি পাগল তাই এভাবে টাকা খরচ করছেন।
সে ছুরিটা দিয়ে মেয়েটার গায়ে চাপ দিতে লাগল। ফার কোটের জন্যে ব্যথাটা টের পেল না মেয়েটি।
–আমি টাকাটা নিয়েছি কারণ, তোমার চেয়ে ওটা আমার বেশি প্রয়োজন।
–তুমি ওই টাকা হজম করতে পারবেনা। আমি ওকে বলে দেব। ও এখুনি ফিরে আসবে বুঝতে পেরেছো পচা শুয়োর।
লোকটা সরে গেল। স্বর্ণকেশী তার স্কার্টের ভেতর উরুর ওপর যেখানটা কেটে গেছে টের পেল সেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। বুঝতে পারল ক্ষতটা খুব মারাত্মক নয়। কিন্তু রক্ত দেখে সে ভীত হয়ে উঠল।
কিন্তু তিনি যখন আসবেন তোমাকে দেখতে পাবেননা। একটা গেঁঠো আঙুলওয়ালা মুঠো মেয়েটির চোয়ালে এসে তীব্র আঘাত করল।

রোলো–পঞ্চাশ বছরের বিশালদেহী লোকটির নাম হলো রোলো। লম্বায় ছ'ফুটের

চেয়ে চার ইঞ্চি বেশি। মেদবহুল দেহ। বিরাট ডিমের মতো নরম একটা ভুঁড়ি। মোটা মোটা হাত। চোখের দু'পাশে মাংস ঝুলে পড়ায় চোখ দুটো ছোট ছোট। সেই চোখে কখনও কোমলতা, কখনও ধূর্তামি, কখনও কামনা ফুটে ওঠে। তার ঠোঁটের ওপর মোম পালিশ গোঁফ। বিশাল হাত দুটো মাকড়সার মতো সদা ব্যস্ত।

গিল্ডেড লিলি ক্লাবের পরিচালনা করা ছাড়া সে আর কিছুই জানেনা। সন্দেহজনক সমস্ত ব্যাপারেই তার হাত আছে মনে করা হয়। কেউ বলে তার চোরাই মালের ব্যবসা, কেউ বলে ড্রাগসের। আবার কেউ বলে খুন। কেউ সঠিকভাবে কিছু জানে না। লন্ডনের এই ক্লাবের ছ'শো সদস্যের প্রত্যেকেই অসৎ সমাজের অসাধু ব্যক্তি। ক্লাবটার ভেতরে একটা সাজানো-গোছানো ঘর আছে। কক্ষটি ঘিরে ব্যালকনি। সেখানে কয়েকজন অনুগ্রহ ভাজন লোকই কেবল যেতে পারে। ব্যালকনি থেকে রোলো সব কিছু লক্ষ্য রাখে।

কেউ ক্লাবে ঢুকে রোলোর দিকে তাকাবে তার সঙ্গে রোলো কথা বলতে চায় কিনা দেখতে। রোলো আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে যাবে।

কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যেতে পারবেনা। তাকে বারম্যানের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে হবে। মদ খেতে হবে। তারপর ছোট্ট নাচবার জায়গায় ঘুরঘুর করতে করতে সবার চোখের আড়ালে ঝোলানো মোটা ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ব্যালকনিতে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই গোপনীয়।

বুচ–সরু চোখে তার মৃত্যুশীতল চাউনী। কালো পোষাক, কালো ঝোলানো টুপি, কালো জামা। লাল হলদে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ লাগানো সাদা লাল সিল্কের টাই। বুচের কাজ সিঁড়ি পাহারা দেয়া। রোলোর অফিসটা বেশ সাজানো গোছানো। রোলো ডেস্কের পেছনে ঘুম জড়ানো মুখে হলদে দাঁতে একটা সিগার চেপে ধরে থাকে। শেলি ফায়ার প্লেসের কাছে। মাঝে মধ্যে সে কথা বলে। কিন্তু আপনি ঘরে ঢোকামাত্র বড় বড় কালো চোখ আপনার দিকে স্থির হয়ে থাকবে। তার নজর কিছুই ফসকায় না।

শেলী একজন ক্রেয়ল। হাল্কা ব্রোঞ্জ রং-এর মূর্তির মতো চেহারা। তার বড় বড় কালো চোখ। চওড়া থুতনির ওপর গোখরো সাপের মতো গালের হাড়। মুখটা লাল ফলের মতো, উদ্ধত। শেলি তার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রক্তের জন্যে লজ্জিত। তার সান্ধ্য রঙিন পোষাকের ভেতর দিয়ে শরীরের রেখাগুলো স্পষ্ট। তার প্রচণ্ড যৌন আবেদনে প্রতিটা পুরুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শেলি রোলোর রক্ষিতা। হয়তো কেউ রোলোর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা সেরে চলে গেল। রোলো তখন শেলিকে জিজ্ঞেস করবে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। লোকের মনের গোপন ভাব বুঝে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শেলির এবং এই

ক্ষমতার জন্যে সে বহুবার রোলোকে সাবধান করে দিয়েছে।
আজ রাতে রোলো তার ডেস্কে বসে একটা জড়োয়ার গয়না দেখছিল। বুচ এসে বলল, একটা লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিন্তু আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি। সে এখানকার মেম্বারও নয়।
–কি চায় সে?
–কিছু বলছে না।
–তাহলে বলে দাও, আমি দেখা করব না।
বুচ মাথা নেড়ে বলল, সেটা সে জানে। আর সেজন্যই সে এই খামটা তোমাকে দিতে বলেছে।
রোলো একবার শেলির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে খামটা খুলল। ভেতরে একটা ব্যাংক নোট। হঠাৎ ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। নীচের হল ঘরের ড্রামের মৃদু শব্দটা থেমে গেল। রোলো নোটটা টেবিলে মেলে ধরল। শেলি আর বুচ নোটের দিকে ঝুঁকে পড়ল। একশ' পাউন্ডের নোট।–এ কে?
বুচ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বেঁটে মতো একটা লোক। পোষাক দেখে মনে হচ্ছে শাঁসালো পার্টি।
–বেশ তবে আমি দেখা করে জানতে চাই লোকটা কে? আমি যদি দু'বার ঘণ্টা বাজাই তুমি লোকটাকে অনুসরণ করবে।
বুচ বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। সঙ্গে এলো রোলস রয়েসের সেই বেঁটে লোকটি। মাথার টুপী ঝুঁকিয়ে বলল–আমার নাম ডুপন্ট। আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।
বুচ আড়চোখে রোলোর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।
–বসুন মিঃ ডুপন্ট।
লোকটি শেলির দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা একটু একা হলে ভাল হতো না?
–আপনি নিশ্চিন্তে যা বলার বলতে পারেন। এবার বলুন আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছেন?
–আমি আপনার সাহায্য চাই।
–আমার অনেক কাজ আছে। লোককে সাহায্য করা আমার পেশা নয়।
–সেক্ষেত্রে আপনার সাহায্য আমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।
রোলো টেবিলে হাত ছড়িয়ে বলল, তাহলে আলাদা কথা।
ইতস্ততঃ করে ডুপন্ট বললেন, আমি ভুডুইজম সম্পর্কে আগ্রহী। আপনি হয়তো এ সম্পর্কে কিছু জানেন। এর জন্যে খরচ করতেও আমার আপত্তি নেই।
ভুডুইজম সম্বন্ধে রোলোর চেয়ে বেশি কেউ জানেনা। অর্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হেসে সে বলল, আমি

জানি না এমন জিনিস খুব কমই আছে। তবু আমি কিছু বলার আগে আপনাকে আরও বিশদ ভাবে বলতে হবে।

–আমার মনে হয় না এর প্রয়োজন আছে। ভুডুইজমের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার জানে এমন কাউকে কি আপনি চেনেন? জানেন তো বলুন টাকা পাবেন। না জানলে বলে দিন খামোকা সময় নষ্ট করব না।

–ব্যাপারটা কি বলুন তো, আপনার এতে এতো আগ্রহ কেন?

–এক হাজার পাউন্ড পাবেন, কোন প্রশ্ন করবেন না।

রোলো আশ্চর্য হলেও মুখে প্রকাশ না করে বলল, হ্যাঁ অনেক টাকার ব্যাপার, এবার মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

–ভাল কথা, তবে চটপট্ নাম, ঠিকানা দিন, আর হাতে হাতে টাকা নিন।

রোলো বলল–একটা লোক আছে, কালই তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম।

–কে সে?

–তাকে না জিজ্ঞেস করে নাম বলাটা ঠিক হবেনা।

–আপনি তবে কথা বলে রাখুন, আমি আবার আসব।

সন্ধানী দৃষ্টিতে রোলো বলল, কিন্তু আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি বললেন না তো?

–বলবেন আমি ভুডুইজমের আনুষ্ঠানিক পট দেখতে আগ্রহী, ব্যাপারটার মধ্যে জুমবিইজমও থাকবে। অনুষ্ঠানটা গোপনে হবে। দক্ষিণাও মোটা রকমের দেব।

জুমবিইজম কথাটা মনে রাখার জন্যে রোলো ব্লটিং পেপারে লিখে রাখল। এ শব্দটি সে কোন দিন শোনেনি, অর্থও অজানা।

–মাফ করবেন। দয়া করে বলবেন কি দক্ষিণাটা কত? আপনার কাছে অংকটা মোটা রকমের হলেও তার কাছে তা নাও মনে হতে পারে।

–আচ্ছা দশ হাজার পাউন্ড দেব।

রোলো বলল–বৃহস্পতিবার ঠিক এসময়ে আমি লোকটাকে নিয়ে আসব।

–ঠিক আছে। পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আপনি পাবেন হাজার পাউন্ড। আর সে পাবে দশ হাজার পাউন্ড।

–ঠিক আছে, বুঝেছি।

–আমার দামী ভিজিটিং কার্ডটা ফেরত দিন। ঢোকবার জন্যে ওটার প্রয়োজন হয়েছিল।

রোলো দ্বিরুক্তি না করে একশ পাউন্ডের নোটটা ফেরত দিল। মিঃ ডুপন্ট চলে যেতেই শেলি বলল, লোকটা বদ্ধ পাগল, ওর চোখ দেখেছো?

–হ্যাঁ, তবে বেশ মালদার আছে। রোলো দু'বার বেল বাজাল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়াতে বেড়াতে সুশানকে এই নিয়ে আটবার শুনতে হল এই

যে খুকী যাবে নাকি আমার সঙ্গে? সে রাস্তা পেরিয়ে পিকাডিলীর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফুলহাম রোডের ঐ পুরোন বাড়িটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। ওটাই তার ঘর। কিছুক্ষণ আগেও যে ঘরের স্বপ্ন সে দেখছিল একটা চিঠিতেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। চিঠিটা নিয়ে চিন্তা করার জন্যে সারা জীবন পড়ে আছে। আজ নাই বা করল চিন্তা। কিন্তু ঘরে ফিরলেও নিঃসঙ্গতা তাকে আবার চিন্তার দিকে ঠেলে দেবে। তার চেয়ে এই মানুষজন ভাল।

একটা লোক পা টেনে টেনে পেছন পেছন আসছে। সে মনিকো ছাড়িয়ে গ্লাস হাউসের দিকে আসতেই তার মনে হল গ্লাস হাউস স্ট্রিট অন্ধকার আর শিকার ধরার জায়গা। এদিকে আসা ঠিক হয়নি। সামনে একটা স্ন্যাক্স বার দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল।

ভেতরটা বেশ গরম। সব টেবিলই ভর্তি। একটা টেবিলে বসে পড়ল সুসান। সামনের লোকটা মুখ ঢেকে, দুটো গেঁঠো হাতে কাগজ পড়ছে।

ওয়েট্রেস এসে বলল, দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত সুশান হতাশ হয়ে বলল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এক কাপ কফি–

হবে না, বন্ধ করে দিচ্ছি।

সুশান কোন কথা না বলে চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল।

একটা নরম গলা বলল, ওকে এককাপ কফি দাও।

সুশান ও ওয়েট্রেস দু'জনেই টেবিলে বসা লোকটার দিকে তাকাল।

ওয়েট্রেস কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কফি না নিয়ে এলে লোকটা বোধহয় সারারাত এভাবে তাকিয়ে থাকবে।

সে কফি নিয়ে এসে ঠক করে রেখে বিল দিয়ে চলে গেল। লোকটি আবার কাগজ পড়তে লাগল। ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছে হলেও কোন সুযোগ নেই। লোকটার গায়ে শোফারের পোষাক। বয়স একুশ-বাইশ হবে। তার চোখ দুটো ভীষণ কঠিন। দেখলে ভয় করে।

সুশান ব্যাগ হাতড়ে তার প্রেমিকের প্রত্যাখানের চিঠিটা বার করল। আর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

–কেঁদে কোন লাভ হবে না। বলল শোফার।

সুশানের ইচ্ছে হল এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

শোফারটি ওর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, তুমি নরম, মনে হচ্ছে কোন পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপার। কিন্তু কেঁদে কোন লাভ নেই।

রেগে সুশান বলে উঠল–তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে।

–ভাল। মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে উদ্যম রয়েছে।

–দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

–আমি তোমাকে সাহায্য করতে আগ্রহী। সাহায্য লাগবে?
–আমার মনে হয় তুমি কাকে কি বলছ জানো না।
মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল–আমি মেয়েদের বুঝতে পারি এবং এটাও জানি তুমিই সেই মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি। আজ তুমি দুঃখী কিন্তু পরে তুমি দুঃখ কাটিয়ে উঠবে।
ব্যাগ তুলে নিয়ে সুশান বলল-অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা বলি না। চলি।
–আমি তোমাকে কফি পাইয়ে দিলাম আর তুমি আমার একটা উপকার করবেনা?
–মানে?
–ঘরের শেষ প্রান্তে বাঁ দিকের টেবিলে কালো জামা, সাদা টাই একটা লোক বসে আছে। দেখো–
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সুশান বলল– দেখলাম।
–লোকটা আমাকে অনুসরণ করছে।
–তাতে আমার কী?
–আছে। তুমি যে ধাক্কাটা খেয়েছো এ কাজটা করলে তুমি সেটা ভুলতে পারবে। তুমি আমার হয়ে লোকটার পিছু নেবে। আমি জানতে চাই লোকটা কে। স্থির দৃষ্টিতে সুশান তাকিয়ে রইল।
–এতে ঝুঁকি আছে।
লোকটা বুঝতেও পারবে না। তোমাকে আমি দশ পাউন্ড দেব।
–পাগল হয়েছো। আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারছিনা।
–তোমাকে ভাবতে হবে। এই তুমিই না এক মিনিট আগে নদীতে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলে আর এখন প্রাণের ভয় করছ?
–কিন্তু আমি এর আগে কখনও কারো পিছু নিইনি।
–খুব সোজা। বাইরে এক্স.এল. এ ৩৫৩৮ নাম্বারের একটা প্যাকার্ড গাড়ি আছে। পেছনের সীটে একটা কম্বল আছে। তুমি ভেতরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকবে। সে পেছনে ফিরে তাকাবেও না।
–কিন্তু তুমি কে আর লোকটাই বা কে?
–এখন জানার প্রয়োজন নেই। তবে এ কাজে প্রচণ্ড ঝুঁকিও আছে।
–সুশান তার ফুলহাম স্ট্রীটের ঘরে ফিরে যাবার কথা ভেবে ভয় পেয়ে বলল, ঠিক আছে কাজটা আমি করব। বলেই তার আফশোস হল।

বুচ, তার আসল নাম মাইক এগান, টেমসের পার দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল সন্ধ্যেটা ভালই কাটল। ঘড়িতে বাজে রাত বারোটা ত্রিশ মিনিট। ব্যক্তিগত কাজগুলো সারবার সময় আছে। বুচ রোলোর কথা ভাবতে ভাবতে

বার্কলে স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। দেখলো ওপরে পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে শেলি ফিরেছে। সে দু'বার হর্ন বাজাল। পর্দাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা একটা সংকেত। মানে শেলি একলা রয়েছে। গাড়িটা বিশাল গ্যারেজে ঢুকিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করল। তারপর আলো জ্বালিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

শেলি বিছানায় আগুন রঙা পাজামা পরে শুয়েছিল। মনিবন্ধে ভারি ব্রেসলেট, পায়ে চটি, মাথায় গোসলের সিল্কের টুপি।

–কি ব্যাপার?

–লোকটাকে অনুসরণ করছিলাম।

–লোকটা কে?

–কেস্টার ওয়েডম্যান–কোটিপতি।

–কিন্তু কি চাইছিল ও?

–পাগল, একেবারে পাগল।

–খুলে বলো।

–ভুডুইজমের ব্যাপার। ও ভুডুইজম জানে এমন লোকের খোঁজ করছিল।

–রোলো ভাগিয়ে দিয়েছে?

–না, এগারো হাজার পাউন্ডের ব্যাপার তো।

–অনেক টাকা। এসো ওটা আমরা ভাগাভাগি করে নিই।

–রোলো ছাড়া কেউ পারবে না।

–তোমারও কিছু মতলব আছে। ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোর না।

–শেলি! রোলোর কাছ থেকে ভেগে পড়ার তালে আছি। আশা করি যাবার সময় তুমি সঙ্গে থাকবে।

–এত সন্দেহপ্রবণ হয়োনা, মাইক। গুড নাইট।

সিঁড়ির মুখে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা সুশান হেডার একটা চড় মারার শব্দ পেল, তারপর দুম করে কেউ মেঝেতে পড়ে গেল। পরমুহূর্তে একটা আধা জান্তব আওয়াজ ঢাকবার জন্যে সে কানে হাত চাপা দিল।

ডাঃ মার্টিন রোলোর ঘরের ঘণ্টা বাজাল। রোলোর পার্শ্বচর লংটম বেরিয়ে এল–ডাক্তার, এত সকালে ওনার সঙ্গে দেখা হবেনা।

–ভাগো, রোলো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

বিশাল খাটে রোলো শুয়ে আছে। ডাক্তার পাশের চেয়ারে বসল।

পনের বছর আগে ডাঃ মার্টিনের চেম্বার ছিল হারলে স্ট্রিটে। কিন্তু একবার এক যুবতীকে সাহায্য করতে গিয়ে সব কিছু গড়বড় হয়ে যায়। এখন তিনি শুধু গিল্ডেড

লিলির ডাক্তার। তাছাড়া তার অদ্ভুত সাধারণ জ্ঞানের ফায়দা লোটে রোলো।
–ডাক্তার, তুমি কি ভুডুইজম সম্পর্কে কিছু জান?
–পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ডাকিনীবিদ্যা।
–জুমবিইজম?
–মড়াকে জ্যান্ত করা।
–মানে?
–আমার হাইতির এক বন্ধু বলেছিল জোমবি মানে আত্মাবিহীন মৃতদেহ। কবর থেকে তুলে তাতে প্রাণসঞ্চার করা হয়। জোমবিকে দিয়ে মানুষ খুন করানো সহ নানান বাজে কাজ করানো যায়।
–কি করে প্রাণসঞ্চার করা হয়?
–ওসব ভুডুর গোপন ব্যাপার, কেউ জানে না।
রোলো খেতে খেতে চিন্তা করতে লাগল ডাক্তারকে সে টাকার কথা সব খুলে বলবে কি? কিন্তু ডাক্তার ছাড়া এ ব্যাপারে তাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবেনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারকে সব কথা বলাই স্থির করল।
–আমি এ ব্যাপারে কিছু টাকা পেতে পারি। সাহায্য করবে আমাকে?
–টাকা পেলে সবই করতে পারি।
রোলো এগারো হাজার পাউন্ডের কথা চেপে গিয়ে কেস্টার ওয়েডম্যানের আসার ব্যাপারটা খুলে বলল।
–বুচ কি জানতে পেরেছে, লোকটা কে? ডাক্তারের প্রশ্ন।
রোলো চিবিয়ে বলল, হ্যাঁ ও হল কেস্টার ওয়েডম্যান।
ডাক্তার মার্টিন গভীর শ্বাস টেনে বলল–ও তো কোটি কোটি টাকার মালিক।
–জানি, আমি চাই তুমি এমন একজনকে খুঁজে বার করো, যে ভুডুইজম সম্পর্কে জানে।
রোলো চিন্তা করল দু'একশ পাউন্ড দিয়ে ডাক্তারকে বোকা বানানো যাবে না, তাই বলল, তোমাকে হাজার পাউন্ড দেব।
–ওতে কাজ হবে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না। সাফ বলো যা পাবে তার এক তৃতীয়াংশ শেয়ার আমাকে দিতে হবে।
–ডাক্তার দেখ বেশি বাড়াবাড়ি কোর না। তাহলে বিদেয় করে দেব। তোমাকে ছাড়াই আমার কাজ চলবে।
ডাক্তার বলল–চলবে না। সম্ভবতঃ আমিই একমাত্র লোক যাকে তুমি অবিশ্বাস করতে পারো না। আমি বুড়ো মানুষ। বুড়োদের অবিশ্বাসী হওয়া পোষায়? ছেলে ছোকরাদের কথা আলাদা। তাদের জীবনের অনেক বাকি।
–কি বলতে চাইছো? তুমি কি জান?

–আমি শুধু বলতে চাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।
–বুচকে পারি না?
–ওর সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তাহলে বলো এক তৃতীয়াংশে রাজি?
–এক চতুর্থাংশ।
–এক তৃতীয়াংশ।
–বেশ, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। কেস্টার কালই আসবে।
–আসুক। আজ আমি একটু পড়াশুনা করে নোব। ঐ পাগল কোটিপতিটাকে একটু খেলাতে পারলেই এক মিলিয়ন পাউন্ডও বাগাতে পারবে।
–কি যা তা বলছ?
–ঠিকই বলছি। ওকে আমি জানি। ওর পেছনে উকিল, পুলিশ সব আছে। তাছাড়া এদিকে বুচ টাকার লোভে ব্যাপারটা নিজেই হাসিল করার চেষ্টা করবে।
রোলো ঘুসি পাকিয়ে বলল, বারবার ওর কথা তুলছ কেন? ও আমার কথামতো কাজ করে। অন্য কিছু নয়।
দরজার দিকে যেতে যেতে ডাক্তার বলল–তবে সাবধান, ভুলেও ওকে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না। অনেক টাকার ব্যাপার কিনা!

দুই

সুশান হেডার গ্রীনমানে বাস থেকে নেমে হাত ঘড়ি দেখল। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। শোফার কথামত আসবে তো?
গত রাতের ঘটনা ছিল বেশ ভীতিপ্রদ এবং উত্তেজক। এরকম অভিজ্ঞতা ক'জন মেয়ের হয়? হঠাৎ করে দশ পাউন্ড রোজগার করা গেল। কিন্তু কঠিন পরিবেশের মেয়ে সুশান শিখেছিল অজানা লোকের থেকে কিছু নিতে হয় না। কিন্তু আজ সে নিজেকে বুঝিয়েছে টাকার বদলে সে একটা কাজ তো করেছে! শোফার যদি তার বিবরণে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে টাকাটা ফেরত দেবে।
–তুমি ঠিক সময়েই এসেছো।
দুরু দুরু বক্ষে তাকিয়ে দেখল শোফারটি ঠান্ডা, অবন্ধুসুলভ, তিক্ত, বিদ্রুপপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।
–ভাবছিলাম তুমি আসবে কিনা, সুশান বলল।
–চল হাঁটি, রাস্তায় আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। সামনের বাগানে ঝোপের আড়ালে ফাঁকা বেঞ্চি দেখে সে বলল, বোস। এখানে কথা বলি। অনেকটা দূরত্ব রেখে সুশান বসল।
–কি খবর বলো। পিছু নিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, তার আগে আমি জানতে চাই তুমি কে। কাল রাতে আমাকে বোকা বানিয়েছিলে। আমি বিপদে পড়তে পারতাম।
–আমি কে তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। কাজ করেছো, বদলে টাকা নিয়েছো। তাই নয় কি?
ব্যাগ খুলে সুশান দশ পাউন্ডের নোটখানা শোফারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমার টাকা ফেরত নাও। আমার কাজের আগে এটা নেওয়া উচিত হয়নি। শোফারটির চোখে বিস্ময়।
–নাও, নাও। তাড়া লাগাল সুশান।
–কি ব্যাপার? তোমার কি টাকার দরকার নেই?
–তা থাকবে না কেন? কিন্তু এভাবে টাকা আমি চাই না। সুশানের হাত থেকে টাকাটা হঠাৎ পড়ে গেল।
–ফেলে দিলে যে? তার মানে ভয় পেয়ে তুমি আমার কাজ করনি। এখন টাকা ফেরত দিতে এসেছো?
সুশান রেগে গিয়ে বলল–অনুসরণ ঠিকই করেছি। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে? শোফার গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, সুশান ভয় পেয়ে এখানে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবেনা। সুশান পালিয়ে যায় কিনা ভাবতে ভাবতে শোফারটি সহজ হয়ে নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল–নাও। টাকাটা নাও। অবশ্য টাকাটা আমার নয়।
গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে সুশান বলল–না নেব না, যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি টাকাটা আমি কার কাছ থেকে উপার্জন করেছি ততক্ষণ নয়।
টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে শোফার বলল–আমার নাম জো ক্রফোর্ড, আমি মিঃ কেস্টার ওয়েডম্যানের চাকরী করি। সে যে কত ধনী তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তার ভাই একবার আমার উপকার করেছিল। কেউ উপকার করলে আমি কি তার প্রতিদান দেব না?
–কি ধরনের উপকার?
–আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তার ভাই করনেলিয়াস আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। কেস্টারকে বলে আমাকে থাকতে দেয়। গাড়ি চালাতে শেখায়। তারপর থেকে আমি তাদের হুকুমের দাস। করনেলিয়াস সব সময় আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।
–তার মানে সে মারা গিয়েছে?
–হ্যাঁ। দু'সপ্তাহ আগে। কেস্টার তার ভাইকে খুব ভালবাসত। এখন তাকে ছাড়া কেস্টারের চলছে না।
–তার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?
–ঠিক বুঝতে পারছিনা। মনে হয় কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া

করে কিন্তু কোথাও বের হয়না। কাল আমি তাকে শেফার্ড মার্কেটে গিল্ডেড লিলি ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রোলো লোকটার কাছে সে কি চায়, এই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।
–তোমার দরকারটা কি?
–তারা আমার উপকার করেছিল। এবার তাকে রক্ষা করে আমার উপকারের প্রতিদান দিতে চাই।
–তারা যদি টাকার গন্ধ না পায়?
–পেয়েছে রোলো। জানি না কালো পোষাক পরা লোকটা ক্লাব থেকে বেরোবার পর আমাদের পিছু নেয় কেন? তাই আমি জানতে চাই লোকটা কে।
–সুশান সব খুলে বলে উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো।
–আমি খুব ভাল করেই জানতাম তুমিই পারবে কাজটা।
–টাকাটা তুমি রোজগার করেছো। এই নাও ধরো। সুশান টাকাটা নিল।
–এখনও অনেক কাজ বাকি। ওদের দেয়া বকশিস আমি জমিয়ে রেখেছি। ও টাকা আমার দরকার নেই। আমাকে সাহায্য কর আর টাকাগুলো নাও।
–আমি তোমার জন্য আর কি করতে পারি বলো?
–আমি কাউকে ক্লাবের ভিতরে পাঠাতে চাই। কাজটা কি তুমি করতে পারবে? সুশান সতর্ক হয়ে বলল–মনে হয় না। জো বাধা দিয়ে বলল, তুমিই পাররে।
–সেক্ষেত্রে তোমাকে আমার জন্যে ওখানে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এই নাও আমার নাম ঠিকানা।
–বেশ, দেখা যাক্ কি করতে পারি।

সকাল এগারটা বেজে কয়েক মিনিট। সুন্দরী শেলি সুন্দর সাজ-পোষাক পরে নিউব্যান্ড স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছে। লোকে তাকিয়ে দেখলেও সে পাত্তা দিচ্ছিল না। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে এথেন কোর্টের একটা ঠিকানা বলল।
ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পুরানো একটি লিফটে গিয়ে উঠল সে। ওপরে উঠে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপল। পেতলের পাতের ওপর নাম লেখা গিলোরী।
গিলোরী দরজা খুলল।
–অবাক হলে?
–তুমি এখানে এসো না, কেউ দেখে ফেলবে।
–ওসব ছাড়ো। ঢুকতে দেবে কিনা বলো।
–তুমি বরং চলে যাও। এটা ঠিক হচ্ছে না, নরম গলায় গিলোরী বলল। শেলি নিগ্রো গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল।

–তুমি একমাত্র লোক যে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে।
–সমস্ত কালো লোকই তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবে। তুমি আর আমাদের জাতের নও। বল কি চাও?
–তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই এলাম।
–আজ রাতেই দেখতে পেতে।
শেলি গিলোরীর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে একটা টুলে বসল। তার সারা শরীর কামনায় জর্জরিত। গিলোরী জাতে হাইতিয়ান। কয়েক বছর পর বুচ, রোলো এরা যখন তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন তার কি হবে? গিলোরী যদি তাকে গ্রহণ করে তবে সে জন্মভূমিতে ফিরে যেতে অধীর আগ্রহী।
শেলি প্রশ্ন করল, আমি কি তোমার কেউ নই?
ভাবলেশহীন ভাবে গিলোরী বলল–কেন হবে?
–তুমি কি ভুলে গেছ, তুমি আমায় ভালবাসতে?
–তোমার কাছে ওসবের মূল্য ছিলনা।
–সবারই ভুল হয়। আমরা কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারিনা?
–ভাগ্যকে পাল্টানো যায়না। চলে যাও তুমি। আর কখনোও আসবেনা।
–আমি কি তোমার কাছে একটু সাহায্য চাইতেও পারিনা?
–না, কারণ তুমি জানো কাজটা ভালো নয়। আমি জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। তাই কাজটা আমি করব। তোমার বলার দরকার নেই।
–কি বলতে চাইছো তুমি?
–রোলো যদি আমায় করতে বলে তবেই। এতে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।
–হাত মুঠো করে শেলি বলল–রোলো কি করতে বলবে?
–তোমরা টাকার জন্য করতে পারনা এমন কিছু আছে? তাই সাবধান করছি এর থেকে সরে থাকো।
–তুমি বড় হেঁয়ালি করে কথা বলছ।
–তবে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। বলে গিলোরী আলমারী থেকে একটা কালো এবং একটা সাদা পুতুল বের করে ডিভানের দিকে ছুঁড়ে দিল। দুটো পুতুল একসঙ্গে পড়ল। কিন্তু সাদা পুতুলটা পড়লো কালো পুতুলের ওপরে।
শেলি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।
–আবার দেখো–বলে আবার পুতুল ছুড়ল সে। এবারও কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুলটা। দু'বার একই কাণ্ড ঘটল।
–তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর, তবে ভুল করছ।
পুতুল দুটো শেলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গিলোরী বলল–তবে নিজেই চেষ্টা করে দেখনা।

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে শেলি পুতুল দুটোকে দেওয়ালে আছাড় দিল। দেখা গেল ফলাফল সেই একই। কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুল।
–সাদাটা কে?
গিলোরী মাথা নেড়ে বলল–জানি না।
–ভয় দেখাচ্ছো?
হঠাৎ বেল বেজে উঠল।
–দরজা খুলো না। হয়ত বুচ।
–সেটা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। শেলি দৌড়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে পড়ল।
গিলোরী দরজা খুলে দেখল ডাক্তার মার্টিন, বলল–আসুন আপনার কথাই ভাবছিলাম। ঘরে ঢুকতেই ডাক্তারের নাকে শেলির প্রসাধনের গন্ধ ঢুকল। মনে মনে ভাবল–এই শেলি কি সবখানেই যায়? চেয়ারে বসে ডাক্তার বলল–তোমার মতো ড্রামবাদক আমার কথা ভাববে কেন?
–বলুন, বলুন, যা খুশি বলুন, গিলোরী বলল।
–তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ।
–হয়তোবা তাই, গিলোরী ঘাড় নাড়ল।
–আমাকে একটু সাহায্য করবে? রোজগারের একটা সুযোগ করে দিতে পারি। লোকটার অনেক টাকা, ভুড়ু সম্বন্ধে জানতে চায়।
–আপনি কি করে ভাবলেন, আমি ভুড়ু সম্বন্ধে জানি?
–জানার ভান করবে। ঐ ভানের বিনিময়েই পাবে এক হাজার পাউন্ড।
–কি করতে হবে?
–সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নোব। কঠিন কোন কাজ নয়।
–আপনি কি ভুড়ুতে বিশ্বাস করেন?
ডাক্তার হেসে বলল–পাগল।
–আমার দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি একজন অজ্ঞ–নিগ্রো।
–ঠিক আছে।
–আজ রাতে আমরা রোলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।
–গুড। বুঝলাম তুমি আমাকে সাহায্য করছো। হাজার পাউন্ড তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! তাহলে আজ রাতেই দেখা হচ্ছে। চলি। ডাক্তার চলে গেলেন।

১৫৫ এ ফুলহাম রোডের আবাসিক বাড়িটা সেডরিক স্মাইথ–এর। সুশান হেডার সুন্দরী, বুদ্ধিমতী বলে তার ওপর প্রখর দৃষ্টি ছিল সেডরিকের। এটা সে নিজের দায়িত্ব মনে করত। ফলে জর্জের চিঠিগুলো সে বাষ্প দিয়ে খুলত এবং পড়ত।

সেডরিকের মনেও আঘাত হেনেছিল জর্জের শেষ চিঠিটা এবং দেখেছিল সুশান চিঠিটা পড়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিল ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে সে ফিরে আসবে।

বদলে সুশানের উজ্জ্বল চোখ দেখে সেডরিক অবাক হয়ে গেল। আরও অবাক হলো যখন দেখল পোস্টম্যান তার চাকরী এবং বীমার কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অর্থাৎ সুশানের চাকরী নেই। সে ভাবতে লাগল, মেয়েটার কি জর্জ কিংবা চাকরীর জন্যে কোন দুঃখ নেই? করছে কি মেয়েটা? কাল অত রাত পর্যন্ত কি করছিল, কোথায় ছিল? চিন্তিত হয়ে উঠল সেডরিক। এমন সময় চিন্তার সুতোটা ছিড়ে দিয়ে বেল বাজতে দেখল দরজায় একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে।

–মিস্ হেডার কি এখানে থাকেন?

–হ্যাঁ, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

ছোকরাটি একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ও এলেই এটা দিয়ে দেবে। বাষ্প দিয়ে যেন এটা খুলনা। তোমার মতো হোঁৎকা বদমায়েসদের আমার ভাল চেনা আছে। সেডরিক ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজকালকার ছোকরাগুলো যেন কেমন–মনে মনে ভাবতে লাগল সেডরিক। ঐ ছেলেটা কে? কি মানে এসবের? তারপর কেটলীর বাষ্প দিয়ে চিঠিটা খুলল সে। চিঠিতে লেখা–"২৪সি রুপার্ট স্ট্রিটে ফ্রেসবীর এজেন্সীতে যাও। সে তোমায় ঢুকিয়ে দেবে। জে.সি।

সুশান দরজা ঠেলে ঢুকল। রোগা একটা লোক ডেস্কে বসে। সামনে এক কাপ চা আর রুটি।

–মাপ করবেন। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

–আর চা নেই, চায়ের আশা কোরনা। লোকে মরতে যে কেন ঠিক চায়ের সময় আসে? পাউরুটিতে কামড় দিয়ে বলল লোকটা।

–চা খেতে আসিনি। আমি চাকরীর খোঁজে এসেছি।

–চাকরী? কিসের চাকরী?

গিল্ডেড লিলি ক্লাবে চাকরী। সুশান ভাবল মিঃ ফ্রেসবীকে দেখে মনে হচ্ছে কাজ দেবার মতো লোক এ নয় বরং ওকেই একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

–বসতে পারি? মিঃ হো ক্রফোর্ড আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

–জানি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল ফ্রেসবী।

ফ্রেসবীর আচরণে সুশান রেগে গিয়ে বলল, চাকরি থাকে তো বলুন, না হলে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমার এত সময় নেই।

–কে বলল চাকরি নেই? তাছাড়া এত তাড়া কিসের?

টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরল ফ্রেসবী।

–না না জো তোমায় কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। টেলিফোন নামিয়ে সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল–শয়তান ছেলেটার কাছ থেকে দূরে থাকবে, সাবধানে থাকবে। ওর ধারণা আমি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করছি। তাই কি? আমি ভেবেছিলাম তুমি চাকরি খুঁজতে আসা অন্য মেয়েদের মতই কেউ। চা খাবে?

–অন্যান্য মেয়েদের মতো মানে?

–হ্যাঁ হ্যাঁ। সবাই তো এখানে চাকরি, ঘর খুঁজতে আসে।

–গিল্ডেড লিলিতে কি চাকরি আছে?

–এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু ব্যবস্থা করে দেব। কাল সকালে মিঃ মার্শের সঙ্গে দেখা কোরো। আমার পরিচিত। ওদের সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কারবার। তুমি তো বেশ সুন্দরী, তোমার পেছনে ছুঁক ছুঁক করে বেড়াবে। সাবধানে থেকো। কাল সকাল দশটায় ওর সঙ্গে দেখা করবে।

–ধন্যবাদ। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল সুশান। তার মনে হল একটা বুনো জানোয়ার যেন ওর দিকে চেয়ে বসে আছে।

বুড়িটা বলল–পাঁচ মিনিট আগেও কুচ্ছিত লম্বা লোকটা জঙ্গলের ওদিকে ছিল। মুখ পর্যন্ত টুপীটা নামিয়ে বিশ্রী চেহারাটা ঢাকতে চাইছিল।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জো বলল, কি চায় ও?

–মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, বলল বুড়ি।

–ঠিক আছে তুমি যাও। কাজ করো। আমি ওকে দেখছি।

তখন দুপুর, ভয় পাবার মতোও কিছু ঘটেনি। কিন্তু জো–এর হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তবু সে কালো জামা পরা লোকটার সন্ধানে যাবেই। লোকটাকে দেখাতেই হবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এটা যদি বোঝাতে পারে তাহলেই হয়ত তারা ক্রেস্টার ওয়েডম্যানকে শান্তিতে থাকতে দেবে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলল। মনে হয় কালো জামা পরা লোকটা তার দিকে চোখ রাখছে। আঃ, তার কাছে যদি একটা ছুরি বা পিস্তল থাকত। তবুও তাকে যেতে হবে। নইলে ওয়েডম্যানকে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা।

বুচ একটা এল্ম গাছের গুড়িতে বসেছিল। জো তাকাল।

–'হ্যালো,' বুচ বলল।

জো উত্তর দিল না।

–আমাকে চেন?

জো ঘাড় নাড়ল। বুচের মত শক্তি যদি তার থাকত। ভাবছে জো।
–তুমি আর ঐ বুড়ীটা এখানে থাকো? না?
–ভনিতা রাখো। কী জন্য এসেছ বলো।
–বুড়িটা কোন কম্মের নয়। তুমি একা আর কি করতে পারবে? আমি হলে পালাতাম।
–আমি পালাব না। আমাকে নিয়ে যদি লোকে ঝঞ্ঝাট পাকায়, আমিও পাকাবো।
–বেশ। তাহলে সেটাই তোমার শবযাত্রা হবে।
–ওকে একা থাকতে দিচ্ছ না কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?
–সরে যাও। মরার ইচ্ছে থাকলে কেটে পড়।
–আমি থাকবই।
–আমার কথা না শুনলে তোমায় আমি খুন করব। আমি কিন্তু একজন খুনে। অনেকদিন খুন করিনি। হাতটা সুরসুর করছে।
–তোমাকে আমি ভয় পাইনা, জো মিথ্যে বলল।
–তুমি তো গড়িয়ে যাওয়া এক স্টীম রোলার থামাবার চেষ্টা করছ। মারা পড়বে বলে দিলাম।
–ওসব আগেও থামিয়েছি, এখনও থামাবো। আমাকে ভয় দেখিও না।
বুচ বলল–তোমার মত বাচ্চা ছেলে কি করতে পারবে?
জো বুঝতে পারছে সে লোকটাকে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু আর অপেক্ষা নয়। এখনই তাকে ফিরতে হবে। সে একটা কথাও না বলে বনের ভেতর সোজা হাঁটা দিল। যদিও ভয়ে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। তবুও তো সে কালো শার্ট লোকটার মুখোমুখি হতে পেরেছে। ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে পেরেছে।
সে বিশাল গ্যারেজের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বসবার ঘরে গেল। তারপর কয়েক মুহূর্ত কাঁচের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

তিন

বুচ কঠিন চোখে শেলির দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানত ক্রেস্টার ওয়েডম্যান ক্লাবে গিয়েছিল। সেখানে সে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে বেরোতেই সে পিছু নিয়েছে। তাকে জানতেই হবে ঘটনাটা।
–এদিকে এসো। ওখানে পুতুলের মতো বসে থাকতে হবেনা। ঝেড়ে কাশো, আমি সব কথা শুনে তবেই নড়বো।
শেলি ঠোঁটে সিগারেট চেপে বিছানায় শুয়ে মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে

বলল–আমার এ-ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যান চাইছে তার মৃত ভাইকে জ্যান্ত করতে। তার বিশ্বাস ডাক্তার এটা পারবে।
বুচ খিঁচিয়ে উঠল,–টাকার কথা কি হল?
–আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করোনা। রোলো টাকার ব্যাপারটাই আগে ঠিক করবে, তুমি কি টাকাটা নিজে হাতাবার ধান্দায় আছো?
–তুমি সব সময় আমাকে সন্দেহ করো। বলছি তো রোলো আর ডাক্তার ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। আমার কি করার আছে এখানে?
–গিলোরী কি করতে এসেছিল?
–ভুডুর ব্যাপারটা ও-ই করবে।
–টাকার লেনদেনের সময় আমি ওখানে হাজির থাকব। দু'মিলিয়ন ডলার ওয়েডম্যানের কাছে কিছুই নয়।
–ওই চিন্তা মাথা থেকে ছাড়ো। ওসব রোলো আর ডাক্তারের ব্যাপার। সে যদি কিছু দিতে চায় তো দেবে, নইলে নয়।
–কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি কিছু রোজগার করি তুমি তা চাও না; বুচের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর রকমের ঠাণ্ডা শোনালো।
বুচের মুখের দিকে তাকিয়ে শেলি বুঝলো বুচকে আর বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। –তুমি তো জানো আমি ওসব ধান্দা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।
–জানি, তুমি আমাকেও ফেলে পালাবার ধান্দায় আছো। ও কাজ করলে তোমাকেই আগে আমি খুন করব, জেনে রেখো।

এটা নিশ্চিত যে এ ব্যাপারটাতে তার নাম জড়িয়ে পড়লে বুচ তাকে খুন করে ফেলবে। সে মরলে ওয়েডম্যানকে কে দেখবে? বুড়িটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাছাড়া তারা ওয়েডম্যানকে পাগলা গারদে ভরবে। কিন্তু তা হতে পারে না। বেঁটে লোকটার তরফ থেকে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তাকে ভাইয়ের মৃতদেহের কাছে থাকতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলে বেশিদিন বাঁচবে না।
উস্কোখুস্কো চুলে আঙ্গুল চালাল জো। মেয়েটা কি কোন কাজে আসবে? তবে মেয়েটার সাহস আছে। কিন্তু সে যদি ওকে পরামর্শ না দেয় তাহলে মেয়েটা কি করবে? তবু সে এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করতে পারে।
সে ঘরের একটা দেওয়াল আলমারী খুলল। ছ'ইঞ্চি বর্গাকার একটা বাক্স বের করল। তারপর টেবিলে কাগজ–কালি নিয়ে বসে পড়ল। একটা লম্বা পাতলা চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলল। বাক্সটা এক পাউন্ড নোটে ঠাসা। করনেলিয়াসের কাছে পাওয়া বকশিশ। দুর্দিনের জন্যে সে জমিয়ে রেখেছিল। মোট তিনশ' পাউন্ড

আছে। সুশানকে যদি টাকাটা দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় সে প্রয়োজন মত কাজগুলো করতে রাজি হবে।
একটা চিঠি লিখে সে খামে ভরল। আবার আর একটা চিঠি লিখল। এই চাবিটা রেখে দিও যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্টিলের একটা বাক্স পাচ্ছ। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলবে। তারপর চাবি আর চিঠিটা একটা খামে ভরল।

সন্ধ্যে ছ'টার পর ডিউক হেডে ফ্রেসবীর সন্ধানে জো হাজির হল। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফ্রেসবীকে এখানেই পাওয়া যায়। সে একটা টেবিলে বসেছিল। পাশে মদের গ্লাস। জো পাশে বসে বলল, হ্যালো জ্যাক।
ফ্রেসবী সজাগ হয়ে বলল, হ্যালো জ্যাক।
সে জানে ফ্রেসবী তাকে ভয় পায়। জো কালো জামা পরে আর ফ্রেসবী জোকে ভয় পায়। মজার ব্যাপার।
–তুমি কি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে? আমার এই বাক্সটা তোমার কাছে রাখো। হারাবে না। হারালে তোমার সব কথা আমি পুলিশকে বলে দেবো।
ফ্রেসবী ভয়ে কেঁপে উঠে বলল, হারাবো না, এতে কি আছে? আমি কোন ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চাই না।
–আমার কথামতো কাজ না করলে আরো বিপদ পড়বে তুমি। এতে মারাত্মক কিছু নেই। তবে কিছু লোক এটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। মন দিয়ে শোন, আমি তোমাকে রোজ সাড়ে দশটায় ফোন করব। যেদিন ফোন করব না তুমি সেদিনই বাক্সটা সুশান হেডারকে দিয়ে আসবে। ওর ঠিকানা ১৫৫ এ, ফুলহাম রোড।
ফ্রেসবী বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ মুছে বলল, কিছু ঘটতে যাচ্ছে নাকি?
জো বলল–হতে পারে। কিন্তু তুমি আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করোনা, বাক্সটা সঠিক সময়ে সঠিক জনের কাছে পৌঁছনো চাই।
–ঠিক আছে, কিন্তু তোমার পিছু নিয়েছে কারা?
–সে ব্যাপারে তোমার ঐ মোটা নাকটা না গলালেও চলবে। হয়তো আমি টানা একমাস তোমায় ফোন করব, তারপর একদিন হঠাৎ ফোন পাবেনা। সেদিনই বাক্সটা পৌঁছনো চাই। আর তা যদি না হয় বুঝতেই পারছো তোমার কি দশা হবে?
ফ্রেসবী চমকে উঠল। সে ভাবতেই পারেনি এটা একটা ফাঁদ। তিক্ত মুখে বলল, সে ক্ষেত্রে তুমি পুলিশের কাছে যাবে?
–ঠিক তাই। সুতরাং বিপদে ফেলার চেষ্টা করো না।
–কে বলেছে আমি তোমায় বিপদে ফেলব?

–যাক্ ওসব ছাড়ো। যা বললাম ঠিক তাই করবে।
ফ্রেসবীর মুখ চোখ ঘৃণা আর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল।

স্লেম মার্শ গিল্ডেড লিলির রিসেপশান ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে গতরাতের গেস্ট টিকিটগুলো দেখছিল। মার্শের চেহারা স্থূল। পরনে দামী পোষাক। হাতে মার্গারেট বলে একটা মেয়ের দেওয়া ঘড়ি। কোটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে সোনার সিগারেট কেস। এটা মে নামে তার আরেক গার্লফ্রেন্ড তাকে দিয়েছে। এই দু'যুবতীকে সে ভাগাভাগি করে ভোগ করে। দু'জনেরই ভয় মার্শ অন্য কোন সোসাইটি সুন্দরীর খপ্পরে না পড়ে।
মার্শ যদিও টিকিট গুনছিল কিন্তু মন পড়ে ছিল ফ্রেসবীর কাছে। সুশান হেডার কে? কেন সে ক্লাবে কাজ চায়? তার মানে সেই মেয়েটির মাইনে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। রোলো বাড়তি লোক রাখবে না। ফ্রেসবীর কথা না শুনেও তার উপায় নেই। সে মার্গারেট আর মের কাছে জোয়ানের কথা ফাঁস করে দেবে। তাহলে ঝামেলার একশেষ হবে। জোয়ানের কথা ফ্রেসবী কি করে জানল কে জানে! সুশানকে পকেট থেকে তিন পাউন্ড দিতে হবে ঠিকই তবু সময় তো সে পাবে প্রচুর।
এক ছোকরা এসে জানাল, একটি যুবতী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।
–বেশ, তাকে নিয়ে এস, তবে খবরদার নোংরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইবে না।
সুশান এগিয়ে এসে বলল, মিঃ মার্শ, সুপ্রভাত। আমি সুশান হেডার।
–ও তুমি। হ্যাঁ তোমার কথা ফ্রেসবীর মুখে শুনেছি।
–আপনি নাকি আমাকে একটা কাজ দেবেন?
–হুঁ। মার্শ চিন্তা করল সুশান সুন্দরী। মার্গারেট ও মের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করল। হঠাৎ তার মনে হল সুশানের ওপর খরচটা বৃথা নাও হতে পারে। মেয়েটাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর টাকা উঠে আসবে।
–দেখ হপ্তায় তিন পাউন্ডের বেশি দিতে পারব না। তবে কাজ সামান্যই। সন্ধে সাতটায় আসবে আর মাঝরাতে চলে যাবে।
–ঠিক আছে। আমায় কি করতে হবে?
–তোমার টুপি আর কোটটা খুলে আমার কাছে এসো। সহজ হয়ে বসো। যদিও জায়গা বেশি নেই, তবু এটুকু জায়গাতে দু'জনের হয়ে যাবে।
মোটা বিচ্ছিরি লোকটার কাছে যেতে সুশানের একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে কাউন্টারে ঢুকল। পেছনে পেছনে মার্শ।
–তুমি কি উত্তেজক কিছু খুঁজছো?
–মাত্রাতিরিক্ত কিছু নয়।

মার্শের মোটা উরু তার পায়ে চাপ দিচ্ছিল।
হঠাৎ ডাঃ মার্টিন ভেতরে ঢুকল।
–গুড মর্নিং, ডাক্তার। মার্শ বলল।
–ও কে?
–এ হচ্ছে আমাদের নতুন রিসেপসনিস্ট মিস্ হেডার।
সুশানের দিকে তাকিয়ে ডাঃ মার্টিন বলল, তুমি এই লোকটার কাছ থেকে সাবধানে থেকো। ওর ঐ হাত দুটো যতক্ষণ পকেটে থাকবে ততক্ষণ তুমি নিরাপদ।
সুশান লজ্জায় লাল হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললো। মার্শ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ডাক্তারকে বলল–তোমাকে এখানে এসব বাজে কথা বলতে কে ডেকেছে অ্যাঁ?
–রোলো একটা মিটিং ডেকেছে। সেখানে সব বড় বড় লোকেদের নামের লিস্ট থেকে তোমার নাম বাদ। সুশানের দিকে চোখ টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রোলোর অফিসের দিকে পা বাড়ালো ডাক্তার।
সুশান মনে মনে ভাবছিল রোলোর মিটিংটা কি তাহলে ক্রেস্টার ওয়েডম্যানকে নিয়ে?
–মিস্ হেডার, শোন তোমার এখানে কাজ হচ্ছে- বাধা পেল মার্শ। দেখল বুচ কাউন্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে।
সুশান মনে মনে ভয় পেলেও তা প্রকাশ করল না। নির্ভয়ে বুচের পাথরের মতো চোখের দিকে তাকাল।
–ইনি আমাদের নতুন রিসেপশনিস্ট হেডার।
বুচ বলল, তোমায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে?
সুশান বুচের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।
–আমাদের রিসেপসনিস্টের দরকার আছে কে বলল?
–আমার ব্যক্তিগত দরকার আছে। মিস্ হেডার কাজের প্রয়োজন আমার কাছে এসেছিল, আমার দরকার একটু সময়ের। আমি নিজের পকেট থেকে যদি ওর মাইনে দিয়ে দিই, তাতে তোমার সমস্যা কী?
বুচের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। সে তাকাল সুশানের দিকে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।
সুশান হঠাৎ বলে উঠল, মনে পড়েছে। তোমার শার্টের কথা আমার মনে পড়েছে। গত হপ্তায় গ্লাস হাউস স্ট্রিটে ছোট্ট কাফেতে তোমায় দেখেছিলাম। তাই না? বুচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশানের দিকে তাকালো। মনে হয় তার মন থেকে সন্দেহ দূর হয়েছে।

-হ্যাঁ তাই। ঠিক।
বুচ চলে গেল।
বুচ চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তারা দু'জন নড়ল না।
তারপর মার্শ বলল-থুঃ। আমি তো ভাবতেই পারছি না রোলো এই ধরনের মাল নিয়ে কি করে কারবার চালায়। ঐ লোকটার জন্যে আমাদের ক্লাবের বদনাম হয়ে যাবে।
সুশান বুচের সন্দেহ কাটাতে পেরেছে বলে মনে মনে প্রফুল্ল বোধ করতে লাগল। প্রশ্ন করলো-ও কে?
ওর আসল নাম মাইক এগান। সবাই ওকে বুচ বলেই জানে। ও সম্ভবতঃ শিকাগোর বন্দুকবাজ ছিল। ওর কাছ থেকে দূরে, সাবধানে থেকো। ও সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। কাউকে বিশ্বাস করেনা। মহা ঝঞ্ঝাটে লোক একটা। তারপর হঠাৎ মার্শ বলে উঠল- জানিনা রোলো তোমাকে রাখবে কিনা। ও হয়তো তোমাকে ভাগিয়েও দিতে পারে।
সুশান শক্ত হয়ে উঠল। সেক্ষেত্রে আমায় ফ্রেসবীর শরণাপন্ন হতে হবে। আমি তো ভেবেছিলাম এটা আমার স্থায়ী চাকরী।
মার্শ হাত চাপড়িয়ে বলল, অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি অনুমান করছি মাত্র। আমি রোলোকে তোমার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলবো। ফ্রেসবীকে যে মার্শ বেশ ভয় পায় এটা বুঝতে পেরে সুশান বলল, একটু সরে দাঁড়াও। আমি তোমার চাপে তো চ্যাপা হয়ে গেলাম।
মার্শ কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলো।-ঠিক আছে, হেডার। তুমি এখন আসতে পারো। তোমার কাজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝ রাত্তির পযন্ত।
হঠাৎ বাইরের দরজা খুলে শেলি ভিতরে ঢুকে ডান-বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।
মার্শ তার দিকে সপ্রংশস দৃষ্টিতে তাকাল।
মার্শ তার দিকে তাকাতে সুশান জিজ্ঞেস করল, ও কে?
-মাদমোয়াজেল শেলী। রোলোর নিজস্ব জিনিস। কালো হলে কি হবে, চোখ টিপল, মাল বেশ খাসা। তাই না?
সুশান উত্তর দেবার আগেই গিলোরী এসে ঘরে ঢুকল। গিলোরী বেশ কাছাকাছি এসে সুশানকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।
মার্শ চকচকে দৃষ্টি হেনে বলল, তুমি সুন্দরী তাই গিলোরী তোমায় ঐভাবে দেখছিল। তোমার সঙ্গে আজ সকালে সবার দেখা হয়ে গেল। ভাবছি ওপরে আজ কী ঘটছে!

–লোকটা কে? যদিও ওপরে কি হচ্ছে ভেবে সুশান খুব আশ্চর্য হচ্ছিল।
–ও গিলোরী। এখানকার ড্রামবাদক। নিগ্রোদের সঙ্গে আমার তেমন একটা হৃদ্যতা নেই। তবে লোকটা খুব খারাপ নয়। মার্শ এখন সুশানের চেয়ে মিটিং নিয়েই বেশি কৌতূহলী। সুশান ভাবল যে করেই হোক ওকে একবার ওপরে যেতেই হবে। –যাবার আগে আমি কি একটু মেকাপ করে নেব?
মার্শ বলল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে মেয়েদের প্রসাধনী ঘর, লেখা আছে। ওখানে গিয়ে সাজগোজ করে নাও।
–তাহলে আগে আমি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসি।
ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠতেই মার্শ ধরতে গেল। ফাঁক বুঝে সুশানও ওপরে উঠে গেল। অর্ধচক্রাকার সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠতেই "মহিলা" লেখা টয়লেট। সুশান সেখানে না থেমে সামনের লম্বা প্যাসেজের পাশের ঘরগুলোর প্রতিটা দরজায় কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। পুরু কার্পেটের জন্য পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তারপর 'প্রাইভেট' লেখা ঘরটায় কান চেপে কিছু কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেল।

উইম্বিলডন কমনে বিশাল নির্জন বাড়িটার অসংখ্য ফাঁকা ঘরগুলোর কোন একটা থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে আসছিল।
অন্ধকার ঘরে বুড়ি পরিচারিকা সারা আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জো-কে বলল, কে আবার জ্বালাচ্ছে। জো, ফোনটা ধর।
জো ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, হ্যালো।
ওপারে সুশানের উত্তেজিত কণ্ঠ। মিঃ ক্রফোর্ড আছেন কি?
গলার স্বর চিনতে পেরে জো বলল, হ্যাঁ, বলো জো বলছি।
–আমি গিল্ডেড লিলির চাকরীটা পেয়েছি। বলে অভিনন্দন শোনার আশায় সুশান বিরতি দিল।
–জানতাম। ফ্রেসবীকে আমি যা বলি ও তাই করে। তারপর কি হল?
–ওরা সবাই রোলোর ঘরে মিটিং করছিল। আজ রাতে মিঃ ওয়েস্টম্যানকে ওরা আশা করছে।
–ওরা কারা? সবকিছু খুলে বলো।
–বলছি। বিরক্তির সুরে সুশান বলল,–ওখানে ডাঃ মার্টিন বলে একজন ছিল। সেই বেশিরভাগ সময় কথা বলছিল। ওদের সঙ্গে মাদমোয়াজেল শেলি বলে এক নিগ্রো মেয়ে ছিল, গায়ের রং কালো তবে দেখতে খুব সুন্দরী।
–আর কে কে ছিল?
–আর একজন কালো জামা পরা গিলোরী নামে এক নিগ্রো। ড্রাম বাজায়। সে

আমাকে চিনে ফেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম সে আমায় সন্দেহ করছে। তবে পরে তাকে আমি বেশ ভাল ধোঁকা দিতে পেরেছি।

জো-এর মুখ বিকৃত হল। সুশান সত্যি ধোঁকা দিয়েছে নাকি মিথ্যে কথা বলল? সে চুপ করে রইল।

ও পাশ থেকে কোন সাড়া শব্দ আসছে না দেখে সুশান বলল, তুমি কি খুশি হওনি, জো?

-ঠিক আছে তুমি ভাল কাজই দেখিয়েছ।

-ওরা আজ রাতে ওয়েডম্যানকে আশা করছে। তারা ভুডু নিয়ে কি সব কথাবার্তা বলছিল।

-কি বলছিল?

-ভুডু এক ধরনের ডাকিনীবিদ্যা। ডাঃ মার্টিন গিলোরীকে কি সব বোঝাচ্ছিল। একটা কথা বারবার বলছিল, 'জোমবি'। ওটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তুমি কি কথাটার মানে জানো?

-না, তবে জেনে নেব।

-আমি সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝরাত্তির অবধি এখানেই আছি। ওরা মিঃ ওয়েডম্যানকে রাত এগারোটায় আশা করছে।

-না উনি যাবেন না। আমি গাড়ি খারাপ করে রাখবো। ওনাকে ওসব লোকের সঙ্গে মিশতে দেবনা।

-হ্যাঁ ওরা ভাল লোক নয়। আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এক মিলিয়ন ডলার অবিশ্বাস্য বিশাল অঙ্ক তাই না?

-আমি তোমায় একটা চাবি পাঠিয়েছি। ওটা সাবধানে রেখো। আমার কিছু হয়ে গেল তুমি একটা স্টিলের বাক্স পাবে। ঐ চাবি দিয়ে বাক্সটা খোলা যাবে।

সন্দিগ্ধ সুশান প্রশ্ন করল, তোমার কি হবে? কি বলতে চাইছ?

-হয়তো কালো জামা পরা ঐ লোকটা গাড়ি চাপা দিতে পারে আমাকে। আমি প্রস্তুত থাকতে পছন্দ করি। হয়তো কিছুই হবেনা। তবু বলা তো যায়না।

সুশান ভীষণ ভয় পেল।-আমাদের কি পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত?

-না। আমার যা কিছু ঘটুক না কেন তুমি পুলিশের কাছে যাবেনা। কারণটা তো তোমায় বলেছি। কথা দাও যা বলেছি করবে।

-আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।

-তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হবে। তোমার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। আর ওনাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কথা দাও।

-ঠিক আছে কথা দিচ্ছি, কিন্তু এত কাজ একসঙ্গে পারব না।

জো বলল, পারতেই হবে। আমি জানি তুমি খুব সাহসী মেয়ে।

–কাল আমি তোমাকে ফোন করব। আমরা দেখা করলে কোন ক্ষতি হতে পারে। ওরা হয়তো লক্ষ্য রাখবে!

–ঠিক আছে। আমার কিছু হলে ফ্রেসবী আছে, ও তোমায় সাহায্য করবে। ফ্রেসবীর একটা গোপন ব্যাপার আমি জানি। সে কথা ঐ স্টিলের বাক্সের ভেতরে একটা চিঠিতে লেখা আছে। ঐ চিঠির ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ হাসিল করবে। গুডবাই।

জো লাইব্রেরীতে গিয়ে ওয়েবষ্টারের কলেজিয়েট অভিধানটা খুলল। জোমবি। এক অলৌকিক শক্তি যা মৃতদেহকে জীবন্ত করে তোলে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিছুক্ষণ ব্যাপারটা চিন্তা করে বুঝল রোলোরা কি চাইছে। তারপর চলল ওয়েডম্যানের ঘরের দিকে।

ওয়েডম্যানের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেবার পর সে দরজা খুলল, এই প্রথম ওয়েডম্যান তাকে না ডাকতেই সে এসেছে।

–কে, কে ওখানে? ওয়েডম্যানের কৌতূহলী প্রশ্ন।

ঘরটা অন্ধকার। ডেস্কের ওপর একটা শঙ্কু আকৃতির আলো জ্বলছে। ঘরের পর্দা টানা। সারা ঘরে বাসি একটা গন্ধ। ডেস্কের ওপরে স্তূপাকার কাগজে ভরা। ওয়েডম্যান ডেস্কের ধারে বসে। লেজার বই খোলা।

–কি চাও তুমি? আমি তো তোমায় ডাকিনি।

–না। গাড়ির ম্যাগনেটটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ যদি আপনার গাড়ির প্রয়োজন হয় তাই বলে রাখি।

ক্রেস্টারের মুখ শক্ত হল।

–কখন ঠিক হবে?

–এক সপ্তাহ লাগবে মনে হয়। কাজটায় সময় লাগবে। হঠাৎ জো-এর খেয়াল হল ঘরে ওয়েডম্যান এবং সে ছাড়া অন্য কেউ রয়েছে। ক্রেস্টারের সামনের চেয়ারে কে যেন জো-এর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। হঠাৎ জো ভীষণভাবে চমকে উঠল।

এক সপ্তাহ। ভীষণ অসুবিধা হল তো! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো করনেলিয়াস? জো বলছে গাড়িটা সারাতে সপ্তাহখানেক লাগবে।

জো এর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, করনেলিয়াস? কিন্তু সে তো মৃত। চেয়ারে বসা লোকটা করনেলিয়াস?

–আমার আজ রাতেই গাড়িটা প্রয়োজন। তোমাকে নিয়ে বেরোবো।

জো দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, গাড়ি আজ রাতে পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, চেয়ারে বসা লোকটা কে?

ক্রেস্টার হেসে বলল–কেন জো একে চিনতে পারছো না? এ করনেলিয়াস। তুমি

কি ওকে ভুলে গেলে? তারপর পাগলাটে ছোট ছোট চোখ নিয়ে নিশ্চল মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো জো তোমায় চিনতে পারছে না। জো এদিকে এসো দেখে যাও।

জো মাথা নেড়ে বলল, না, মিঃ করনেলিয়াস মারা গেছেন। আর আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা।

ক্রেস্টার বলল–না করনেলিয়াস শীঘ্রই আবার হেঁটে চলে বেড়াবে।

জো চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রেস্টার তার কব্জি চেপে ধরল–জো এটা খুবই গোপন ব্যাপার। তুমি আমাদের পরিবারের একজন। এসব কথা কাউকে ফাঁস করবেনা।

সম্মোহিতের মতো জো চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে ক্রেস্টার আলোটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল,–করনেলিয়াসকে ভাল দেখাচ্ছে, জো?

জো ভয় পেয়ে জোর করে করনেলিয়াস-এর দিকে তাকালো। দেখতে পেল নিষ্প্রাণ দেহের মুখটা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা হাঁ করা, ফ্যাকাসে জিভ আর হলদে ছোপ দাঁত দেখা যাচ্ছে।

তীব্র কটু গন্ধে জো অসুস্থ অনুভব করল। তার বমি পেল। ঘাম ঝরতে লাগল।

–তুমি শীঘ্রই হেঁটে চলে বেড়াবে। ওরা তোমাকে জোমবি বলে বলুক। কবরের ঐ ঠাণ্ডার চেয়ে আমার কাছে থাকা ভালো।

ক্রেস্টার-এর প্রলাপ শুনে জো-এর মনে হল লোকটা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে ভয়টা কেটে যেতে সে চিন্তা করে বুঝল–রোলোরা বুঝিয়েছে যে তারা করনেলিয়াসকে আবার জ্যান্ত করে তুলবে। বদলে ক্রেস্টার তাদেরকে মিলিয়ন পাউন্ড দেবে।

কিন্তু মৃতকে কখনও জীবিত করা সম্ভব নয়। ওরা ধোঁকা দিয়ে ক্রেস্টারের সমস্ত পয়সা হাতিয়ে নিয়ে ওকে ছিবড়ে করে ছাড়বে।

যে করে হোক ক্রেস্টারকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচাতেই হবে। কালো জামা গায়ে লোকটার ভয়ও মন থেকে তাড়াতে পারছেনা। ঐ লোকটা মিলিয়ন ডলার হাতাবার জন্য পারেনা এমন কাজ নেই। রাত দশটা বাজতে কয়েক মিনিট আগে হঠাৎ তার খেয়াল হল ক্রেস্টার কি করছে দেখবে। হঠাৎ একটা সতর্ক পদশব্দ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে শুনতে পেল।

দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। জোর সন্দেহ হল এখুনি বুঝি কালো জামা পরা লোকটা ঘরে ঢুকে পড়বে। না, কেউ এলো না।

এবার পদশব্দটা ফিরে চলল। এবার সতর্কভাবে নয় বেশ জোরে জোরেই।

ভয়ে জো চিৎকার করে উঠল, কে? কে ওখানে? একটা গাড়ির শব্দে জো দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলতে পারল না। লকটা জ্যাম হয়ে গেছে। জানালার

কাছে ছুটে এসে দেখল ড্রাইভওয়েতে রোলস রয়েসটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে ওয়েডম্যান।

চার

বুচ কঠিন চোখে সন্দেহের দৃষ্টিতে শেলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নিশ্চিত জানতো যে ক্রেস্টার ওয়েডম্যান ক্লাবে গিয়েছিল। বুচকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে ফিরতেই সে তাকে ধাওয়া করেছে।

আগে পুরো ঘটনাটা জানতে হবে।

–মাটির পুতুলের মতো শুয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি এখানে এসো। ঠোঁটে সিগারেট রেখে শেলি উদাসীনভাবে শুয়ে ছিল বিছানাতে। দেখে মনে হচ্ছিল সে খুবই চিন্তামগ্ন আর বিষাদগ্রস্ত।

–এ ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যানের ইচ্ছে তার ভাইকে জ্যান্ত করবে। সে বিশ্বাস করে ডাক্তার এটা পারবে।

বুচ মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, টাকার বিষয়ে কি কথা হলো? শেলি চিৎকার করে বলল, কোন কথাই হয়নি।

–তুমি কি ভাবছো আমি এত বোকা? –তুমি কি সে টাকাটা নিজে নিতে চাইছো?

–তুমি আমাকে কেন অহেতুক সন্দেহ করছো? বলছি তো এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। ডাক্তার আর রোলো সব কিছু করছে।

–গিলোরী কেন এসেছিল?

–ভুডুর ব্যাপারটা সে করবে।

–টাকার লেনদেনের সময় আমি হাজির থাকবো। ওয়েডম্যানের কাছে দু'মিলিয়ন পাউন্ড কিছুই নয়।

–এটা রোলোর নিজস্ব ব্যাপার। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলার নেই।

–মনে হচ্ছে তুমি চাও না যে আমি কিছু পাই। বুচের গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা। মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

–তুমি তো জানো আমি ঐ জগত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছি।

–তাহলে তোমাকে আগেই খুন করবো।–

–পাগলামী করোনা, মাইক। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি?–হেসে বলল শেলি।

বুচ মুখ বিকৃত করে বলল, তোমাকে কি করে মারবো জানো? হাঁটুর ওপরে শুইয়ে তোমার শিরদাঁড়াটা ভেঙে দেবো। যাতে যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে মরতে তোমার সাত দিন সময় লাগে।

শেলি মুখের হাসি ধরে রেখে বলল, যাক ছাড়ো ওসব কথা। ওসব নিয়ে মাথা গরম করোনা। আমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করব।
হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শেলি বলল, ও! এসব কথা ভুলে যাও মাইক। যাও বাড়ি যাও। আমি ক্লান্ত।
মাইক শেলিকে জড়িয়ে ধরল।–আমি যখনই আসি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়। বেশ ঠিক আছে আমি ধৈর্য ধরতে জানি। তারপর শেলিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, ওয়েডম্যানের ভাইয়ের লাশ ওর বাড়িতেই আছে, না?
শেলি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জানি না। কেন?
–ধরো আমি গিয়ে লাশটা লুকিয়ে ফেললাম। ওটা না পেলে কোন কিছুই করতে পারবে না কেউ। ওটা ফিরে পেতে গেলে ওয়েডম্যানকে আরও কিছু টাকা খরচ করতে হবে।
শেলির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।–তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কখনও এরকম কাজ করতে পারো না।
–কেন পারব না? মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলতে পারলেই এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে যাবো। শেলি সরে গেল যাতে বুচ ওর মুখের ভাব বুঝতে না পারে।–তুমি কি পাগলামী করছো বুচ! এসব করলে সব কিছু ভেস্তে যাবে এই ভেবে যোগ করল–বোকামী করোনা। তুমি রোলোর কাছের লোক। এসব করলে রোলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এটা ঠিক নয়।
–এটাই ঠিক। আসলে এসব ঝঞ্ঝাটে তুমি নিজেকে জড়াতে চাও না, তা বেশ। আমি একাই করব।
–তোমার সাহস হবে এসব করার? শেলি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।
বুচের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল। শেলিকে মারবার জন্যে সে হাত তুলল। ঠিক তখন বেজে উঠল কলিংবেল।
–কারোর আসার কথা আছে?
–না।
–তাহলে বাজিয়ে যাক।
বেল আবার বেজে উঠল। এবার অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল।
–জাহান্নামে যাক।
–জানালায় আলো দেখে বুঝতে পারছে আমি আছি।
বেলটা অবিরাম বেজে যাচ্ছে।
–অসহ্য! পাগল হয়ে যাব তো? দেখি কে এল। বুচ একটা ভোঁতা নাকের অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে দাঁত বের করে ভয়াল হেসে বলল–দেখো, সাবধান। যাকে তাকে ঢুকিও না।

–আমি কাউকেই ঢুকতে দোবোনা।

বুচ কাঁচ লাগানো আলমারিটা দেখিয়ে বলল, আমি ওর ভেতরে লুকাচ্ছি। একান্ত বাধ্য না হলে দরজা খুলবে না।

বেলটা বিরতিহীন বেজে চলেছে। শেলি নীচে নেমে এল।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শেলি দেখল একটা ছায়ামূর্তি।–কে?

–তুমি কি গোসল করছিলে, নাকি তোমার প্রেমিকের সঙ্গে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে? ডাক্তার মার্টিন প্রশ্ন করল।

–ডাক্তার, আপনি এতরাতে এখানে? কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল শেলি।

দেয়ালে হেলান দিয়ে ডাক্তার বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

–না, এখন আমি কথা বলতে পারব না। আমি জামাকাপড় পরে নেই।

–ওতে আমার কোন সমস্যা নেই। আমি চোখ বন্ধ করে থাকব, কাপড়-জামা ছাড়া তোমাকে একটা হাড়গিলে ইঁদুর মনে হবে।

–দূর হও মাতাল, লম্পট।

–শেলি!

–না।

–তাহলে কি রোলোকে বলব বুচ তোমার প্রেমিক?

–পাগলের মত কি যা তা বকছ!

–চল, চল আমাদের কিছু কাজের কথা আছে, ডাক্তার শেলিকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ডাক্তার আলমারীর দিকে পেছন ফিরে আর্মচেয়ারে বসল আর শেলি ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়াল। আলমারীর ফাঁক দিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কোঁচকাল বুচ।

–মিটিংটা বেশ মজার তাই না। একটু কায়দা করে চললে আমরা বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারি।

অশুভ আশংকায় শেলির বুক ধুক্‌পুক্‌ করছিল, সে কোন কথা বলল না।

–দুর্ভাগ্যক্রমে টাকাটা পেতে দেরী হবে। অথচ বেশ কিছু টাকা আমার এখুনি চাই। পাওনাদাররা ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা, আমি কি বোঝাতে চাইছি।

–তুমি আমাকে ব্লাকমেল করতে চাও? বদমায়েস।

–রোলোকে নিশ্চয় তোমার অবিশ্বস্ততার কথা আমায় বলতে হবে না। রোলো তোমায় কুড়ি হাজার পাউন্ড দেবে বলেছে। তাই না?

শেলি বুঝতে পারল বুচ কঠিন দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্রতিটি কথা শুনছে।

–বুচ আমার কেউ নয়। কোন প্রমাণ নেই।
–আছে আছে। বুচ এসে দু'বার হর্ণ–বাজায়।
শেলি রাগে অস্থির হয়ে বুচের দিকে তাকালো। বুচ আলমারী খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।
–হ্যালো ডক্!
ডাক্তার ঘুরে বুচের দিকে তাকালো। বুচের চোখ ঠিকরে আগুন বেরিয়ে আসছে। বুচ শেলির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বলল–হ্যালো ডক্। তোমার কাছে সব প্রমাণ আছে না?
–না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ডাক্তারের গলা কেঁপে উঠল।
–নিশ্চয়। তোমার মত শিক্ষিত লোক শেলিকে কি করে ব্লাকমেল করবে, আমি তাই ভাবছি।
–নিশ্চয়। ডাক্তার প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করল।
বুচ শেলিকে বলল, যাও তুমি গোসল করতে যাও। ডাক্তারের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শেলি বলল– গোসল করব!
ডাক্তার ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে চলে যেতে চাইল।–আমি যাচ্ছি। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।
–ডাক্তার, বসো। নরম গলায় বুচ বলল।
শেলিকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল–যাও গোসল সেরে এস। পানি বেশি গরম করোনা। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি।
শেলি ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে জলের কল খুলে দিল।
–কিহে ডাক্তার, জীবন সম্বন্ধে ক্লান্তি এসে গেছে?
ডাক্তার ভয়ে কেঁপে উঠল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।
–পরের বার এসব ফালতু কথা বলবার সময় সাবধান থেকো।
ধীরে ধীরে ডাক্তার উঠল। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, পরের বার মানে? মানে, আমি এখন যেতে পারি?
বুচ খেঁকিয়ে উঠল। তোমাকে মেরে ফাঁসিতে ঝোলবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তুমি যদি তোমার ঝাঁপ খোলার চেষ্টা কর, তাহলে আমি গলায় দড়ি পরার ঝুঁকিটা নেব।
–আমি রোলোকে কিছু বলব না। শুধু একটু মজা করছিলাম, হিস্টিরিয়া রোগীর মত ডাক্তার বলে।
–যাও ভাগো বুড়ো বাঁদর কোথাকার। তোমাকে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার দরজার দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল, যেতে যেতে শেলিকে দেখে একটু থামল। শেলির মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছায়া। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল

ডাক্তার। হঠাৎ শেলির গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে আসায় ডাক্তার পিছন ফিরল। মুহূর্তের জন্য প্রবল এক আতঙ্কের মধ্যে দেখল বুচ দু'হাতে একটা কম্বল নিয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে সে সিঁড়িটা পার হতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। ঝপ্ করে তার মাথার ওপর কম্বলটা এসে পড়ল আর সে ওতে জড়িয়ে মুহূর্তে একটা পুঁটলীতে পরিণত হয়ে গেল। পুঁটলী বাঁধতে বাঁধতে বুচ বলল–ডাক্তার তোমার আর ফেরা হল না। সবাই ভাববে তুমি জলে ডুবে মরেছো। পুঁটলীটা হাতে ঝুলিয়ে নিল।
শেলি ভয়ে আর্তনাদ করে বলে উঠল–না না অমন করো না, করো না। তুমি পাগল হলে নাকি।
–সরে যা কুত্তী। বুচ এক লাথি মেরে শেলিকে ফেলে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।
বুচ বাথরুমে ঢুকে বাথটাবের কাছে দাঁড়াল–সহজভাবে নাও ডাক্তার। যত সহজভাবে নেবে তত তাড়াতাড়ি মরতে পারবে।
বাথটাবের জলে কিছু পড়ার শব্দটা যেন শুনতে না হয় সেজন্য শেলি বাথরুমের দরজা লাথি মেরে বন্ধ করে দিল।

রোলো তার ডেস্কের পাশে বিশাল আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। কয়েক মিনিট আগে শেলি, গিলোরী আর ডাক্তার চলে গেছে। ওয়েডম্যানও বিদায় নিয়েছে মিনিট পনের আগে।
রোলো এখন জানে কেমন করে খেলাটা জমাতে হবে। বুড়ো ঘুঘু ডাক্তারটা প্রায় সারাক্ষণ কথার প্যাঁচে ওয়েডম্যানকে ভুলিয়ে রেখেছিল। ব্যাপারটা কি জানতে পারলে রোলো কি ডাক্তারকে খামোকা এক তৃতীয়াংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিত!
দরজায় আস্তে ঠক্‌ঠক্ শব্দ হল।
–ভেতরে এসো।
গিলোরী ভিতরে ঢুকল।
–তোমার কি এসব পছন্দ হচ্ছে না গিলোরী? সত্যি কথা বল। দরজাটা বন্ধ করে দাও। ভয় পেওনা। বল আমাকে।
গিলোরী মাথা নেড়ে বলল, এটা ভাল হচ্ছেনা।
–তবুও তুমি কাজটা করবে বলছ?
–হ্যাঁ।
রোলোর মুখের ফাঁক দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া বেরিয়ে এসে বাতাসে মিশে গেল।
–তুমি এখনও ভাবছ যে আমার কাছে তুমি ঋণী? সে সব কথা ভুলে যাও।
গিলোরী মাথা নেড়ে বলল–আমি ভুলিনা।

–তোমার মা চমৎকার মহিলা ছিলেন। তিনি এত সুন্দরী আর অহংকারী ছিলেন যে ক্রীতদাসি হিসেবে তাকে মানাত না। তাই আমি তোমার মাকে সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনে স্বাধীন করে দিয়েছিলাম। তুমি এখনও কেন সেই ঋণ শোধ করার জন্যে এমন উতলা হয়ে আছ?

–তোমাকে বা অন্য কাউকেই আমার পছন্দ নয়। আমার দেশ হাইতিতে ফেরার জন্যে আমি উতলা হয়ে আছি। অথচ ঋণ না শোধ করে কেমন করে যাই! এতদিনে যে সুযোগ এসেছে তা শুভ হোক বা অশুভ হোক আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা।

রোলো উৎসাহিত হয়ে বলল, ঐ ওয়েডম্যানটা বেশ পয়সাওলা।

–কে টাকা পেল আর কে পেল না তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তোমরা আমাদের ধর্ম বিকৃত করেছ। ঠাট্টা করছ। এর থেকে ভালোর কিছু জন্ম হতে পারে না। যা আসবে তা অশুভ।

–আমরা মরাটাকে জ্যান্ত করে দেবার ভান করছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে এটা তোমার পক্ষে সম্ভব। তুমি মিথ্যেবাদী। আর ওয়েডম্যান যদি তোমার কথায় বিশ্বাস করে তাহলে সে পাগল। আমি এর থেকে কিছু টাকা হাতাতে চাই।

–কিন্তু ফল ভাল হবে না।

রোলো বলল, কি ঘটতে পারে বলে তোমার ধারণা?

–আমি ভবিষ্যদ্ববাণী করতে পারি না। তবু সাবধান করে বলছি নিজের হাত পরিষ্কার রাখুন।

রোলো দাঁত খিঁচোলো, তুমি বড় অদ্ভূত চরিত্রের। তোমাকে দেখে যা মনে হয়, তার থেকে বেশি জান বোধহয়। মরুক গে। চিন্তার কিছু নেই। যা ঝুঁকি নেবার ডাক্তার সামলাবে।

গিলোরীর চোখে অদ্ভূত একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বারোটা কুড়ি মিনিট।–আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার মারা যাবে।

রোলো বলে উঠল–পাগলের মতো কি যাতা বকছ!

–আমি বাড়ি যাচ্ছি। আজ রাতে আমার আর কোন কাজ নেই।

–দাঁড়াও। যাচ্ছো কোথায়? ডাক্তার মারা যাবে এ কথার মানে কি?

গিলোরী পকেট থেকে একটা কাঠের পুতুল বার করে সিগার কেসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করাল।

–পুতুলটা যে মুহূর্তে পড়ে যাবে, বুঝবে ডাক্তার মারা গেছে।

–আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করো না। কর্কশ গলায় চেঁচাল রোলো, তোমার ঐ বাঁদুরে চালাকি আমি অনেক দেখেছি। ডাক্তার মরতে যাবে কেন?

–আমি ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।

ফোন বেজে উঠল। রোলো রিসিভার তুলল, হ্যালো।

একটা চড়া গলা তার কানে ভীষণ জোরে আঘাত করতে লাগল।–দয়া করে আপনি আস্তে বলুন। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা কে? কি পাগলের মত সব বলছেন? উত্তেজিত রোলো গিলোরীর হাতে রিসিভারটা দিয়ে বলল, দেখো তো কি বলছে।

–মিঃ ওয়েডম্যান? একটু ধরুন।

–ওয়েডম্যান! কি হয়েছে? কি বলছে? রোলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

–ওর ভাইয়ের লাশ চুরি হয়ে গেছে, ও কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

রোলো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, কি পাগলের মতো বকছো! তুমি ঠিক শুনেছ? লাশ কে চুরি করবে। ওটা ছাড়া তো আমাদের সব কিছুই ভেস্তে যাবে। কে করতে পারে ও কাজ। রোলো গিলোরীর দিকে তাকালো, ডাক্তার আমাকে ড্রাবলক্রসিং করছে নাতো?

ওয়েডম্যানকে অপেক্ষা করতে বল আমি যাচ্ছি। আমরা এখুনি যাচ্ছি। সবাইকে জড়ো হতে বলো। ডাক্তারকে ডাক! বুচ, বুচ কোথায়? বুচ! গাড়ি বার করতে বল।

–ডাক্তার তো মরে গেছে!

গর্জন করে উঠল রোলো, ফেলে দাও পুতুলটাকে। রোলো দেখল পুতুলটা কখন যেন পড়ে গেছে।

ফোনের ডায়াল ঘোরাল।

–না ধরছে না কেউ। হয়তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

–হ্যাঁ। মৃত্যুদূতের সঙ্গে।

–চুপ কর কেলে নিগ্রো কোথাকার। যাও সবাইকে ডেকে আনো।

গিলোরী চলে যেতে রোলো আবার ডায়াল ঘোরাল। না কেউ ফোন ধরছে না। শেলিকে ফোন করল রোলো।

অনেকক্ষণ পরে শেলি ফোন ধরল।– কে?

–এতক্ষণ ফোন ধরনি কেন?

–কি ব্যাপার? আমি ঘুমোচ্ছিলাম। স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

–ডাক্তার কোথায়? গিলোরী বলছে ডাক্তার নাকি মারা গেছে।

–গিলোরী! তীব্র আর্তনাদ করে উঠল শেলি। চিৎকারটা এমন জোরে আঘাত করল রোলোর কানে যে রিসিভারটা আরেকটু হলেই হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। রোলো শুনতে পেল অদ্ভূত একটা গোঙানীর শব্দ আর তারপর মেঝেতে কেউ দুম করে পড়ে গেল।–হ্যালো! হ্যালো শেলি। হ্যালো! কি হল? কোন জবাব নেই। গিলোরী ফিরে এসে জানাল–গাড়ি রেডি।

–শেলি। শেলির বোধহয় কিছু হয়েছে। রোলো তার মোটা শরীর নিয়ে টুপি হাতে গাড়ির দিকে ছুটল।

বড় প্যাকার্ড গাড়িটার স্টিয়ারিং–এ লংটম বসেছিল।

গাড়ি ছুটল শেলির অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

সিঁড়ির মাঝপথে শেলির সঙ্গে দেখা হল। রোলো দেখল শেলির মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সারা মুখ লিপস্টিক–এ মাখামাখি।

–শেলি! কি হয়েছে তোমার শেলি? রোলো ঝুঁকে চীৎকার করে উঠল।

–বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখুনি।

রোলো আস্তে আস্তে তার বিশাল থাবা দিয়ে শেলির কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল–কি হয়েছে?

শেলির মাথা এলিয়ে পড়ল। গোঙাতে গোঙাতে বলল সে, আমাকে একলা থাকতে দাও দয়া করে। রোলো তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল–বল ডাক্তার কোথায়?

কাঁদতে কাঁদতে শেলি বলল–জানি না। জানি না। কিছু জানিনা।

–ঠিক করে বল। তুমি নিশ্চয় কিছু জান।

–তুমি চলে যাও।

–সময় নষ্ট করছ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিলোরী বলল।

ক্ষেপে উঠে রোলো বলল– তুমি এখানে কেন এসেছ? কে আসতে বলেছে?

–ওয়েডম্যান অপেক্ষা করছে।

রোলো শেলিকে ছেড়ে দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বলল, ওসব ন্যাকামি ছেড়ে বুচ কোথায় আছে খোঁজ করে ওকে বলে দিও সে যেন ওয়েডম্যানের ওখানে চলে যায়। দরকারি কাজ আছে আমার। তোমার সঙ্গে আগামীকাল কথা বলব আমি। তারপরে গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে গেল রোলো।

–বাথরুমটা পরিষ্কার কর শেলি। ওখানে লাশের গন্ধ। আর কোন কথা না বলে গিলোরী তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

বসবার ঘরে সেডরিক স্মাইথ অবাক হয়ে বলল,–আচ্ছা তুমি তাহলে এখন অভিনয় ছেড়ে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট বনে গেছ।

সুদর্শন যুবক জেরী লজ্জায় হেসে বলল,–অভিনয় আর আমাকে দিয়ে হলনা। কোন প্রশংসা পেলাম না। তাই–

অনেকদিন পর তার বন্ধু দেখা করতে এসেছে বলে খুব খুশি সেডরিক। বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে জেরী বলল, চলি, এখন আমায় থানায় যেতে হবে। মাঝে মধ্যে

আসবখন।

জেরী চলে যেতে গ্লাসগুলো ধুয়ে শোবার ঘরের দিকে এগোল সেডরিক। হঠাৎ বেলটা বেজে উঠল। সেডরিক চমকে উঠল। রাত সোয়া এগারোটায় আবার কে এল?

সিঁড়ির ধাপের উপর চোখ পড়তে সেডরিক দেখল ওখানে জো ক্রফোর্ড দাঁড়িয়ে। মিস হেডারের জন্যে আমি একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। শীতল কঠিন দৃষ্টিতে সে তাকাল সেডরিকের দিকে।

জো-কে সে এত রাতে আশা করেনি। সেডরিক পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার কি চাও তুমি রাত দুপুরে? হঠাৎ তার নজরে এলো একটা ট্যাক্সি আর একটা স্টিল ট্রাংক।

–এটা কি নিয়ে যাব?–ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

–দাঁড়াও আমি ধরছি–জো বলল।

–কি আছে এতে? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল সেডরিক।

–চুপ কর। ওর ঘর কোথায়?

–তুমি কে? এসব কি?

জো সেডরিককে চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে আস্তে বলল–অ্যাই মোটকু, বল্ ওর ঘর কোথায়? চুপচাপ ঘরটা দেখিয়ে দে।

সেডরিক ভয়ে রা হারিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। জো আর ড্রাইভার পেছন পেছন ট্রাংকটাকে বয়ে নিয়ে চলল।

সুশানের ঘরের দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালিয়ে সেডরিক বলল–সুশান নিশ্চয় জানে? তাড়াতাড়ি এখানে রেখে চলে যাও। এটা মেয়েদের ঘর, দাঁড়িও না।

ওরা নীচে নেমে এলো। গাড়িতে বসে জো সেডরিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বলবে আমি না বলা পর্যন্ত ও যেন ট্রাংকটা স্পর্শ না করে।

ঘর থেকে পালিয়ে সেডরিক রান্নাঘরে ঢুকল। এককাপ চা বানিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বসল। না সুশানকে ব্যাপারটা জানাতেই হবে। ট্রাংকটার কথা মনে পড়তেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে যেন ধাক্কা মারল। গন্ধটা কিসের? কোথায় সে গন্ধটা আগে পেয়েছিল? কি আছে ঐ ট্রাংকটার মধ্যে?

রাত সাড়ে বারোটার সময় সুশান বাড়ি ফিরল। সেডরিককে বসার ঘরে দেখে অবাক।–শুভ সন্ধ্যা মিঃ সেডরিক! আমি ভেবেছি, আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছেন।

সেডরিক বলল–তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বসে আছি। যদিও জানি ও ব্যাপারে আমার নাক না গলানোই উচিত, তবু তোমার কাছে একটা ব্যাখ্যা দাবী করা অমূলক হবেনা।

সুশান ভয় পেয়ে বলল—কেন মিঃ সেডরিক? কি ব্যাপার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
আচ্ছা, মিস হেডার, ওই হতচ্ছাড়া লোকটা কে, যে তোমার জন্যে চিঠি আর ট্রাংক রেখে যায়?
সুশান তাকিয়ে রইল—ট্রাংক?
—হ্যাঁ এক ঘণ্টা আগে রেখে গেছে সে। আমার সঙ্গে এমন বিশ্রী ভাষায় কথা বলেছে, তোমার বন্ধু না হলে আমি পুলিশ ডাকতাম।
—পুলিশ? না না।
সুশানকে সে আর ঘাবড়ে দিতে চাইল না।—অবশ্য তোমাকে না জিজ্ঞেস করে তা করতাম না। তারপর একটু থেমে বলল—আমি একজন প্রাক্তন সৈনিক, ভুলে যেও না। তাছাড়া ট্রাংকটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।
—দেখছি, আমি গিয়ে দেখছি।
—তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও।
সুশান হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল— আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানোই আমি বেশি পছন্দ করি। তা না হলে আমি আপনাকে বোর্ডিং ছাড়ার নোটিশ দেবো।
সেডরিক সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—না, না, আমি দুঃখিত। আসলে আমি খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।
ঠিক আছে মিঃ সেডরিক। যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত। মিঃ ক্রফোর্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখব। সুশান ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল। জো বলেছিল একটা স্টিলের বাক্স পাঠাবে তার বদলে ট্রাংক? ওয়েডম্যানকে ক্লাবে আসতে না দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওয়েডম্যান এসেছিলেন। কী সব যে ঘটছে! দরজা খুলতেই কানে এল টেলিফোন বাজছে। ফোনটা ধরতে গিয়ে নাকে বিচ্ছিরি গন্ধটা এল। —হ্যালো! কালো ট্রাংকের দিকে সুশানের চোখ।
—জো বলছি।
—কি হয়েছে? ট্রাংক পাঠালে কেন?
—বেশি কথা না বলে শোন। ওয়েডম্যান আমাকে ধোঁকা দিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। ওর ভাইয়ের লাশে ওষুধ দিয়ে পচনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ওরা ভেবেছিল ওটাকেই জ্যান্ত করবে। রোলো ভাঁওতা দিয়ে কিছু টাকা বাগিয়ে নেবার তালে ছিল। এখন লাশ লুকিয়ে ফেলেছি। আর চালাকি চলবে না।
—তুমি কি বলতে চাইছ জো?
—ট্রাংকের ভেতরটা তোমার না দেখলেও চলবে।
—না। সুশান চেঁচিয়ে উঠল।—ও জো প্লীজ—।
—আমি আর কিছু বলতে চাই না। মনে হচ্ছে কেউ আসছে। এক মুহূর্ত বিরতির

পর জো আবার বলল, ওরা এসে গেছে। ওয়েডম্যান ডেকে পাঠিয়েছেন। ফোনের লাইনটা কেটে গেল।
সুশান ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দু-হাতে চোখ ঢাকল। ফোনটা হাত থেকে খসে পড়ল।

জো ফোন নামিয়ে দেখল রোলো আর গিলোরী ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়েডম্যানের চোখে বেদনার ছায়া।
–এ হচ্ছে জো। আশা করি ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে। জো তুমি কোথায় ছিলে? করনেলিয়াস চলে গেছে। কেউ তাকে নিয়ে পালিয়েছে। জো দেখল রোলো তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রয়েছে।
চলে গেছে মানে কি? সে তো মারা গেছে। ওয়েডম্যান বললেন।
রোলো ক্রেস্টারকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার। তার আগে আমি জো-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিন।
গিলোরী ওয়েডম্যানকে শুতে যেতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। তাকে নিয়ে চলে গেল। রোলো আর জো দু'জন মুখোমুখি বসল।–তাহলে তুমিই জো। কাকে ফোন করলে এইমাত্র?
–আমার বান্ধবীকে।
–বান্ধবীর নাম বলো।
–ওটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি জানতে চাওয়ার কে?
–তোমার মালিক কেন প্রশ্ন করল তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে? জিঘাংসা নিয়ে রোলো বলল।
–তুমি আর নিগ্রোটা বেরিয়ে যাও এখান থেকে।
–তোমার মালিক আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে।
গিলোরী ফিরে এলো। রোলো প্রশ্ন করল–করনেলিয়াসকে তুমিই সরিয়েছ। তাই না জো?
–ঐ মড়াটা নিয়ে আমি কী করব?
–বেশি চালাক সেজোনা, জো। ওয়েডম্যান লাশ ফেরত পাবার জন্যে প্রচুর খরচা করতে রাজি। সময় নষ্ট না করে এসো আমরা দু'জনে পার্টনার হয়ে যাই।
–আমি জানলে তো!
–যার কাছে লাশটা রেখে এসেছো তার বাসায় ফোন আছে। তাই না?
জোর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না।
–তোমাকে কি করে কথা বলিয়ে নিতে হবে আমার ভাল জানা আছে। কিন্তু আমি

তা চাই না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে।
–জানলে তো বলব। জো বলল।
এই সময়ে বুচ ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে জো'র ঘরে ঢুকল।
–ঠিক সময়ে এসে গেছো। এই হচ্ছে জো।
–হ্যাঁ। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বুচ বলল–আমাদের দু'জনের আগেই দেখা হয়েছে। কালো জামা পরা লোকটাকে দেখে জো'র সাহস, আশা, শক্তি দৃঢ়তা সব গলে জল হয়ে গেল। সে ভয়ে কেঁপে উঠল।
–জো তুমি মুখ খুলবে, না বুচের সঙ্গে তোমায় একা রেখে যাব? জো জানে, বুচের মোকাবিলা করার মতো সাহস বা শক্তি তার নেই। অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতাও তার নেই।
সে কি সব বলে দেবে? কিন্তু বললেই বুচ তাকে খুন করে সুশানের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর মৃতদেহটা বাগাবে। পরে হয়তো সুশান আর মোটা লোকটাকেও হত্যা করবে। তারপর ওয়েডম্যানের রক্ত শুষে ছিবড়ে করে ফেলবে। আর বুচও তাকে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা দিয়ে মারবে। সে বড় কঠিন। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। মরতে তাকে হবেই। তবু–
–বেশ আমি বলছি। লাশটা এ বাড়ির ওপরে আছে। ওপরে চলো। আমি দেখাচ্ছি।
–চালাকি করলে মরবে, রোলো ঝুঁকে পড়ে বলল।
–ওপরে আছে। তোমরা সবাই চলো।
–না, আমরা এখানেই আছি। বুচ তুমি যাও। তবে সাবধান ছোকরার ধান্দা কিন্তু খারাপ।
–চলো। চালাকি করলে কান দুটো উপড়ে নেব। বুচ বলল।
জো চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তাকে যে মরতে হবে সে জানে কিন্তু তার অবর্তমানে সুশান কি তার চিঠির কথা মাফিক কাজ করতে পারবে? তার যতটুকু করার সে করেছে।
–আস্তে চল, ছোটাছুটির দরকার নেই।
সিঁড়ির মাঝপথে এসে জো ভাবল এবার একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু হাঁটু দুটো দুর্বল লাগছে। হৃদপিণ্ডে দিড়িম দিড়িম শব্দ, মাথা ঘুরছে। তারা সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে গেছে। এরপর আর সিঁড়ি থাকবে না। একটু ভুল করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। যা থাকে কপালে। কিছু করতেই হবে–
হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বুচের বুকে মারল এক ধাক্কা। বুচ চিৎকার করে উঠলো। সে জো'র হাত ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করলে জো তার পেটে সজোরে এক লাথি কষাল। জো'র হাত ফস্কে বুচ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে

গেল।
জো কোন দিকে না তাকিয়ে একটা ছোট জানালার দিকে ছুটল। জানালার পাশে ছাদ। পেছনে রোলো চিৎকার করে ছুটে আসছে। জানালার ফ্রেমটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিল। নড়ছে না। ভয়ে জো-র দম আটকে আসছে। শুনতে পেল রোলো গাঁক গাঁক করে ছুটে আসছে আর বুচ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের ধুলো জমে জ্যাম হয়ে গেছে জানালা। খুলছেনা। জো কাঁধ দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে পাশের ছাদে লাফিয়ে পড়ল।
বুচ দৌড়ে আসতে আসতে চিৎকার করল, থামো।
জো তার কথায় কান না দিয়ে টালি আঁকড়ে ধরে তিন কোণা ছাদের প্রান্তে গিয়ে থামল। বুচ হিংস্র মুখটা বাড়াল। তার থেকে জো-র দূরত্ব বড় জোর কুড়ি ফুট। গর্জন করে উঠল বুচ—তুমি আসবে, না আমি যাবো?
জো-র মাথা ঝিম্‌ঝিম করছে, তবু সে বুচকে দাঁত বের করে ভেংচাল। বুচ এখন আর তার কিছু করতে পারবে না।
রোলো কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে বুচকে সরিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারল। তারপর বুচকে বলল—তখনই বলেছিলাম ছোকরাটাকে সাবধান। এখন কি করবে?
—আমি যাচ্ছি।
—পাগল হয়েছো? ঐ ঢালু জায়গায় তোমার পা ফসকাবে। তারপর একটু নরম গলায় জোকে বলল, লক্ষ্মীছেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে চলে এসো।
—লাফ মারব সেও ভাল, কিন্তু ধরা পড়লেই আমাকে বলতে হবে।
রোলোর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।—বোকামী কোরো না।
—না। যদিও ভয়ে, ঠাণ্ডায় জো-র দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল।
রোলো ফিসফিসিয়ে বুচকে বলল, একটা দড়ি জোগাড় কর। ওকে ফাঁস লাগিয়ে ধরতে হবে। তারপর জোর দিকে ফিরল। জো তুমি অকালে মরতে চাইছ কেন, তার চেয়ে মড়াটা কোথায় বলে দাও, আমি তোমাকে দশ হাজার পাউন্ড দেব।
—তুমি জান না এরা আমার কি উপকার করেছে। তোমরা চালাকি করে করনেলিয়াসের দেহ কোন দিনই খুঁজে পাবেনা। এই জন্যই আমি মরতে চাই।
বুচ দড়ি নিয়ে ফিরে এল।—তুমি ছেলেটাকে কথা বলায় ব্যস্ত রাখো। আমি অন্য দিক থেকে দড়িটা ছুঁড়ছি।
রোলো কপালের ঘাম মুছে বলল—সাবধান কিন্তু, ছোড়াটা পাগল। এ মরে গেলে লাশ আর পাওয়া যাবে না। রোলো ঝুঁকে পড়ে জোকে বলল, জো, আমরা তোমার সাহায্য ছাড়াই লাশ খুঁজে নেব, তাই তোমায় ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। আমরা যাচ্ছি।

–বিশ্বাস করি না।
–বাগানের দিকে তাকাও। আমরা যে সত্যি যাচ্ছি তা দেখতে পাবে।
–তোমরা আবার ফিরে আসবে। এরকম সুযোগ হয়ত আমি আর পাবো না।
–আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি যে, আমরা জোকে একলা থাকতে দেব। বলো ঝাঁপ দেবে না?
ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে ভয় লাগছিল জো-র। রোলোর লিখিত প্রতিশ্রুতির আশ্বাসে সে একটা আশার আলো পেল। কারণ জো যে সমাজ থেকে এসেছে, সই করা কাগজের ওপর গভীর আস্থা আছে তাদের।
জো দেখল রোলো পকেট থেকে কাগজ আর কলম বার করে কি যেন লিখতে লাগল আর বলল–কিভাবে শুরু করব? কাকে সম্বোধন করব?
জো বাঁচার আশায় এমনই বিভোর বুচ যে নল বেয়ে উঠে আসছে, তা খেয়াল ছিল না। রোলো কাগজটা জোরে জোরে পড়তে থাকল আর জো চোখের কোণা দিয়ে কিছু নড়ছে দেখতে পেয়ে ঝটকা মেরে সরে যাওয়ার আগেই তার গায়ের ওপর দড়ির একটা ফাঁস আছড়ে পড়ল। তাহলে এটাও চালাকি! এবার তাকে মরতেই হবে। মুহূর্তের মধ্যে সে দড়ির ফাঁসটা গলায় আটকে নিল।
বুচ আর রোলো চিৎকার করে উঠল। গলায় ফাঁস এঁটে বসে যাচ্ছে। জো-র মুখ সাদা। অসহায় লাশটা ঝুলে পড়ল।

পাঁচ

সেডরিক স্মাইথ কোটটা খুলে শোবার আয়োজন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ সুশানের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে সে সুশানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।– মিস হেডার! কি হয়েছে?

কোন সাড়া নেই। সেডরিক সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হল। চাবি লাগানোর শব্দ।

–হে ঈশ্বর! কি হয়েছে মিস্ হেডার? আমি তো ভয়ে মরতে বসেছিলাম।

–তোমায় এখন কিছু বলার সময় নেই। আমায় যেতে দাও। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল সে। কোথাও কোন বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে রাত দুটো বাজল। ফুলহ্যাম রোড ধরে পুটনী ব্রীজের দিকে ছুটল সুশান। জো'র সঙ্গে দেখা করার চিন্তায় তার মন তোলপাড়। ট্রাংকের লাশটা জোকে এখুনি নিয়ে যেতে বলবে সে। পুলিশের ঝঞ্ঝাটে একমুহূর্তের জন্যও থাকবে না সে। একটা ট্যাক্সি ধরে গ্রীনম্যানে নেমে বিশাল পাথরের গেট পেরিয়ে ড্রাইভওয়ের ওপর দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। ড্রাইভওয়েটা একটা বনের ভেতর ঢুকে গেছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে একটা প্যাকার্ড গাড়ি নজরে এল। সঙ্গে সঙ্গে জো-র কথা মনে পড়ল। পরক্ষণেই সে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেল একটা লম্বা রোগা লোক ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় একটা গলার আওয়াজ তার কানে এল।–ছুঁচোটাকে তুলতে পারছি না। দড়িটা কেটে দি, হতচ্ছাড়াটা নীচে পড়ুক।

সুশান সব কিছুর অস্তিত্ব ভুলে ওপর দিকে তাকিয়ে রইল। কালো জামা পড়া লোকটা তেকোণা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। দড়ির ডগায় যে দেহটা ঝুলছে, তার চুল দেখে সুশানের চিনতে ভুল হলনা। হঠাৎ দেহটা দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। সুশান টের পেল সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপর সব অন্ধকার।

আবার সজাগ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সে চিনতে পারল বুচ, গিলোরী আর রোলোকে। সবাই মৃতদেহ ঘিরে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে। সুশান বুঝতে পারল লাশটাকে কবর দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। বুচ টমকে এক ধাক্কা মেরে কোদাল আনতে পাঠাল।

গিলোরী বলল– আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের লুকিয়ে লক্ষ্য করছে।

রোলো বলল–কে? কোথায়?

সুশান যে ঝোপের আড়ালে শুয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে টম আর গিলোরী এগিয়ে যেতে লাগল। বুচ আর রোলো কথা বলতে বলতে আসছে। সুশান লাফ মেরে উঠে ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে দৌড় দিল। শুনতে পেল একটা ভারী

শরীর তার দিকে এগিয়ে আসছে। রোলোকে তার তেমন ভয় নেই, কিন্তু কালো জামা পড়া লোকটাকেই ভয়। ঝোপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে লাগল সুশান। বুচও ছোটা শুরু করেছে। রোলোর হাতির মতো ধুপধাপ ছুটে চলার জন্যে বুচ দিক ঠিক করতে পারছিল না। রোলোকে থামতে বলে বুচ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। ডান দিকে সে শুনতে পেল সুশান জঙ্গলে পথ হাতড়াচ্ছে। সুশান খুব দ্রুত দৌড়তে লাগল। পিছনে বুশ। হঠাৎ সে ছোটা থামিয়ে একটা ঘন-ঝোপে ঢুকে গেল। বুচও সুশানের পায়ের শব্দ না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সুশান মাত্র বারো গজ দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে আর প্রার্থনা করছে।

বুচ বুঝল মেয়েটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। চেঁচিয়ে বলল, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সুশানের দিকে বুচের পিঠ। সুশান বুঝল বুচ দেখতে পায়নি। সুযোগ বুঝে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আবার উল্টো দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু রোলোর লৌহ কঠিন মুঠিতে সে ধরা পড়ল।–তাহলে তুমিই জো-এর বান্ধবী।

রোলো গর্জন করে উঠল, বুচ, এদিকে এস। পেয়েছি ওকে। বুচের পায়ের শব্দ পেয়ে সুশান রোলোর গায়ে জোরে কামড় বসিয়ে দিল। রোলো হাত ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিল সুশান। হরিনীর গতিতে ছুটছে। রোলো নুড়িপাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। এখন সে গ্রীনম্যানের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পেছনের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। সুশান থেমে গেল। পেছনে এক ছায়ামূর্তি তাকে লক্ষ্য করছিল। সামনে এক পুলিশ বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

জ্যাক ফ্রেসবী সন্দিগ্ধ চোখে সুশানের দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিচ্ছিল। মেয়েটা সারারাত বাড়ি ছিলনা, ওর নিশ্চয়ই স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে।

এগারোটা কুড়ি বাজে। জো এখনও ফোন করেনি। অথচ মেয়েটা বাক্সটা চাইতে এসেছে। তবে কি জো'র কিছু হয়েছে? বাক্সটা কি দেবে? চালাকি করতে গিয়ে যদি জো'র ফাঁদে পা দেয়?

–কিসের বাক্স? যে কেউ এসে বাক্স চাইলেই দিতে হবে? আমার কি বাক্সর ব্যবসা! একটু খেলাবার চেষ্টা করল ফ্রেসবী।

সুশান দৃঢ়ভাবে বলল–কোন্ বাক্স তা তুমি ভাল করেই জান। বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের কাছে যাব।

ফ্রেসবী ফিসফিস করে বলল,–জো কি বলেছে? কি জান তুমি?

–তা তুমিও যেমন জান, আমিও জানি। ঐসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

–জো-এর কি হয়েছে?

সুশান উঠে দাঁড়াল।–হয় বাক্সটা দাও নয়তো চললাম। এখানে নষ্ট করার সময় আমার নেই।

–আহা। যদি জানতে পারতাম জো'র কি হয়েছে তাহলে মেয়েটাকে মজা দেখাতাম। বহু কষ্টে ফ্রেসবী নিজেকে সংযত করে বলল–এই নাও টিকিট। এটা গ্রীক স্ট্রিটের হেরিং অ্যান্ড হব্‌স নামে একটা দোকানে দশ শিলিং দিলে, ওরা তোমায় বাক্সটা দেবে।

সুশান ছোঁ মেরে টিকিট নিয়ে বলল–আমি আবার আসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে লায়ন্স টিপসে বসে বাক্সটা জো–র পাঠানো চাবি দিয়ে খুলে সুশান অবাক। এক গোছা টাকা আর তলায় একটা চিঠি। জো লিখেছে, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে আমি তখন আর এ দুনিয়ায় নেই। কালো জামা পরা লোকটা আমাকে ধমকী দিয়ে গেছে। ও আমাকে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েডম্যানকে ছিবড়ে বানাবার চেষ্টা করবে। পুলিসের ভয় দেখালেই ফ্রেসবী তোমায় সাহায্য করতে রাজি হবে। লোকটা বিপজ্জনক। তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে তুমি শুধু ওকে বলবে, তুমি জানো ভেরা কোথায়। তোমার মিথ্যেটা ও যেন বুঝতে না পারে। ব্যাস ওতেই কাজ হবে। ফ্রেসবীর ব্যাপারে অযথা নাক গলানোর চেষ্টা কোরো না। অনর্থক ঝামেলায় পড়বে। যাই হোক পুলিশের কাছে যাবে না। তুমি ছাড়া ক্রেস্টারকে সাহায্য করার কেউ রইল না। এজন্যই টাকাটা দিলাম।

সুশান বুঝতে পারছে না, সে কিভাবে ক্রেস্টারকে সাহয্য করবে! তবে জো বিশ্বাসী লোক। বিশ্বাসীদের পছন্দ।

তিনশো পাউন্ড! অনেক টাকা। ক্রেস্টারকে সাহায্য না করলে টাকাটাও সে নিতে পারছে না। ট্রাংকটার কথা ভাবল সে। জো বলেছে লাশের হদিস যেন কেউ না পায়। কিন্তু মড়াটাকে ঘর থেকে সরাতে হবে। সেডরিক যদি খুলে দেখে ফেলে! ফ্রেসবীর কাছে সাহায্য চাইতেই হবে। সুশান ফ্রেসবীর কাছে ফিরে চলল।

–তুমি আবার এসেছো? আমি কিছু করতে পারব না। ওকে দেখে বলল ফ্রেসবী।

–জো মারা গেছে, বলল সুশান। ফ্রেসবীর মুখে সন্তুষ্ট ভাব লক্ষ্য করল। জো আমায় বলে বলে গেছে ভেরা কোথায় আছে।

ফ্রেসবী ধপ্‌ করে বসে পড়ে বলল-আর কাকে বলেছে? তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ। তুমি আর বেশিদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না।

–আমি আগেই সাবধান হয়ে গেছি। আমার ব্যাংক ম্যানেজারকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, সাতদিন আমার কোন খোঁজ-খবর না পেলে ওটা খুলতে।

ফ্রেসবী বলল–ভুল করেছ। পুলিশ তোমায় দোসর ভাববে।

–তুমি কি চাও আমি সব কথা পুলিশকে খুলে বলি?

চায়ের কাপে চুমুক দিল ফ্রেসবী। আচ্ছা, কি চাও তুমি?
সুশান ঝড়ের বেগে ওয়েডম্যান, করনেলিয়াস, রোলো, জো সকলের কথা বলে গেল। ওয়েডম্যান মিলিওনীয়ার, টাকার গন্ধ আছে এই ভেবে ফ্রেসবী বলল, আমায় কি করতে হবে?
—মৃতদেহটা লুকোতে হবে।
—পারব না।
সুশান পঁচিশ পাউন্ড বার করে ফ্রেসবীকে বলল, বিনিময়ে এটা পাবে।
—ওতে কাজ হবে না।
—ওতে যখন হবে না তখন হয় তোমায় বিনা পয়সায় কাজটা করতে হবে নয়তো পুলিসকে আমায় সব কথা জানাতে হবে।
সুশান ভাবছিল ফ্রেসবী কি তাকে সাহায্য করবে?
ফ্রেসবী ভাবল, মেয়েটা যদি এ রকম আচরণ করতে থাকে তবে ওকে খুন করতেই হবে। ফ্রেসবী বলল-দাও টাকাটা দাও।
—কোথায় লুকোবে?
—বিয়ারিং ক্রসে।
—না ওটা গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুশান বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল কালো জামা পরা লোকটা আসছে।
হাঁপাতে হাঁপাতে সে ফ্রেসবীর কাছে লুকোবার জন্য সাহায্য চাইল। কিন্তু ফ্রেসবী গোঁয়ারের মতো বসে রইল, তখন সুশান আলমারীর ভিতর গিয়ে লুকোলো।
আর তখনই বুচ ঘরে ঢুকে ফ্রেসবীকে নরম গলায় প্রশ্ন করল, সুশান হেডার কে?
ফ্লেসবী বুচের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল। ভাবছে সাবধানে কথা বলতে হবে।
—কে, সুশান? সুশান কি?
—ভাঁওতা দিও না চাঁদু, তুমি জান আমি কার কথা জিজ্ঞেস করছি।
ফ্রেসবী মাথা ঝাঁকাল, আমার মনে পড়ছে না কোন্ হেডার?
—আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দুশমনী করতে চাও না! তাহলে চট্‌পট্ বলে ফেলো যাকে তুমি গিল্ডেড ক্লাবে পাঠিয়েছিল।
—ও! ওর নাম সুশান হেডার নয়। বেটি, তার নাম বেটি ফ্রিম্যান। ফ্রেসবী বুঝল বুচ ধাপ্পাটা বোঝেনি।
—নাম যাই হোক! মেয়েটার সম্বন্ধে বলো।
কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রেসবী বলল—আরে মেয়েরা আমার কাছে কাজের ধান্দায় আসে। বায়না দেয়। তাদের নাড়ীনক্ষত্র জানার আমার কি দরকার?
মার্শ বলেছে তুমি মেয়েটার চাকরীর জন্যে খুব চাপ দিয়েছিলে।
ফ্রেসবী বুঝল বুচ তার কথা অবিশ্বাস করছে না। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল— কড়কড়ে

পঁচিশ পাউন্ডের লোভ সামলানো যায়?

দু'জনে দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর। বুচ বলল–তাহলে সত্যিই তুমি জান না সে কে? কোথায় পাবো তাকে?

–কেন, কোন গণ্ডগোল?

–তা জানি না তবে রোলো ঐ মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে একশ পাউন্ড খরচ করতে রাজি আছে। আজ রাতের মধ্যে ওকে না পাওয়া গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তুমি খোঁজ দিতে পারলে টাকাটা পাবে।

ফ্রেসবী একবার আলমারীটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, না থাক হতচ্ছাড়টা ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিয়ে রেখেছে।

–রোলো এত টাকা কেন খরচ করতে চাইছে?

–তোমার অত সতর কি দরকার! এর পর ক্লাবে মেয়ে ঢোকাবার আগে আমায় জানাবে। নইলে তোমার কপালে খারাবী আছে।

ফ্রেসবী ভয়ে ভয়ে বলল–ঠিক আছে, মাইক। আমি খোঁজ করব।

বুচ চলে যেতেও সুশানকে ডাকলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। মড়াটাকে নিয়েই এত কাণ্ড। আবার অনেক টাকার মামলা। মড়াটার জন্যেই মেয়েটার খোঁজ পড়েছে। মড়াটা তার হাতের মুঠোয়। চেষ্টা করলেই মোটা টাকা উপার্জন করা যায়।

সুশান বেরিয়ে এলো বিবর্ণ মুখে।

–সবই শুনেছ নিশ্চয়ই। ঠিক আছে এসো আমরা দু'জনে মিলেমিশে কাজ করব। আমার মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে। মড়াটা কোথায় লুকোবে!

রোলোর অফিসে অশুভ নিস্তব্ধতা। রোলোর পিছনে শেলি এবং বুচ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। রোলোই প্রথম কথা বলল–মেয়েটা তাহলে এল না। তার মানে জো-ই মেয়েটাকে এখানে ঢুকিয়েছিল।

–হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

–ঐ মেয়েটা আমাদের অনেক কিছু জেনে গেছে। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাছাড়া ডাক্তারের ব্যাপারটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।

শেলীর চেহারা খুব করুণ। জীবনে অনেক বাজে কাজ করলেও, হত্যার মতো বিষয় তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

–তোমার আবার কি হল? মনে হচ্ছে কিছু লুকোচ্ছো। ঠিক আছে কতক্ষণ চেপে থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল ডাক্তারের টিকির দেখা নেই। গিলোরী কেমন করে জানল ডাক্তার মৃত। কেমন করে জানল গিলোরী? রোলো চেঁচালে শেলি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, থামো। ঐ বুড়োটাকে নিয়ে রঙ্গ করার সময় আমার নেই।

ইতিমধ্যে বুচ বেরিয়ে গিয়ে মার্শকে নিয়ে ফিরে এল।

–হেডার মেয়েটা কে? কাজ দেবার আগে তুমি ওর ব্যাপারে খোঁজ নাওনি?

–না, স্যার। আমি–আমি ভাবতে পারছি না–আমি না–আমার কোন দোষ নেই। ফ্রেসবীর দোষ। ফ্রেসবী এর আগেও আমাদের অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।

রোলো বুচের দিকে তাকাল–মনে হচ্ছে ছুঁচোটার একটু দাওয়াই লাগবে।

–আমার গায়ে হাত দেবে না।

বুচ শয়তানের মত তার দিকে এগোতে লাগল। মার্শ লাফ মেরে দরজা দিয়ে পালাতে গেল। কিন্তু বুচ তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নুইয়ে ধরে চোয়ালে এক ঘুষি মারল।

রোলো বলল–এসব কি হচ্ছে? আমি একটু শিক্ষা দিতে বলেছি। বুচ হিপ পকেট থেকে একটা .৩৮ পুলিশ স্পেশাল বার করে তার বাঁট দিয়ে কাঁধে মারতে মারতে ঘরময় ঘোরাতে লাগল। মার্শ আর্তনাদ করতে লাগল। শেলি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। মনে মনে ভাবল বুচের মতো জাত খুনে যদি জানতে পারে সে তার সঙ্গে ডাবলক্রস করেছে, তার পরিণাম কি হবে?

–থামো! রোলোর ধমকে বুচ এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তারপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে মার্শের গালে আঘাত করে ঠেলে ফেলে দিল তাকে। ঘাড়ে কালসিটের দাগ নিয়ে মেঝেতে শুয়ে সে কাতরাতে লাগল।

–পুলিশ! টেবিলের লাল আলো জ্বলে উঠেছে। ওকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে হঠাও।

বুচ মার্শকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

রোলো শেলিকে বলল, তুমিও কেটে পড়ো। বছর খানেক আগে ক্লাবে একবার পুলিশ এসেছিল। তবে আজ আসার পেছনে কি মেয়েটার হাত আছে! ওপরের ঘরে আবার ওয়েডম্যানকে তালাবদ্ধ করে রাখা আছে। রোলো তাড়াতাড়ি খাতাপত্তর খুলে বসল।

দরজায় টোকা পড়াতে রোলো বলল–ভিতরে আসুন।

এক লোক ঘরে ঢুকে বলল, আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডামস, মিঃ রোলো। লোকটাকে দেখতে পুলিশের মত না লাগলেও খুব একটা সুবিধেরও মনে হলো না।

–বসুন। চুরুট খান।

–ধন্যবাদ। পুলিশের কাজে বেশী পয়সা নেই, ওসব চলে না। নাইট ক্লাবওয়ালাদের অনেক পয়সা।

–আপনি কি নাইট ক্লাবের লাভের আলোচনা করতে এসেছেন?

–না, আপনি আশা করি ডাঃ হার্বার্ট মার্টিনকে চেনেন?

–হ্যাঁ।
–জলপুলিশ কয়েক ঘণ্টা আগে জল থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে। রোলো ভাবল ডাক্তার তো আত্মহত্যা করার লোক নয়, তাহলে কি এটা হত্যা?
রোলো বলল–আমি দুঃখিত, মিঃ অ্যাডামস।
সার্জেন্ট লক্ষ্য করল রোলো কথাটা শুনে বিস্মিত হয়েছে। সে ভেবেছিল এর পেছনে বুঝি রোলোরই হাত আছে।–কখন তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আপনার?
–আমার সঙ্গে দেখা করে ঠিক এগারোটার পরেই চলে গিয়েছিল।
–কি জন্য এসেছিল?
–খুব আড্ডাবাজ ছিল তো তাই। তার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে।
–তাকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছিল?
রোলোর মনে হল পুলিশ এটাকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে। বলল–হ্যাঁ। টাকাকড়ি নিয়ে খুব টানাটানি চলছিল। আমার কাছে ধার চেয়েছিল, আমি দিতে পারিনি। যদি জানতাম ও ডুবে মরবে, তাহলে–
–আমি তো বলিনি ও আত্মহত্যা করেছে।
–তাহলে কি?
– হয় দুর্ঘটনাবশতঃ নদীতে পড়ে গেছে। নয় কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে। যে কোন একটা কারণে তার মৃত্যু হতে পারে।
–শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে?
–তা জেনে আপনি কী করবেন? বেঁটে মানুষ, এগানের মত যে কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে।
–এগানের নাম বললেন যে?
–উদাহরণ দিলাম। তা এগান কোথায়?
–জানি না, আজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে আসেনি।
–কিন্তু আসবার সময় তাকে দেখলাম মনে হলো।
–ভুল দেখেছেন বোধহয়।
–তাহলে ডাক্তারের ব্যাপারে আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না?
–না আমি শুধু ওর টাকার অভাবের কথাই জানতাম।
–আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, ডাক্তার যেরকম অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন, তাতে কারোর ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছিলেন– এগান সম্বন্ধে কিছু যদি জেনে থাকেন–।
–আপনি বার বার এগান এগান করছেন কেন?
–ছোকরাটাকে আমি একবার হাতের মুঠোয় পেতে চাই। রোলো ভাবল, ডাক্তার

কি তাহলে এগান সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিল? শেলির অদ্ভূত আচরণের কথা মনে পড়ল। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে এল।

–আপনার কিছু মনে পড়ছে কি মিঃ রোলো?

–না। দুঃখিত, আর কোন সাহায্য করতে পারবো না।

–যাক আবার দেখা হবে। এখনো অনেক কিছু জানবার বাকি রয়ে গেল। চলি।

হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকলেন ক্রেস্টার ওয়েডম্যান। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন।–এখানে আমার ভাল লাগছে না, বাড়ি যাব।

–আপনাকে যেন চেনা চেনা লাগছে। অ্যাডমস প্রশ্ন করল। ওয়েডম্যান এ্যাডমসকে খেয়াল না করে উত্তেজিত হয়ে রোলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার ভাইকে শীঘ্রি খুঁজে বের করো। সে কোথায়?

ওয়েডম্যানকে কাঁধ চাপড়ে শান্ত করার চেষ্টা করল রোলো। কানে কানে বলল, বসুন, অ্যাডমস চলে যাবার পরে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব।

অ্যাডমস-এর মনে সন্দেহ দানা বাঁধল বেঁটে ওয়েডম্যানকে দেখে, ভাবল কিছু একটা ব্যাপার আছে।–উনি কে?

রোলো অ্যাডমসকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ও আমার বন্ধু নিকোলাস। জন নিকোলাস। মাথার গণ্ডগোল আছে। ওর ধারণা ওর ভাই হারিয়ে গেছে, কিন্তু আসলে কোনদিনই ওর কোন ভাই ছিল না।

অ্যাডমসকে বিদায় করে বুচের মুখোমুখি হল রোলো।-ওয়েডম্যানকে কে ছাড়ল? পুলিশটা ওকে দেখে ফেলল।

–ওটা মার্শের কাজ। বদমাইসী করেছে। ওটাকে আমি খুন করব। এদিকে রোলো ঘরে ফিরে আসতেই ওয়েডম্যান বললেন–কালকের মধ্যে করনেলিয়াসকে খুঁজে বার করতে না পারলে আমি পুলিশের কাছে যাব।

–পুলিশ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। বরং আমাকে দশহাজার পাউন্ডের চেক লিখে দিন। কালই যদি ভাইকে ফিরে পেতে চান, ওকে নিয়ে আসতে ঐ টাকাটা আপনাকে খরচ করতে হবে।

–আমার কাছে টাকা নেই। করনেলিয়াসকে আমি সব টাকা দিয়ে দিয়েছি, সেই দেবে।

–টাকা নেই মানে, কি ব্যাপার?

–তিন মিলিয়ন পাউন্ডের বন্ডে টাকাটা আমি ওর কোমরে জড়ানো বেল্টের ভেতর রেখেছি। টাকাটা ওর কাছে নিরাপদ থাকবে তাই।

দূরাগত মেঘের গুরুগুরু গর্জন। শহরের মাথায় কালো জমাট মেঘ। বৃষ্টি থেমেছে খানিক আগে।

ট্যাক্সি থেকে ভারী ট্রাঙ্কটা নামাতে ফ্রেসবীর কষ্ট হচ্ছিল। পেছন থেকে সুশান বলল, আমি ভেতরে আসব না।

ফ্রেসবী তিক্ত স্বরে বলল, তোমাকে আমার কথামতো কাজ করতে হবে, নইলে আমি এসবের মধ্যে নেই।

ফ্রেসবীর কথা সুশানের কানে ঢুকল না। সে ভাবছিল যদি কেউ তাদের এ গলিতে ট্রাঙ্ক সমেত দেখে ফেলে? কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি ছাড়া আর কোন শব্দ সে শুনতে পেল না। একঘেয়ে বিরক্তির সুরে ফ্রেসবী বলে চলল, আমি এ কাজ একা করতে পারব না। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। পয়সার ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ পেয়ে সুশান বুঝল ফ্রেসবী পকেটে কিছু খুঁজছে।-হ্যাঁ পেয়েছে। এক মুহূর্ত পরেই চাবি ঢোকানোর আওয়াজ শুনতে পেল সুশান। দরজা খুলতে গলিটায় এক ফালি আলো এসে পড়ল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে সুশান বলল, আমরা কোথায় এসেছি?

–এটা টেড হুইটেবীর কারখানা।–তাড়াতাড়ি এসো। কেউ দেখে ফেলবে। ট্রাঙ্ক সমেত ধরা পড়ার ভয়ে সুশান ফ্রেসবীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে জরাজীর্ণ প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল। হঠাৎ মেঘের গর্জনের আওয়াজে সুশান দেওয়ালে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। দেওয়ালে লাগানো কাগজের খস্‌খস্‌ আওয়াজে সে যেন কাঠ হয়ে গেল। ফ্রেসবী তাকে ঠেলা মেরে বলল, চলো মালটাকে গুদামে নিয়ে যাই।

–কোন গুদাম ঘরে আমি যাচ্ছি না। আমার ভয় লাগছে। আমি অনেক করেছি, আর নয়।

–কচি খুকী সেজো না, এতটা এগিয়ে ফিরে যাওয়া যায়? কাজ যখন একলা করবে ভেবেছিলে তখন তো খুব সাহস দেখিয়েছিলে। এখন সময় নষ্ট না করে হাত লাগাও। সুশান ভাবছিল সে আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছে। ফ্রেসবী তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল–ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? তোমার মতই আমারও কাজটা করতে ভাল লাগছে না।

সুশান হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রেসবী তাকে আটকে রাখল। ফ্রেসবীর জামার দুর্গন্ধ, মুখে বিয়ারের গন্ধ নাকে ঝাপটা দিল।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে সুশান বলল, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি। আমার সঙ্গে ওরকম করলে–যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু চিঠিটা রয়েছে । বিড়বিড় করতে করতে ফ্রেসবী ওকে ছেড়ে দিল–বেশ তাই যদি মনে কর তো যাও, ট্রাঙ্কটা ফেরত নিয়ে গিয়ে ঘুমোওগে। দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি ডাকি। ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তায় ভয়ে সিটকে গেল সুশান–না না ওটা আমার ঘরে রাখতে পারব না।

–এসো, পথে এসো। তোমাকে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে

কি ট্রাঙ্কটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে এসেছি? খালি বকর বকর। সুশান এবারে হাত লাগাল। ফ্রেসবী আগে আগে নামতে লাগল, সুশান পেছনে ধরে রইল যাতে ট্র্যাঙ্কটা গড়িয়ে পড়ে না যায়।

নীচে নামার পর ফ্রেসবী বলল, সুইচটা খুঁজে পাচ্ছিনা। দেশলাই আছে তোমার কাছে?

কাঁপা গলায় সুশান বলল–নেই। ফ্রেসবীর সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। তার ভয় হচ্ছিল ফ্রেসবী হয়তো অন্ধকারের মধ্যে তাকে চেপে ধরবে। হঠাৎ সে একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে সুইচটার আশায় এগিয়ে যেতে তার সঙ্গে কিছু একটার ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। সুশান দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের অন্যপাশ থেকে ফ্রেসবী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুশান অন্ধকারে হাত বাড়াতে পুরুষের মোটা জামার হাতার স্পর্শ পেল। সে জানত এ ফ্রেসবী নয় কারণ ফ্রেসবী অন্যপ্রান্তে সুইচ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মেঘ গর্জনের আওয়াজ সুশানের আর্ত চিৎকারকে ডুবিয়ে দিল।

–কি হল আবার?

দু'হাতে মুখ ঢেকে সুশান বলল–এখানে কেউ আছে।

–মাথা ঠিক রাখ। এখানে সব 'ডামি'। সেই মুহূর্তে সুইচটায় হাত ঠেকতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল।

সুশান দেখল সে এক শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে আর সে তার জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না মূর্তিটা মোমের তৈরী।

সুসানের হাত ধরে ফ্রেসবী বলল, উত্তেজিত হয়ো না, এগুলো মোমের প্রতিকৃতি মাত্র।

ভয়ার্ত চোখে সুশান বিশাল ঘরটা দেখতে দেখতে ফ্রেসবীর গা ঘেঁষে এল। সারা ঘরে মোমের মূর্তি। কোনটা বসে, কোন মূর্তি দাঁড়িয়ে। সবগুলোই ভয়ঙ্কর দেখতে। ফ্রেসবী বলল, তোমাকে আগেই সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আমার। 'হুইটেবী এলিফ্যান্ট আর ক্যাসেল'এর হরর জাদুঘরে মূর্তি সাপ্লাই করে। বেশ সুন্দর দেখতে, তাইনা! এদের সঙ্গে সারারাত কাটাতে তোমার কেমন লাগবে? আমি তোমায় বলেছিলাম না, আমি বেশ চালাকি করে এই মূর্তিগুলোর ভিড়ে মড়াটাকে ঢুকিয়ে দেব, আর কেউ খোঁজই পাবে না। সুশানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিশ্চল মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবার সাহস তার হচ্ছিল না। যদি সে ভয়ে চিৎকার করে ফেলে ফ্রেসবী তাহলে তাকে আক্রমণ করে বসবে।–আমার সাহস হারলে চলবে না। আমি মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবো না। মনে মনে বলল ও।

–হুইটবীর এই গা ছম্‌ছমে জায়গায় থাকতে চাই না।

ফ্রেসবীর ওয়েস্ট কোটটার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে সুশান প্রশ্ন করল, আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

–আমরা এখানে মড়াটার মুখে-হাতে মোম লাগাব। তাহলে ঐ মড়াটাও মোমের মূর্তি হয়ে যাবে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, টেড নিজেও নিজের তৈরী মূর্তির ভিড়ে মড়াটাকে খুঁজে পাবে না।

নিরুত্তেজ গলায় সুশান বলল, মোম লাগাতে হবে?

–হ্যাঁ, খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয়, খালি মোম গলিয়ে মুখের ওপর ঢেলে দিলেই ওটা মুখোশের মত হয়ে যাবে। তবে তোমার সাহায্য ছাড়া একলা এ কাজ আমি করতে পারব না।

–না! চিৎকার করে সুশান সিঁড়ির দিকে পেছোতে থাকল। না, আমি এসব সহ্য করতে পারছি না।

ফ্রেসবী হিংস্রভাবে তার দিকে এগিয়ে এলো, গালাগালি করতে করতে বলল–ছেলেমানুষী কোর না। স্থির হও।

সুশান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রেসবী তাকে ধরবার জন্যে ঝাঁপ দিল। থামো। দাঁড়াও। যেওনা। ফিরে এসো। অন্ধের মত সিঁড়ি বেয়ে সুশান প্যাসেজ বেয়ে এসে দরজা খুলে ছুটতে লাগল। ফ্রেসবী সিঁড়ির মাথায় যখন এসেছে ততক্ষণ যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। সুশান তার নাগালের বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল অন্ধের মতো সুশান ছুটে চলেছে।

ছয়

এ ঘটনাস্থল থেকে কয়েক মাইল দূরে গ্রেসভেনর স্ট্রিট থেকে একটা সবুজ রং-এর প্যাকার্ড গাড়ি মার্টিনের ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রোলো গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার লংটমকে বলল, বেশি দেরী হবে না। কোন পুলিশ দেখলেই বেল বাজাবে।

চাবি দিয়ে ঘোরাতে দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল রোলো। সে যার খোঁজ করছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল। এক সময় ডাক্তারের কাছে সে শুনেছিল যে সে ডায়েরী লেখে। আজ সে কথা মনে আসতেই ডায়েরীর খোঁজে এখানে এসেছে রোলো। ডায়েরিটা পাওয়া মাত্র দরজায় তালা লাগিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসল। টমকে গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরতে বলে ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে লাগল। হাতের লেখা সুন্দর, সাজানো। সুন্দর হস্তাক্ষরে মার্টিন লিখেছে, আজ রাতেই আমাকে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। নইলে আর সুযোগ পাবো না। ওয়েডম্যানের বিশাল সম্পত্তির একটি অংশ সে পাবে। কিন্তু রোলো যদি জানতে পারে বুচ আর শেলি প্রেমিক–প্রেমিকা তাহলে আমার কপালে কানাকড়িও জুটবে না। ফলে আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বুচকে কিছু খসাতেই হবে। মিটিং শেষে ওদের কাছে গিয়ে চমকে দেব।

রোলোর কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। বুচ আর শেলি প্রেমিক-প্রেমিকা এটা তার বোঝা উচিত ছিল।

নিজের ওপর খানিকটা রাগ নিয়ে ভাবতে শুরু করল রোলো ডাক্তার তাহলে শেলির বাড়ি গিয়েছিল, ওখানে বুচ তাকে খুন করেছে। শেলির অস্বাভাবিক আচরণের কারণ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দুটোকেই মজা দেখাতে হবে। তারপরেই ওয়েডম্যানের কথা মনে পড়ল। বেয়ারার বন্ডে তিন মিলিয়ন ডলার–অবিশ্বাস্য। টাকাটা পেতে হলে তাকে প্রথমেই মড়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার জন্যে বুচকেই তার প্রথম প্রয়োজন। প্রতিশোধের চিন্তাটা অবচেতন মনেই থাক। মেয়েটাকে খুঁজে বার করাই তার প্রথম কাজ। বুচ রাস্তায় রাস্তায় মেয়েটার খোঁজ করছে, কিন্তু লন্ডনের মতো বিশাল শহরে হয়তো তাকে পাওয়াই যাবে না। কিংবা অনেক অনেক সময় লাগবে।

লংটমকে নির্দেশ দিল রোলো-গিলোরীর ওখানে চলো।

মিনিট কয়েক পরে গাড়ি এথেন কোর্টে এসে পৌঁছল।

লংটমকে অপেক্ষা করতে বলে সে বাড়ির ভেতরে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফটে চড়ল।

লিফট তাকে পাঁচতলায় পৌছে দিল।

রোলো ভেবে খুশী হলো যে সে ডায়েরীটার খোঁজ পেয়েছে বলে পরিকল্পনা মাফিক জরুরী কিছু কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে, তা না হলে হয়তো হঠকারিতায় ভয়ানক কিছু একটা করে বসত। বুচ আর শেলিকে শাস্তি দিতে হলে তাকে ঠিক করে রাখতে হবে যাতে পুলিশ এর মধ্যে নাক গলাবার সুযোগ না পায়।

অধৈর্যের মতো বোতাম টিপল রোলো। দরজা খুলে গেল। গিলোরী দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনি আমার এখানে কখনও আসেননি। কোন সমস্যা–

রোলো বড় ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা সিগার ধরিয়ে চিন্তিত গলায় গিলোরীকে বলল, করনেলিয়াসের মড়াটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

গিলোরী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল–কী করে তা সম্ভব?

নিগ্রোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রোলো বলল–আমি বিশ্বাস করি একাজটা তুমিই পারবে। এত দিন তুমি বলে বেরিয়েছো আমার কাছে তুমি ঋণী, এখন আমি তোমায় বলছি মড়াটা খুঁজে তুমি আমার ঋণ শোধ করো। এ কারণেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

গিলোরী পায়চারী করতে করতে বলল–মেয়েটা জানে মড়াটা কোথায় আছে। ছোট কাঠের পুতুলের মাথায় আঠা লাগানো পুতিটাতে টোকা মারতে মারতে বলল, এটা আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাবে।

–বুচ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা, তুমি তাড়াতাড়ি মড়াটা খুঁজে পাবার কোনো উপায় বলে দাও।

গিলোরী কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, মেয়েটা কোথায় লুকিয়ে আছে খুঁজে দেখতে হবে। এজন্যে ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশী সময় লাগতে পারে। আমি হাইড পার্কে ঢোকবার গেটের মুখে তার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানে অপেক্ষা করুন। একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু ওখানে সে আসবেই।

গিলোরী পুতুলটাকে মেঝের ওপর দাঁড় করাল। কার্পেটের একটা চৌকো ঘর দেখিয়ে বলল, আসুন আমরা কল্পনা করি এটা হাইড পার্ক। যে মুহূর্তে পুতুলটা চৌকো ঘরটায় পৌছাবে সেই মুহূর্তে মেয়েটা হাইড পার্কে পৌছাবে। তাকে দেখলে আপনি কোন কথা না বলে তার পিছু নেবেন। সে যেন আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলেই দেখবেন আপনি করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে পৌছে গেছেন। বুঝেছেন?

রোলো অসহায়ভাবে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গিলোরী দেখো

ব্যাপারটা খুব জরুরী। আমাদের নষ্ট করার সময় নেই। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

অন্যমনস্কভাবে গিলোরী বলল–যদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে তবেই তার দেখা পেতে পারেন।

রোলো সম্মতি জানিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে এসে বসল। কান পাতল।

ওপরতলা থেকে ঢাক বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বুম...বুম...যেন বিশাল জলরাশি তার দিকে গড়িয়ে আসছে।

অস্বস্তি নিয়ে লংটম রোলোকে প্রশ্ন করল, আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন? শব্দটা কিসের? কেমন ছমছম করে গা।

রোলো বলল–কিছু না। গিলোরী তার ঢাক পেটাচ্ছে। তারপর মুখে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমরা এখন হাইড পার্কে যাব। একটা ছুকরীর সঙ্গে দেখা হবে সেখানে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস বাসের কন্ডাক্টরকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের গন্তব্যে নেমে পড়ল। ১৫৫/এ, ফুলহাম রোডের বাড়ির দরজায় বেল টিপতে টিপতে একটু থমকাল। এখন প্রায় মাঝরাত। ভাইনস্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট তাকে সেডরিক স্মাইথের চিরকূট দিলেও সে কিন্তু খুশী হয়নি। তবে সে সেডরিকের বাড়ির কয়েক'শ গজ দূরেই থাকে বলে দেখা করতে এসেছে। সেডরিক দরজা খুলে তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাল। যাক্ এসেছো তাহলে, ভেবেছিলাম আসবে না।

অ্যাডমস অধৈর্যের সঙ্গে বলল, আমি একটুও দাঁড়াতে পারব না, সারাদিনটাই দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি। এখন শরীরটা বিশ্রাম চাইছে, বলো ঝামেলাটা কি?

দরজা খুলে সেডরিক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ভাই, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। ভেতরে এসো। তুমি জান আমি সবসময় খুশী থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু এখন আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি।

অ্যাডামস মুখ বাঁকিয়ে বলল, বেশ চলো। তোমার দুশ্চিন্তার কথা আমার ভাল জানা আছে। বেড়ালের গায়ে মাছি বসলেও তুমি দুশ্চিন্তায় সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারোনা।

শান্তভাবে সেডরিক বলল, বেড়াল! আমি ঐ নোংরা জানোয়ারটাকে খুবই অপছন্দ করি। তাছাড়া আমার পোষা কোন বেড়াল নেই। তোমার পরামর্শ আমার দরকার। জানি তুমি পরিশ্রান্ত। কী নেবে? হুইস্কি না বিয়ার?

জেরী লম্বা পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল, হুইস্কিই দাও। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী না ফুলিয়ে চট্ করে বল তো আসল ঘটনাটা কি? কোন বোর্ডার কি তোমাকে পয়সা না দিয়ে পালিয়েছে?

সেডরিক ঠোঁট চেপে বলল, জেরী, তুমি কি কিছুতেই আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইবে না? তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর। ব্যাপারটা বেশ জটিল, তোমাদের পুলিশি আওতায় আসতে পারে।

অ্যাডমস চট্ করে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি করে বুঝলে?

–প্রথম থেকেই শুরু করি তাহলে, সেডরিক ধীরে ধীরে জবাব দিল। দুটো বড় গ্লাসে হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে একটা জেরীকে দিল, একটা নিজে নিল। তারপর মুখোমুখি বসে পড়ল।

জেরী আর্মচেয়ারটায় আরাম করে বসে বলল, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ধীরে সুস্থে বলো।

–তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করতে পারো কিন্তু আমি মিস্ হেডারের জন্যে খুবই চিন্তায় আছি। কিন্তু একটা কিছু ঘটতে চলেছে, যা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

–আবার সেই মিস্ হেডার! কেন সে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছে?

–না, তাকে ক্রিমিনাল টাইপের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখছি। জো ক্রফোর্ড তাদের মধ্যে একজন।

–জো ক্রফোর্ড? কে সে?

–আমিও সেটা জানতে চাই। সে এখানে আমাকে মিস্ হেডারের নামে একটা চিঠি দিতে এসে আমার সঙ্গে প্রচণ্ড অভদ্র ব্যবহার করেছে। না দেখলে বুঝতে পারবে না তার চোখের দৃষ্টি কি রকম! আমি কাউকে ভয় পাই না, আমাকেও সে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

–সে চিঠি নিয়ে এসেছিল?

–তাহলে আর বলছি কি। এমনই বেপরোয়া লোক যে চিঠির খামটাও ভাল করে বন্ধ করেনি, তাই আমি চিঠিটা পড়ে ফেলি।

–তোমার এই অভ্যাসই তোমাকে একদিন বিপদে ফেলবে।

–হয়তোবা, কিন্তু খামের মুখটা খোলা ছিল বলেই পড়বার কথাটা মাথায় এলো। আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অহেতুক কৌতূহল আমার পছন্দ নয়। যতদূর মনে পড়ছে তাতে লেখা ২৪ সি, রুপার্ট কোর্ট ফ্রেসবীর এজেন্সিতে যাও। তোমাকে ঢুকিয়ে দেবে। সই ছিল জে-সি।

অ্যাডমস শিরদাঁড়া খাড়া করে বলল, ঠিকানাটা ঠিক বলছো তো?

–নিশ্চয়। জেরীর কৌতূহল দেখে সেডরিক প্রশ্ন করল, তুমি ফ্রেসবীর এজেন্সী

চেনো? অ্যাডমস আবার বসে পড়ল।
–শুনেছি। সতর্কভাবে সে বলল। মনে পড়ল, সম্প্রতি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জ্যাক ফ্রেসবীর কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভেরা স্মল নামে ওয়েস্ট এন্ড স্টোরের এক কর্মচারির রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের ব্যাপারে পুলিশ ফ্রেসবীকে সন্দেহ করছে। ভেরার নিখোঁজ সংবাদ ওর বাবা-মা-ই পুলিশে ডায়েরী করেছে। পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে ভেরাকে শেষ দেখা যায় ২৪ সি, রুপার্ট কোর্টে। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ নেই। সন্দেহজনক বলে কয়েক সপ্তাহ পুলিশ তার ওপর নজর রেখেছে। ওয়েস্ট এন্ডের সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বেশ্যাদের ভাড়া দেওয়াটাই তার লাভজনক ব্যবসা। আর এর থেকে ফ্রেসবী বেশ টাকা কামাচ্ছে। ফ্রেসবী মেয়েদের কাজ খুঁজে দেয়, মানে দু'নম্বরী কাজ।
বেশ তারপর? বলো–
সেডরিকের ট্রাঙ্ক আনা এবং তা দেখে সুশান কেমন ভেঙে পড়েছিল তা জানিয়ে যোগ করল,–সে সারারাত দরজায় তালা দিয়ে বাইরে পড়েছিল। তারপর আজ সে একটা রোগা পাতলা বয়স্ক লোকের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে ট্রাঙ্কটাকে টানতে টানতে নিচে নিয়ে এলো। আমি সুশানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, ওকে ডাকলাম কিন্তু ও এতটাই ভীত ছিল যে আমার ডাক শুনতে পায়নি। উল্টো বয়স্ক লোকটা কড়া গলায় আমাকে নিজের চরকায় তেল দেবার উপদেশ দিয়ে গেল। তারপর ট্রাঙ্কটা নিয়ে তারা ট্যাক্সিতে উধাও হয়ে গেল।
অ্যাডমস হুইস্কি শেষ করে গেলাসটা রেখে প্রশ্ন করল, তুমি ঠিক দেখেছো মেয়েটা ভেঙে পড়েছিল?
–নিশ্চয়। ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।
–লোকটার আরও একটু বিশদ বর্ণনা দিতে পারবে?
–হ্যাঁ। বছর পঞ্চাশের ওপর বয়স। লম্বা আর রোগা, লৌহধূসর রঙের ঝাঁটার মতো গোঁফ। নাক টিকালো। ঐরকম বিচ্ছিরি নোংরা বদমাইশ চেহারার লোক সুন্দরী সুশানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার মোটেই যোগ্য নয়।
–শুনে মনে হচ্ছে উনিই জ্যাক ফ্রেসবী।
–মরুক গে। তবে ফ্রেসবী খারাপ লোক হলেও দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ দেখছি না।
–কিন্তু জেরী, তোমাকে তো ট্রাঙ্কটার কথা এখনও বলিনি। ট্রাঙ্কটায় এমন কিছু আছে যা আমাকে ভীত করে তুলেছে। জো নামের ছেলেটা যখন ট্রাঙ্কটা রেখে যায় তখন আমি ওটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাই। গন্ধটা আমার বাবার শবযাত্রার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

–আজকাল তুমি বোধহয় খুব ডিটেকটিভ গল্প পড়ছ। আমার তো মনে হয় গন্ধটা কর্পূরের গুলির।

সেডরিক মাথা নাড়ল, জেরী, একটু সিরিয়াস হয়ে আমার কথা শোন। আমার স্পষ্ট মনে আছে গন্ধটা সেরকমই ছিল। তবে আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে, আমার মনে হচ্ছে ট্রাঙ্কটার মধ্যে কোন লাশ ছিল।

অ্যাডমস সিধে হলো। সেডরিক, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তারপর চিন্তা করল। তাই কি ভেরা স্মল নিখোঁজ? পুলিশের সন্দেহ তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফ্রেসবীই তাকে শেষবারের মতো দেখেছে। এখন ফ্রেসবীর সঙ্গে গন্ধওলা ট্রাঙ্ক? মিস্ হেডার মেয়েটারই বা তার সঙ্গে কি সম্পর্কে? কী করছে তারা? ব্যাপারটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না। বেশ জটিল। সেডরিক অ্যাডমসকে লক্ষ্য করছিল। তার ধারণাটা যে অ্যাডমস্ এতক্ষণে পড়তে পেরেছে, লক্ষ্য করে সে মৃদু হাসল। অ্যাডমস বলল-আমি ঠিক বুঝতে পারছি, সেডরিক। আসলে পুলিশের কাছে ভুল খবর আছে বলে ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। ফ্রেসবীকে আমাদের লোক বেশ কয়েক সপ্তাহ নজরে রেখেছে। আমরা নিখোঁজ হওয়া এমন এক তরুণীর খোঁজ করছি যার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ফ্রেসবীর হাত রয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ।

সেডরিক উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে আমি ঠিকই বলছি। ট্র্যাঙ্কের ভেতর মৃতদেহটা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

–ধীরে বন্ধু ধীরে। অ্যাডমস বলল, এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছনো ঠিক হবে না। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। আমি মিস্ হেডারের সঙ্গে কথা বলব। ওর কাছ থেকে কোন নতুন তথ্য পেতে পারি। এমন কিছু তথ্য চাই যাতে আমরা এগোতে পারি। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন কোন সূত্র নেই।

সেডরিক হঠাৎ হাত তুলে বলল–ঐ শোন। তারা দু'জনেই শুনতে পেল কারা যেন সদর দরজাটা বন্ধ করে ছুটে ওপর দিকে গেল। সেডরিক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বলল–ঐ ওরা এল!

অ্যাডমসও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।–একটু অপেক্ষা করো। এখন রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। খুব বেশী তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না। দেখ তুমি যদি ওকে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে নীচে নামিয়ে আনতে পারো। বলবে তোমার একজন পুরোন বন্ধু এসেছে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সেডরিক ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বলল, ও বড্ড অসামাজিক, একথা শুনলে আসবে বলে মনে হয় না।

–বেশ তাহলে বলো জো ক্রফোর্ডের কাছ থেকে আসছি, তবে যদি নামে।

–ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কী বলবে?

সে তোমায় ভাবতে হবে না। যাও দেখ শুয়ে পড়ার আগে ডেকে আন। সেডরিক ওপরে চলে গেল।

জেরী শরীরের পেছনে হাত বেঁধে পায়চারী করতে লাগল। মনে মনে বলল, তাকে সেডরিকের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে কেননা সেডরিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সহজ ব্যাপারকে নাটকীয় করে তোলে। হয়তো ট্র্যাঙ্কটায় সন্দেহজনক কিছু নেই, হয়তো গোঁফওলা লোকটাও ফ্রেসবী নয়। যা হোক যাতে বোকা বনতে না হয়, তার জন্যে সঠিক অনুসন্ধান করে তাকে এগোতে হবে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর সেডরিকের পায়ের শব্দ পেল জেরী। সেডরিক একা নয়, সঙ্গে সুশান।

সুশান বুকে ধুকপুকুনি নিয়ে অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে ভাবল লোকটাকে বেশ নরম বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে সে খুব ভয় পেয়ে গেছে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সেডরিক বলল, ইনি মিস্ হেডার আর ইনি জেরী অ্যাডমস।

জেরী হেসে বলল, এত রাতে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম নাতো? ক্ষমা করবেন। দয়া করে বসুন।

সুশান প্রথমে সেডরিক তারপর জেরীর দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বসল, সেডরিকের দিকে অস্বস্তিভরা চোখ নিয়ে তাকাল।

অ্যাডমস সেডরিকের দিকে ঘুরে বলল, আমার মনে হয় মিস্ হেডার আমার সঙ্গে একা কথা বলতে চান।

সেডরিকের চ্যাপ্টা মুখটা ঝুলে পড়ল।

–তাতো বটেই। নিশ্চয়। তোমরা দু'জন কথা বল। আমি তোমাদের জন্যে চা করে নিয়ে আসি। সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার অ্যাডমসকে ভালই লাগবে। আমার প্রিয় বন্ধুও। আগে আমরা একই জায়গায় কাজ করতাম।

জেরী সেডরিককে দরজাটা খুলে ধরে বলল, যাও তুমি চা করে আনো, কথা শেষ হলে তোমাকে ডাকব।

সেডরিক চলে যেতে ঘরে নীরবতা নেমে এলো। অ্যাডমস নীরবতা ভঙ্গ করল।

–সেডরিক বলছিল আপনি নাকি জো ক্রফোর্ডকে চেনেন?

–না তেমন ভালভাবে চিনি না। সুশান সতর্ক হয়ে উঠল।

–আমরা দু'জনে খুব বন্ধু ছিলাম। শান্তভাবে অ্যাডমস ভাবল, নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে, মেয়েটা বেড়ালের মতই সতর্ক। মেয়েটার চোখে ভয়ের ছাপ।

–আমার সঙ্গে জো-র অনেকদিন দেখা নেই, তাই সেডরিক যখন বলল যে তার এখানে যাতায়াত রয়েছে, ভাবলাম আপনি যদি জো-র খবরাখবর কিছু দিতে পারেন। জানেন কি সে কোথায় আছে?

সুশানের মনে আছে জো জোর দিয়ে বলেছিল তার কোন বন্ধু নেই। তাই সে নিশ্চিত যে এই সুদর্শন পুলিশটি তাকে মিথ্যে কথা বলছে। তার হৃৎপিণ্ড শীতল হয়ে এলো।

–আমি–আমি তো জানিনা সে কোথায় থাকে। চোখ নামিয়ে উত্তর দিল, আমি তাকে ভাল করে চিনিও না।

–আপনার জবাব শুনে আমি হতাশ। এ্যাডমসের স্বর শক্ত হয়ে উঠল। আশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোন খোঁজ-খবর পাব, কিন্তু আপনি যখন বলছেন জানেন না তবে অন্য কোন উপায়ে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

–তাই করুন। সুশান দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে, যদি অনুমতি করেন–।

সুশানের চোখ দুটো নিস্প্রভ হয়ে এলো।

অ্যাডমস তাকে লক্ষ করছিল। তার মনে হল মেয়েটা সুস্থ নয়। চোখে শূন্য দৃষ্টি। সে মাথায় হাত দিয়ে এপাশে-ওপাশে দুলতে শুরু করল।

অ্যাডমস জিজ্ঞেস করল, মিস হেডার আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? কিন্তু সুশান তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। আগের মতোই দুলছে।

–মিস্ হেডার! সুশানের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল অ্যাডমস, কি হয়েছে? সুশান আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন? ঢাক বাজছে।

অ্যাডমস শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। সুশানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল–আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।

সুশান চিৎকার করে বলল, আপনি বদ্ধ কালা বলেই শুনতে পাচ্ছেন না। আমি পাচ্ছি। ঐ তো ঢাক বাজছে। ওটা আমার মাথার ভেতর বাজছে। আর হিস্টিরিয়া রোগীর মত গজরাতে লাগল, ওটা বাজছে, ওটা বাজছে বুম..বুম...বুম...। বেজেই চলেছে বু...বুম...শুনতে পাচ্ছেন না?

–যতসব বাজে কথা, অ্যাডমস তীক্ষ্ণস্বরে বলল। আপনি সব বাজে জিনিস কল্পনা করছেন। নিজেকে সংযত করুন মিস্ হেডার। কোন ঢাক বাজছে না।

–আমার কি হল? নিজের মাথা চেপে ধরল সুশান, ওটা আমার মাথার ভেতরে বাজছে। থামান এটা, থামান। আমি কি পাগল হয়ে যাবো। আঃ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

–মিস্ হেডার পাগলামী করবেন না, আমি কোন ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। অ্যাডমস সতর্কভাবে বলল।

সুশান তার দিকে একবার তাকিয়ে, দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তার চাপা কান্নার আওয়াজে সেডরিক ছুটে এলো রান্নাঘর থেকে।

সেডরিক অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয় ওকে আজবাজে কথা

বলেছো। কি বলেছো? অ্যাডমস হতবাক মুখে সেডরিকের দিকে তাকাল, আমি তো কোন কথাই বলিনি, মনে হয় ওর স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে। হঠাৎ বলল, কেউ নাকি ঢাক বাজাচ্ছে।

–ঢাক, কিসের ঢাক?

–বুঝতে তো পারছি না আমিও, তবে কোন খারাপ কিছু ঘটেছে। আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। ব্যাপারটা দেখা দরকার। ঢাক বাজানোর ব্যাপারটা আসলে কি? সে কি বোঝাতে চাইছে।

–তবে কি ডাক্তার ডাকব জেরী? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করল সেডরিক।

–শোন। তীক্ষ্নস্বরে অ্যাডমস বলল।

তারা স্থির হয়ে সিঁড়ির ওপরে তাকাল। ওপর থেকে খুব আস্তে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারা কোন ইতস্ততঃ না করে সিঁড়ি বেয়ে সুশানের ঘরের দরজায় ছুটে গেল। দরজার বাইরে কান পাতল।

অ্যাডমস বলল, মনে হচ্ছে মেয়েটা হাতের মুঠি দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছে। ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমাগত বেজেই চলেছে।

অ্যাডমস দরজায় টোকা দিল, মিস্ হেডার!

সেডরিক ভীত গলায় বলল, তুমি এভাবে সবাইকে জাগিয়ে তুললে আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব।

অ্যাডমস তিক্তস্বরে বলল, ঈশ্বরের দোহাই, নিজেকে সংযত কর। আমি পুলিশ। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমার ওপর এটা ছেড়ে দাও।

যতটা ঠাণ্ডা স্বরে অ্যাডমস কথাগুলো বলল ব্যাপারটা আসলে ততটা সহজ ছিল না। মেয়েটার ক্রমাগত ঠক্ ঠক্ টেবিল বাজানোর আওয়াজটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে। তারপর হঠাৎ আওয়াজ থেমে গিয়ে একটা পদশব্দ এগিয়ে আসতে লাগল আর সশব্দে দরজা খুলে সুশান করিডোরে বেরিয়ে এলো। সুশান এগিয়ে যাচ্ছে, অ্যাডমস তার সাদা মুখ আর শূন্য দৃষ্টি দেখতে পেল।

অ্যাডমস সেডরিককে জিজ্ঞেস করল সে কি সুশানকে লক্ষ্য করেছে? তাকে দেখে মনে হয়েছে মেয়েটা ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

অ্যাডমস পিছু নিল। দেখল সুশান সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। অ্যাডমস দৌড়ে এসে বসবার ঘরের টেবিল থেকে টুপিটা নিয়ে সেডরিককে বলল, ব্যাপারটা কী ঘটছে দেখা দরকার। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ও মোহগ্রস্ত। খারাপ কিছু ঘটতে পারে। আমি ওর পিছু নিচ্ছি কোন চিন্তা কোর না। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রহস্যময় লাগছে।

অ্যাডমস পাতলা ছায়াটার পেছন পেছন চলা শুরু করল।

অন্ধকার একটা বাড়ির দোরগোড়া থেকে বুচ রোলোকে গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তার মার্টিনের বাড়িতে ঢুকতে দেখল।

ডাক্তার মার্টিনের ডায়েরির কথা বুচও শুনেছিল। সে ডায়েরিটার গুরুত্ব অনুভব করে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে দেখল রোলো মিনিট খানেক আগেই সেখানে পৌঁছেছে। বন্দুক হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

ডায়েরিতে যদি শেলির কথা লেখা না থাকে, রোলোর থেকে যদি ডায়েরীটা কেড়ে নেয় তাহলে তার সঙ্গে রোলোর সম্পর্ক চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে।

অথচ বিনাযুদ্ধে ডায়েরিটা সে হাতছাড়াও করবেনা। ডায়েরিটা পেতে হলে রোলোকে খুন করা ছাড়া কোন রাস্তা নেই। কিন্তু রোলোকে খুন করতে হলে আগে লংটমকেও খুন করতে হবে। আবার রোলোকে যে মুহূর্তে সে হত্যা করবে লংটমও তার বন্দুক দিয়ে তাকে খুন করবে।

সে যখন এইসব চিন্তা করছে তখন রোলো ডায়েরি নিয়ে গাড়িতে উঠল। বুচ এগিয়ে যেতেই গাড়ি এগিয়ে চলল নিউবন্ড স্ট্রিট ধরে গিলোরীর বাড়ির দিকে। কিন্তু গিলোরীর বাড়িতে রোলোর এখন কি দরকার? বুচও তার নিজের গাড়ি নিয়ে রোলোকে অনুসরণ করতে লাগল। এথেন্স কোর্টে এসে রোলো তার বিশাল শরীর নিয়ে গিলোরীর বাড়িতে ঢুকল। বুচ অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল।

রোলোকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবেনা। সে জানে রোলো ওয়েডম্যানের তিন মিলিয়ন পাউন্ডের অস্বাভাবিক টাকার অঙ্কের হাতছানি কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। এত টাকা দিয়ে রোলো কী করবে ভাবতেই বুচের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রোলোর কার্যকলাপের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। যদি কেউ টাকাটা পকেটস্থ করতে পারে তো রোলোই। তারপর তার থেকে টাকাটা কেড়ে ওকে খুন করবে বুচ। কিন্তু মুহূর্তের এক চুল এদিক-ওদিক হলেই রোলোকে সুযোগ করে দেওয়া হবে আর তার জন্যে তাকে আপশোস করতে হবে। তাই যে মুহূর্তে রোলো তিন মিলিয়ন পাউন্ড পকেটস্থ করবে সেই মুহূর্তেই রোলোকে মেরে ফেলবে বুচ। আর এ কাজটার পুরস্কার এমন অবিশ্বাস্য রকমের যে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

রোলো গিলোরীর সঙ্গে কি করছে?

প্রায় আধঘণ্টা পরে রোলো গলি থেকে বেরিয়ে লংটমের সঙ্গে কথা বলে গাড়িতে চড়ে বসল।

বুচ রোলোর গাড়ির লাল টেল ল্যাম্প লক্ষ্য করে সক্রেটেস ব্যারী এভিন্যু তারপর পিকাডিলী ধরে অনুসরণ করে চলল। রোলো কি তবে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে? নাকি করনেলিয়াসের সন্ধানে যাচ্ছে। বুচ ঠিক বুঝতে পারছে না। করনেলিয়াসের লাশটা কোথায় আছে? কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস রোলো নিশ্চয় জানে

করনেলিয়াসের মৃতদেহটা কোথায় আছে। রোলোর চতুর মস্তিষ্কের কাছে বুচের বুদ্ধি কখনও সমকক্ষ নয় সে জানে। তাই ওয়েডম্যানের টাকাটা হাতাবার একটাই রাস্তা– রোলোর পেছনে লেগে থাকা। রোলো শেলির কাছে যাচ্ছে না। গাড়িটা বার্কলে হোটেল পেরিয়ে পার্ক লেন দিয়ে হাইড পার্কে ঢুকে থেমে গেল। বুচ দ্রুত চিন্তা করে পার্কের গেট পেরিয়ে কয়েক'শ গজ দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এমন একটা জায়গায় এল যেখান থেকে লংটম আর রোলোকে দেখা যায়। লংটম ও রোলো কেউই গাড়ি থেকে নামল না। রোলোর মুখে সিগার। বুচ বেশ কয়েক মিনিট লক্ষ্য করার পর অধৈর্য হয়ে কদম বাড়াল। ওদের ব্যাপারটা কি? কার জন্যে অপেক্ষা করছে? রাগে মুঠি পাকাল বুচ। সে যদি এভাবে পার্কের গেটের কাছে ঘোরাফেরা করে যে কোন মুহূর্তে তাকে পুলিশ ধরে নানা প্রশ্ন শুরু করবে। পার্কের এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে কেউ ওকে দেখতে না পায়।

বুচ মাঠে ঢুকে একটা গাছের ছায়ার আড়ালে ঘাসের ওপর বসল।

পরিষ্কার আকাশ। মনোরম উষ্ণ রাত। চাঁদ মস্ত একটা পিরিচের মতো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বুচ ভাবল আর কতকাল এভাবে বসে থাকতে হবে! রোলো গাড়ির ভেতর আরামে বসে আছে। বুচের হাই উঠল।

রোলোর গাড়ির জানালা খোলা। সিগার পান এখনও চলছে। তামাকের গন্ধ বুচের নাকে ভেসে আসতে তারও ধূমপান করার ইচ্ছে জাগল। বুচ দেখছে হাওয়ায় সিগারের ধোঁয়া কেমন পাকিয়ে ওপরে উঠছে।

এমনি করে বয়ে চলল সময়। হঠাৎ রোলো গাড়ির দরজা খুলে নেমে এসে রাস্তার এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ঘড়িতে তখন একটা বেজে দশ মিনিট। কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে রোলোর কোন ধারণাই নেই। কিন্তু গিলোরীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, সে যে করেই হোক মেয়েটাকে এখানে পাঠাবে। সে বিশ্বাস নিয়েই সে এতক্ষণ অপেক্ষায় আছে। মেয়েটা যদি না আসে করনেলিয়াসের লাশ কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে না।

পাদানীর ওপর বসে রোলো আবার ডায়েরিটা পড়তে শুরু করল। তারপর ওটা পকেটে পুরে চিন্তা করতে লাগল বুচ আর শেলির মৃত্যুৎসবের আয়োজনটা বেশ আয়োজন করেই করবে। তার হাত নিসপিশ করছে শেলিকে শাস্তি দেবার জন্যে। দুই বা তিন সপ্তাহ যাই লাগুক, তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। দু'জনের কারোর জন্যেই সে এখন ফাঁসিতে যেতে রাজী নয়। তার মতো বিশাল চেহারার মানুষ ফাঁসিতে ঝুললে হয় দড়ি ছিঁড়বে নয়তো তার মুণ্ডু।

হঠাৎ রোলোর মনে হলো কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। চারিদিকে তাকিয়েও কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল এসব তার মনের ভুল।

লংটম জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, আর কতক্ষণ, বস্? বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমালে হয়না?
—চুপ কর। গর্জে উঠল রোলো। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।
ওহ্ গড বলে সীটে হেলান দিল লংটম।
রোলো সিগার শেষ করে আবার গাড়িতে এসে বসল। তারও খুব ক্লান্তি লাগছিল কিন্তু গিলোরী যখন বলেছে আসবে, তাকে সেই মেয়েটির অপেক্ষায় চোখ খুলে রাখতে হবে। ঝিমোন চলবে না।
রাত প্রায় সোয়া দুটোর দিকে সুশান মাঠে ঢুকল।
বুচ তাকে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল আর কি। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সংযত করে নিল। রোলোর গাড়ির দিকে তাকাতে দেখল রোলো ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে সে এত জোরে লংটমকে পিঠ চাবড়িয়ে দিয়েছে যে তার দমবন্ধ হবার জোগাড়। তিনটে লোক তিনদিক থেকে গভীর মনোযোগে হেডারকে লক্ষ্য করতে লাগল।
সুশান আড়ষ্ট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্কে ঢুকল। তারপর রোলোর গাড়ির কাছাকাছি এসে থেমে গেল।
রোলো তার দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোয় তার সাদামুখ আর শূন্যদৃষ্টি দেখল। সে সোজাসুজি তার দিকে তাকাল তবে রোলো বুঝতে পারল যে মেয়েটা তার উপস্থিতি টের পায়নি।
—মেয়েটাকে দ্যাখো, লংটম। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।
—তাই তো! গাড়ি থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল লংটম। কিন্তু কেন?
রোলোর কানে কোন কথাই ঢুকছিল না। উত্তেজনায় সে বধির প্রায়। 'ভুডু'। তাহলে ব্যাপারটার মধ্যে সত্যি কিছু আছে। রোলোর মনে পড়ল সুদূর এথেন্স কোর্ট থেকে গিলোরী মেয়েটাকে তার কাছে আসতে বাধ্য করেছে।
—চুপ। একটা হাত তুলে সুশানের দিকে দৃষ্টি রেখে সে বলল। সুশান ঘুরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর শক্তভাবে দ্রুত পার্কের গেটের দিকে হেঁটে চলল।
—চলে এসো। গাড়িটা ওখানে থাকুক। ওকে আড়াল করা চলবে না। লংটমকে বলল রোলো। লংটমের জন্য অপেক্ষা না করেই সে মেয়েটার দিকে হাঁটা দিল। গিলোরীর কথা তার মনে পড়ল। মেয়েটা তাকে কর্নেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাবে। এখন আর অন্য কোন চিন্তা নয়। ব্যাপারটা এতই উত্তেজিত করে তুলল রোলোকে যে রুটিন সতর্কতার কথা সে ভুলে গেল। তিন' মিলিয়ন পাউন্ডের ওপর হাত রাখা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই সে আগ্রহী নয়। গোপন

জায়গা থেকে বুচ রোলোকে সুশানের পেছন যেতে দেখে ভাবল যে কোন কারণেই হোক মেয়েটা বিভীষিকাময় রোলোর সামনে হাজির হয়েছে। সে জানে না সুশান তাদের করনেলিয়াসের লাশের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় টাকাটার ব্যাপারেও হতে পারে। গোপন জায়গা থেকে বেরোবার আগে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে, কেউ তাকে দেখেনি।

বুচ দেখল মেয়েটা কন্সটিচ্যুয়াল হিলের দিকে যাচ্ছে, তার পেছনে রোলো, তার পেছনে লংটম, তাদের পেছনে হঠাৎ আবির্ভূত হলো এক ছায়ামূর্তি, যাকে সে চেনে, ডিটেকটিভ অ্যাডমস। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত বন্দুকে পৌঁছল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল কাজটা করা বোকামী হবে। বুচ ভাবল রোলোকে সাবধান করা উচিত পুলিশটা পিছু নিয়েছে। তারপর ঠিক করল, না, পুলিশটা যদি রোলোকে ধরে তবে টাকাটা নিয়ে পালাতে তারই সুবিধা হবে। কিন্তু টাকাটা কোথায় আছে তাতো সে জানে না। আর যে মুহূর্তে রোলো সেটা জানতে পারবে, পুলিশও জানবে। সেক্ষেত্রে রোলো, লংটম, অ্যাডমসকে খুন করে টাকা হাতানো প্রায় অসম্ভব এবং বিপজ্জনক।

ইতিমধ্যে রোলো সুশানের পিছন পিছন বাকিংহাম প্যালেস ছাড়িয়ে স্লোয়ান স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা-জনশূন্য।

অ্যাডমস অন্ধকারে মিশে চলেছে যাতে রোলো কিংবা লংটম তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু তার খুব অবাক লাগছে যে রোলো একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। অ্যাডমস রোলোকে চিনে ফেলেছে। রোলো যখন এই ব্যাপারটার মধ্যে আছে তাহলে ঘটনা নিশ্চয় জটিল। এতদিন সে যে ধরণের কেসের অপেক্ষায় ছিল, আজ তা তার কাছে নিজেই হেঁটে চলে আসছে।

অ্যাডমস মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখতে। বুচকে সে দেখতে পেল না। কারণ কালো পোশাক আর কালো টুপীতে ঢাকা বুচ অন্ধকারে মিশে তার পেছন পেছন যাচ্ছিল। রোলো বিশাল ধড় নিয়ে জীবনে এই প্রথম এতটা পথ হাঁটছে। তার ঘামে ভেজা শরীরটা দেখে লংটম মজা পাচ্ছিল।

–মেয়েটা যেভাবে হাঁটছে মনে হচ্ছে ব্রিটেনতক পৌঁছে যাবে। লংটম বলে উঠল। রোলো গর্জন করে উঠল, সুশান ব্রিটেন গেলে হামাগুড়ি দিয়ে সেও যেতে তৈরী। মেয়েটা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রোলো লংটমকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে আড়াল নিল। কুড়ি গজ দূরে অ্যাডমসও সতর্ক হল। বুচ এক দেয়ালের আড়ালে লুকালো।

সুশান দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে গলিপথ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

–এখানে। রোলো চট্ করে এগিয়ে গেল। প্রায় গলির মুখ পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে

ঢুকল। এটা একটা কানা গলি।

লংটমকে রোলো বলল, যাও, মেয়েটাকে আমি সামলাচ্ছি, তুমি দেরী না করে গাড়িটা নিয়ে এসো।

লংটম এতটা রাস্তা হেঁটে ফিরতে হবে বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে রোলো চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠল–যাও। যা বলছি চট্‌পট্‌ কর।

–ঠিক আছে। লংটম দ্রুত আগের পথ ধরে ফিরতে লাগল।

অ্যাডমস নিজেকে লুকোবার কোন সুযোগ না পেয়ে মাথা নীচু করে চলতে লাগল। লংটমের পুলিশের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় সে অ্যাডমসকে লক্ষ্যই করেনি।

লংটমকে আসতে দেখে বুচ একটা অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, সে কি লংটমকে পুলিশের কথা বলে সতর্ক করবে? না লংটমকে কোন বিশ্বাস নেই। সে যদি রোলো আর শেলির সম্পর্কে জেনে থাকে তাহলে বুচকেও ফাঁকি দেবে। তার চেয়ে লংটম চলে যাক। তারপর সে প্রথমে অ্যাডমস পরে রোলোকে নিকেশ করবে।

ইতিমধ্যে লংটমের জন্যে বুচের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। লংটম তার পাশ কাটাল। রাস্তায় নেমে রোলো আর অ্যাডমসকে দেখতে পেল না। সাবধানে অন্ধকার গলি পথে হেঁটে চলল। সামনে একটা দরজা দেখে কিছু শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলনা। দরজায় আস্তে চাপ দিতে দরজাটা খুলে গেল। পকেট থেকে বন্দুক বের করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাথার ওপর ভারী পদশব্দ শুনে ভাবল রোলো ওপরে গেছে কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে সদর দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল।

সাত

জ্যাক ফ্রেসবী সদর দরজা খুলে শোলার টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে স্ট্যান্ডে রাখল। ভারী ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার পিঠ ব্যথা করছিল। সুশান পালিয়ে যাওয়ার পর সে ফিরে গিয়ে করনেলিয়াসের লাশের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। কাজটা ন্যক্কারজনক কিন্তু এর থেকে টাকা কামাতে হলে মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখতেই হবে।

সে রান্না ঘরে গিয়ে কেটলীটা চাপিয়ে দিল। ফ্রেসবী নিজের কাজ নিজেই করতে অভ্যস্ত। পাঁচ বছর ধরে একা বাস করছে। তার একমাত্র সঙ্গী বেড়ালটাকে খেতে দিতে দিতে ভাবল এখন কি সে রোলোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে? বলবে সে জানে মৃতদেহটা কোথায়! বদলে একশ কিংবা এক হাজার পাউণ্ড চাইবে সে। ক্লান্তির দরুণ শেফার্ড মার্কেট অবধি যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। ফোন করতে রাস্তার বুথটায় গেলেই চলবে।

চা বানিয়ে ফ্রেসবী ড্রইং রুমে বসল। পাঁচশো পাউন্ড হাতিয়ে নিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে। যে রাতে ভেরা স্মলকে মেরে নীচে দেহটা কবর দিয়েছে সে রাত থেকেই সে দেশ ছাড়ার কথা ভাবছে। সুশানের কথা ভাবতেই তার শরীর ঘেমে উঠল। এই ফাঁকা বাড়িতে তাকে যদি একলা পাওয়া যেত চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পেত না। এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করে কি বোকামীটাই না করেছে সে। যা কিছুই ঘটত না কেন অভিযোগ করার সাহস পেত না সুশান। কারণ করনেলিয়াসের খবর সে জানে। কিন্তু তার নিজের কি হয়েছে? এক বছর আগে হলে সে ইতস্ততঃ করত না। ভেরা স্মল তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তা না হলে তাকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না তার। মেয়েটা তার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। সে যদি ওরকম ধস্তাধস্তি না করত, আঘাত করার প্রয়োজন হতো না। এখনও ফ্রেসবীর চোখে ভেসে ওঠে ভেরার ভয়ার্ত চোখ। মানুষের চোখে অমন আতঙ্ক ফুটে উঠতে পারে তা ভেরাকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। তার মনে পড়ল কেমনভাবে তার সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ ফ্রেসবী শুনল দরজায় টোকা পড়ছে। ঘড়ি দেখল রাত বারোটা। হয়তো কেউ ভুল করে টোকা মেরেছে। এখুনি ভুল বুঝতে পেরে চলে যাবে। কিন্তু আবার জোরে টোকার শব্দ শোনা গেল।

বিড়বিড় করতে করতে ফ্রেসবী সদর দরজা খুলল।

আলোয় পা রেখে ফ্রেসবীকে দেখে শেলি প্রশ্ন করল, ঘরে তুমি একা আছ?

ফ্রেসবী শেলির দিকে তাকাল। চমৎকার দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। পরনে থ্রী কোয়ার্টার কোর্ট, উঁচু স্কার্ট।

হেসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?
চোখ বড় বড় করে শেলি বলল, হ্যাঁ, তুমি কি আমায় চেনো?
মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্রেসবী বলল, হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল শেলি তাই নয় কি?
—আমি কি ভেতরে আসতে পারি?
ফ্রেসবী সরে দাঁড়াতে শেলি ঘরে ঢুকল।
ফ্রেসবী ভাবছে, এখানে কি ওকে রোলো পাঠিয়েছে? নাকি নিজের থেকে এসেছে। কি চায় ও?
ফায়ার প্লেসের পাশে ভাঙ্গা আর্মচেয়ারটা দেখিয়ে বলল, চেয়ারটার জন্যে ক্ষমা চাইছি। বসবে না? জানি তুমি ওতে বসতে অভ্যস্ত নও।
হেডার নামের মেয়েটার সম্বন্ধে তুমি কি জান? শেলি প্রশ্ন করল। ফ্রেসবী এরকম সোজাসুজি প্রশ্ন আশা করেনি। বুচও ওর কথা জিজ্ঞেস করছিল। সময় নেবার জন্যে বলল, চা খাবে?
শেলি গম্ভীর গলায় বলল, না আমি আমার প্রশ্নটার উত্তর এখনও পাইনি। ফ্রেসবী নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ তার মনে হলো, মেয়েটা আসার পরে ঘরের চেহারাই যেন বদলে গেছে। সুন্দর লাগছে। মেয়েটা কালো বটে কিন্তু ওর সুন্দর পোশাক, দস্তানা সব কিছুই উত্তেজক। ফ্রেসবী শেলির কাছে এসে বলল, আমি খুবই ক্লান্ত যদি কিছু মনে না করো আমি বসছি। শেলির প্রায় পাশ ঘেঁষে বসল সে। শেলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।
ফ্রেসবীর মনে তাকে দেখে কামনা জাগছে বুঝতে পেরে শেলি বলল, আমার সময় বেশী নেই। উত্তরটা দিলে ভাল করতে।
—বুচ তোমায় কিছু বলেনি? আমি যা জানি তা বুচকে বলেছি।
—না বলনি। আমাকে সত্যি কথাটা বললে ভাল করবে। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার সময়ের দাম আমি ধরে দেব।
ফ্রেসবী শেলির সুন্দর চেহারা দেখছে। মনোসংযোগ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। আমার সময়ের মূল্য দেবে মানে টাকা দিতেও রাজী আছো খবরের জন্যে?—তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।
—মেয়েটি সম্বন্ধে কি জান? তাড়াতাড়ি বলো, দেরী করো না। একশো পাউন্ড দেব। ফ্রেসবী ভাবল একশো পাউন্ড! সে তো বুচও দেবে বলেছিল। অঙ্কের দরটা বাড়াতে হবে।
—পাঁচশো পাউন্ড হলে ঠিক আছে। বলে সে পকেটে হাত ঢোকাল। এই মুহূর্তে শেলিকে ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করছে।
শেলি হেসে বলল, বোকার মত কথা বলো না। শক্ত গলায় যোগ করল, একশো পাউন্ডের বেশী পাবে না চট্‌পট্‌ বল।

–পাঁচশো। ওর সঙ্গে সারারাত বসে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে তার। শেলি ছাড়া ঘরটাকে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না।
অধৈর্য হয়ে শেলি নড়াচড়া করায় তার স্কার্টের প্রান্তভাগ ফ্রেসবীর হাঁটু ছুঁয়ে গেল।
–তুমি জান কি মড়াটা কোথায়?
ফ্রেসবী শক্ত হয়ে বসে রইল। সে নিজেকে সংযত করার জন্যে কোন কথা বলল না।
–তার মানে তুমি জান, বোকা কোথাকার! শিগগীর বলো কোথায় আছে। আমার সময় নষ্ট করো না। এই নাও একশো পাউন্ড। করকরে সাদা নোট বার করল শেলি।
ফ্রেসবী পায়ের ওপর পা তুলে বলল–যথেষ্ট নয়। রোলো আমায় হাজার পাউন্ড দেবে বলেছে।
শেলি রাগে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।
ফ্রেসবীর সঙ্গে দর কষাকষির সময় নেই এখন। যদি ফ্রেসবীকে ওই অবিশ্বাস্য রকমের টাকার অর্ধেকও দিতে হয় ভাল, তবু রোলোকে নিতে দেওয়া যায়না। ফ্রেসবীর থেকে মড়াটার খোঁজ নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাকে দুর্ঘটনায় ফেলা যায়। আঃ, এসময় বুচ কাছে থাকলে ঘুষের লোভ ছাড়াও অন্য ওষুধ দিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বের করে নিত।
–মড়ার শরীরের ভেতরে টাকা লুকোনো আছে। এখন আমরা তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করলে পরে ওটা যদি কেউ হাতিয়ে নেয়, তখন তোমায় দুঃখ করতে হবে।
ফ্রেসবীর চোখ কুঁচকে গেল। ও যদি জানত লাশের ভেতরে টাকা আছে, তাহলে মোম মাখাবার আগে তা বের করে নিত।
–টাকা? কত টাকা?
শেলি ভাবল বলবে কিনা। তারপর ভাবল ভবিষ্যতে তো জানতেই পারবে। বলল–তিন মিলিয়ন পাউন্ড।
চমকে গেল ফ্রেসবী–তুমি ঠিক জানো?
–হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এখন সময় নষ্ট করো না। তাড়াতাড়ি বলো লাশটা কোথায়? রোলো যে কোন মুহূর্তে ওটা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফ্রেসবী ভাবল মড়া খুঁজে বের করা অসম্ভব।
–যদি মড়াটা কোথায় আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নেব।
ফ্রেসবী ভাবল সে ছাড়া যখন কেউ জানে না মড়াটা কোথায়, তাহলে অমন বিরাট অঙ্কের টাকার বখরা দিতে যাবে কেন? শুধু হুইটবীর ওখানে গিয়ে টাকাটা বের

করে দেশ ছেড়ে কেটে পড়তে হবে।

শেলি অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে বুঝতে পারছে টাকার কথাটা বলা ভুল হয়েছে। কিন্তু তার আর কি করার ছিল?

ফ্রেসবী শেলির দিকে তাকাল। ভেরার বেরিয়ে আসা জিভের কথা মনে পড়ল তার। পকেট থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো বের করল। আমায় খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি খুব ক্লান্ত।

–তুমি সময় নষ্ট করছ। চল আমরা যাই। শেলি বলল।

ফ্রেসবী মাথা নাড়ল। ভেরার মত এত সহজে এই পাতলা চেহারার মেয়েটাকে কাবু করা যাবে না। দেখলেই বোঝা যায় ওর গায়ে যথেষ্ট শক্তি।

উঠে দাঁড়ায় ফ্রেসবী। চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বলে–হ্যাঁ জায়গাটা দূরে নয়। চারিদিকে তাকাল সে। টেবিলটা সরাতে হবে তারপর হাতদুটো দিয়ে মেয়েটার গলাটা জড়িয়ে ধরতে পারলেই ব্যাস! একবার ধরতে পারলেই হল।

–আমি বুটটা পালটাই, যদি কিছু মনে না করো। ভয় নেই, বেশী দেরী করবো না।

শেলি কিছু বলার আগেই সে পা বাড়াল দরজার দিকে। ইচ্ছে করে টেবিলের গায়ে ধাক্কা খেল। বিড়বিড় করে বলল, ঝিটা ঠিক জায়গায় জিনিসপত্র রাখে না যে কেন? তারপর টেবিলটা ঠেলে দরজাটা যাবার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেল।

শেলি ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, হতভাগাটার কোন মতলব আছে। সতর্ক হয়ে উঠল সে। ব্যাগ থেকে খেলনার মতো ছোট পিস্তলটা বার করে আওয়াজ হতেই লুকিয়ে ফেলল। ফ্রেসবী ঘরে ঢোকার আগেই ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফ্রেসবী চোখ লাল করে ঘরে ঢুকল।

শেলির ভয়টা আরও বেড়ে গেল। বুঝতে পারল কোন মতলব আছে ফ্রেসবীর। হয়তো তাকে ভাগিয়ে দিয়ে একাই যাবে করনেলিয়াসের মড়ার কাছে।

–বেশ আমি প্রস্তুত। যাবে কি? ফ্রেসবীর স্বর খুব মোটা শোনাল যেন মুখের ভেতর কিছু রেখেছে।

–বেশ। চলো। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? ঘরটা পার হবার সময়েই শেলি বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে। ফ্রেসবীর দুটো হাত তার গলা টিপে ধরল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শেলি বুঝল তার বাঁচার কোন আশাই নেই। চেতনা হারাবার আগে পাঁচ সেকেন্ড সময় পেল। শরীরের ভার ছেড়ে দিল শেলি। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনে। শেলি অনুভব করল তার মুখ হাঁ হয়ে জিভ বেরিয়ে আসছে। ফ্রেসবীর আঙুলগুলো ব্যথা করলেও চাপ দিতেই থাকল। কিন্তু শেলি ধস্তাধস্তি করছে না দেখে মুঠি ঢিলে করল হঠাৎ একটা শব্দ তাকে চমকে দিল। শেলির দেহটা নড়ে উঠল। আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনল। নীচের দিকে তাকিয়ে বন্দুকটা

দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে শেলির মাথায় আঘাত করল ফ্রেসবী। শেলি টের পেল সে জ্ঞান হারাচ্ছে। ফ্রেসবী তাকে খুন করতে চায় এটা সে বুঝতে পারছে। গিলোরীর কথা মনে পড়ল আর মনে হলো গিলোরীর কাঁধের ওপর থেকে ডাঃ মার্টিন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ব্যঙ্গের হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত। ফ্রেসবী হঠাৎ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। তার পেটে গরম জ্বালাদায়ক কিছু প্রবেশ করেছে। মোটা উলের অন্তর্বাসটা ভিজে গেছে। শেলির নাকে আঘাত করে নাকের হাড় ভেঙ্গে দিল সে। শেলির ছটফটানি থেমে গেল। কিন্তু তখনও আঘাত করে চলতে লাগল ঠিক সেই সময় কেউ চিৎকার করে তার হাত ধরে টান মারল।
চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ফ্রেসবী। শেলির নখে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত জমে গেছে। উপুড় হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। পেটের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে। একটা হাত তাকে টেনে বসিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। পুলিশের হেলমেট পরা একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে।
ফ্রেসবী তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। ওর কাছেও একটা পিস্তল ছিল।
–ও মারা গেছে। বলে কন্সটেবলটি ফ্রেসবীর ওয়েস্টকোট খুলে রক্তে লাল ছোপটার দিকে বিতৃষ্ণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।
ফ্রেসবী বলল–ও গুলি করেছে। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসো। আমি মরব না। মরব কি? কন্সটেবল বুঝতে পারছে ফ্রেসবী আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। দেরী করার সময় নেই। ফোন আছে ফোন?
–রাস্তার মোড়ে আছে। আমায় ছেড়ে যেও না এখন। আমি একটা জবানবন্দী দেব।
ফ্রেসবীর গলার স্বর চড়ছিল–লিখে নাও। ওয়েডম্যানের ভাইয়ের লাশ ২৪এ লেনস্ক স্ট্রিটে হুইটেবীর কারখানায় আছে। ওর ভেতরের তিন মিলিয়ন পাউন্ড হাতাবার চেষ্টা করছে রোলো।
কন্সটেবলটি কথাগুলো নোটবইয়ে লিখে নিল। সে রোলোর নাম শুনেছে। ফ্রেসবী জোর দিয়ে বলল–হুইটেবীর ওখানে আছে। রোলো অতগুলো টাকা হাতিয়ে নেবে তা তার সহ্য হচ্ছিল না। তিন মিলিয়ন পাউন্ড ছেলেখেলা নয়।
ফ্রেসবী চোখ বুজল। তার ঠাণ্ডা লাগছে।–তাড়াতাড়ি করো।
পুলিশটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই ফ্রেসবী শুনতে পেল দৌড়ে সে রাস্তায় নামছে। ফ্রেসবী টের পেল তার ট্রাউজার বেয়ে রক্ত নামছে। শেলি মারা গেছে।
কিন্তু সে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। পুলিশটি যখন ফোন বুথে পৌঁছল ফ্রেসবীর চোয়াল ততক্ষণে ঝুলে পড়েছে।

কয়েক মিনিট পরে বেড়ালটা ঘরে এসে আরাম করে শেলির মাথার গন্ধ শুঁকল ফ্রেসবীর বুকের ওপর বসে পড়ে গ–র–র–র করতে লাগল।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস দেখছে রোলো খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। রোলোকে অনুসরণ করার জন্যে সে ব্যস্ত নয়। কেননা জানত যে রোলো ক্ষেপে উঠলে তার আসুরিক শক্তির সঙ্গে সে পেরে উঠবে না। তবু সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। নিজের কাছে পিস্তল, নিদেনপক্ষে লাঠিটাও নেই। সিঁড়ির গোড়ায় পা রাখতেই সে একটা মেয়ের কাশির শব্দ শুনে চমকে উঠল। সিঁড়ির ওধার থেকে শব্দটা আসছে।

নিশ্চয়ই মিস্ হেডার। ওপরে যাবার জো নেই বলে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে প্যাসেজ থেকে এগিয়ে গুদামঘরের দরজার কাছে পৌঁছল। তার মনে হল ঘরভর্তি বদমাইশ লোক। ভাল করে দেখল, ওগুলো মোমের মূর্তি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুশান। অ্যাডমস শুনল সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, আর ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছে।

ভারী একটা শব্দ তাকে বুঝিয়ে দিল রোলো ওপরে কিছু না পেয়ে নীচে নেমে আসছে।

অ্যাডমস ঘরে চোখ বুলিয়ে তিনটে মোমের মূর্তির পেছনে দাঁড়াল। রোলো নড়ে উঠল। টর্চের আলো না ফেললে তাকে মূর্তি বলেই ভাববে যে কেউ।

সুশান অ্যাডমসের বিপরীত দিকের মূর্তিগুলোর দিকে এগিয়ে চলল।

রোলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

রোলো ঘরটা দেখে ঘাবড়ে গেছে। বিকট দৃষ্টিতে সে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সুশান চেয়ারে ঝুঁকে পড়া একটা ছোট্ট মানুষের মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার মুখ গোলাপী রঙের মত জ্বলজ্বল করছিল।

সুশান হাত তুলে মূর্তিটা স্পর্শ করেই ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সরে দাঁড়াল। রোলো এবং অ্যাডমস দারুণ চমকে গেল। সুশানের ভাষাহীন চোখে এখন ভাষা ফুটেছে। সে সামনে রোলোকে দেখতে পেল।

–ভয় পেও না। ঠিক আছে, রোলো দ্রুত এগিয়ে গেল।

সুশান মুখে হাত চাপা দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

ওদিকে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখে অ্যাডমস দেখতে থাকল, রোলোর উদ্দেশ্যটা কি? রোলো হাঁপাতে হাঁপাতে সুশানকে শুইয়ে দিল। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। রোলো বিরক্ত স্বরে কিছু বলে ছোট মূর্তিটাকে দেখতে থাকল। এটাই কি করনেলিয়াস? অন্য মূর্তিগুলোর চেয়ে এর মোমটা নতুন মনে হচ্ছে। রোলো এগিয়ে টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হতে লাগল। ভীতিপ্রদ এমন কিছু এর

মধ্যে ছিল যে হিম শীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ঘরের চারদিকে তাকাল সে। অনুভব করল নিশ্চল মূর্তিগুলো ছাড়া কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। হিংস্র চেহারার মূর্তিগুলো যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন এতদূর এগিয়ে এসে ভয় পাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে সামলে নিয়ে সে করনেলিয়াসের কাছে গেল। তারপর বিরক্তি ভরে করনেলিয়াসের কোটটা খুলল।

রোলোর খুব কাছে এক দঙ্গল মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বুচ। অ্যাডমস কোথায় আছে তাও বুচের জানা। সে নিশ্চিত অ্যাডমস তাকে দেখতে পায়নি। সে ভাবল রোলোকে মারতে গেলেই অ্যাডমসের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। অ্যাডমস সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর রোলোকে মেরে তাকে পুরো ঘরটা পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রোলোকে গুলি করে আলোটা নিভিয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। অ্যাডমস বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকেও শেষ করবে সে।

সে আবার রোলোর দিকে তাকাল। রোলো ঘামছে। করনেলিয়াসের মড়া ছুঁতে তার ঘেন্না লাগছে। কোট খুলে ফেলল। এই তো বেল্টটা। দুটো পকেটওলা আর পকেট দুটো ফুলে আছে। কাঁপা হাতে বেল্টটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করল। সজোরে টান মারল বেল্টটায়, মড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়।

বুচ আতঙ্কে খিস্তি করতে করতে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল।

রোলো বেল্টটা ধরেছিল। জয়ের আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত। পাগলের মতো সে ওটা পকেটে পুরল। পকেটটা ভাঁজ করা থাক থাক বন্ডে ভর্তি। রোলোর জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

বুচ বন্দুক তুলল।

অ্যাডমস নড়াচড়া দেখতে পেল। তার মনে হল একটা মোমের মূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। তার বুক ধুকপুক করছে।

এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের সময় ধরে বুচ আর রোলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। বুচ মুখ বিকৃত করে রোলোর ঠিক কপালের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। নির্জন ঘরটায় প্রতিধ্বনিত হলো গুলির শব্দ।

রোলোর চোখ বুজে গেল। এলোমেলো দু-একটা পা ফেলে বুচের দিকে এগিয়ে বিশাল এক হাতির মতো ধরাশায়ী হলো সে মেঝেতে।

বুচ বেল্টটা কুড়িয়ে নিয়ে গুলি করল। বাল্ব ফেটে গুদামঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল। বাল্ব লক্ষ্য করে গোটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাডমস প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ল। যদিও সে নিরস্ত্র তবু ইতস্তত করল না। কোন কিছু চিন্তা না করেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল বুচকে ধরার জন্যে। ছুটতে গিয়ে একটা মূর্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগল।

বুচ বলল।

–ওহে খচ্চর, সরে পড়। তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।
অ্যাডমস বলল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, বন্দুক তো তোমার একলার নেই।
বুচ গর্জন করে উঠল, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরনা। আমি জানি তোমাদের মত হোঁদল কুতকুতেরা বন্দুক কেন একটা রড নিয়েও বেরোয় না। কেটে পড় নয়তো খুলি উড়িয়ে দেব।
অ্যাডমস চট করে একটা মোমের মূর্তির আড়ালে চলে গেল।
–বুচ, ভাল চাওতো ধরা দাও। তোমায় আমি চিনি, পালাবার চেষ্টা করো না। বুচ বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল।
অ্যাডমস শব্দ শুনে বুঝল গুলিটা মোমের মূর্তির গায়ে লেগেছে। মূর্তিটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। বুচ বেশ ভালই গুলি ছোঁড়ে।
অ্যাডমস শুনতে পেল বুচ তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে মূর্তিটা সজোরে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সেটা বুচের গায়ে বাড়ি খেল। অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে লাফিয়ে উঠে অন্ধের মতো গুলি ছুঁড়ল বুচ। সিলিং থেকে এক চাবড়া পলেস্তারা খসে পড়ল।
বন্দুকের আলোয় অ্যাডমস একঝলক দেখল বুচ কোথায় রয়েছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। যে মুহূর্তে বুচ বুঝল শয়তান ডিটেকটিভটা তাকে ধরে ফেলেছে সে পাগল হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে পালাবার জন্যে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।
পুলিশীজীবনে অ্যাডমস এরকম হাতাহাতি অনেক করেছে। বুচ তাকে খামচি দিতে যাচ্ছিল তার আগেই সে বুচের বুকে মারল এক ধাক্কা। সংঘাতের ভীষণতা কয়েক মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে নিশ্চল করে দিল। উল্টো এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলল অ্যাডামস। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে বুচের চোয়ালে মারল এক ঘুষি। বুচ ক্ষেপে গিয়ে অ্যাডমসকে মারল দুটো ঘুষি। কয়েক মিনিট ধরে তারা পরস্পরকে পাল্টা আঘাত হানল। অ্যাডমস বুঝল বুচ তার গলা টিপে ধরার ধান্দায় আছে। যত বার বুচ গলার দিকে হাত বাড়াল অ্যাডমস ততবার ঘুষি মেরে না হয় হাত মুচড়িয়ে সরে গেল।
বুচ ঝটকা মেরে অ্যাডমসের পিঠটা বেঁকিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দিতে থাকল। অ্যাডমসের গলা চেপে ধরে হাঁটু দিয়ে তার বুকে আঘাত করতে লাগল।
অ্যাডমস দম নিতে পারছিল না। সে লাথি ছুঁড়ে ছটফট করছে। চোখে অন্ধকার দেখল। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে সে বুচের হাতের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে অসহায় ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।
বুচ যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে থাকল তখন হঠাৎ তার মুঠি আলগা হয়ে গেল। নিচে কিছু একটা শব্দ হল। সিঁড়ির মাথা থেকে কে যেন বলল, একটা

আলো নিয়ে এসো, জিম। বুচ এ্যাডমসের গলা ছেড়ে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা শক্তিশালী টর্চের আলো পড়েছে। পড়ে থাকা পিস্তলটা দেখতে পেয়ে চট্ করে তুলে নিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যেতেই আলোর বৃত্তটা সম্পূর্ণ তার ওপর এসে পড়ল।

–ওখানে কি হচ্ছে?

পুলিশের একটা হেলমেট দেখতে পেয়ে কোন কিছু চিন্তা না করে গুলি চালাল বুচ। সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেল। হুড়োহুড়ির আওয়াজে সে বুঝতে পারল পুলিশগুলো পিছিয়ে গেছে।

বুচ পাগলের মত মরিয়া হয়ে ভাবল সে যদি এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না যেতে পারে তাহলে ফাঁদে পড়বে। মেঝেতে বেল্টটা হাতড়াতে লাগল।

–এই যে! বন্দুক ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে এসো। কেউ চেঁচিয়ে আদেশ করল।

বুচ নীরবে হাতড়াতে লাগল, বেল্টটা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আঃ আলোটা নিভিয়ে কি ভুলই না করেছে।

উন্মত্তের মত লম্বা লম্বা বৃত্তে হাতড়াতে এ্যাডমসের মুখে ছোঁয়া লাগতেই গালাগাল করতে লাগল।

এভাবে কাজ হবে না, একটা আলো তাকে জোগাড় করতেই হবে। এখুনি ঐ ফ্লাইং স্কোয়াড্রনগুলো হাতে বন্দুক নিয়ে হাজির হবে।

–আগে একটা আলো দেখাও। যাচ্ছি। সিঁড়িটা কোনদিকে বুঝতে পারছিনা। বুচ চিৎকার করে বলল।

–তোমার বন্দুকটা আগে ছুঁড়ে ফেল। শব্দটা যেন আমি শুনতে পাই। অন্ধকারে একটা পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল।

বুচ তার ভারী সিগারেট কেসটা বার করে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল। শব্দ করে ওটা পড়ল। এক মিনিট পরে টর্চের আলোয় আবার গুদামঘর আলোকিত হয়ে উঠল। উন্মত্তের মতো বুচ তার দিকে তাকাল। সুশান একা অনেক দূরে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। তারই কাছে বেল্টটা পড়ে আছে।

বুচ এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে লাফ দিয়ে পড়ে বেল্টটা তুলে নিয়েই ঘুরে ছুটল সিঁড়ির দিকে। তীব্র টর্চের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

–বন্দুকটা ফেলে দাও। উৎকণ্ঠিত গলায় পুলিশটা বলল। বুচ গুলি চালাল। পুলিশটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল। বুচ পা দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে রাস্তা করে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছল। জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সদর দরজার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল চ্যাপ্টা টুপি মাথায় দু'জন পুলিশ দরজা ঠেলে ঢুকছে। হাতে ঝক্‌ঝকে পিস্তল।

–দেখ হ্যারি। একজন চিৎকার করে বলল, ব্যাটা মাইক ইগান। তিক্ত গলায় হ্যারি বলল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। এই ব্যাটাই জ্যাককে মেরে ফেলেছে।
–বেশ, ব্যাটা পালাতে পারবে না। তুমি সিঁড়ির দিকে নজর রাখ। আমি জ্যাককে সরিয়ে নিই।
বুচ ভয় পেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় শব্দ পেয়ে গুলি চালাল। পাল্টা দুটো গুলি ছুটে এসে দেওয়ালে গেঁথে গেল। মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে ঘামতে লাগল। রাগে আর ভয়ে কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করছে। বন্দুকটা সামনে বাগিয়ে ধরা। ভাল ফাঁদেই পড়েছে সে। বেল্টটা মুঠোর মধ্যে। এর ভেতর তিন মিলিয়ন পাউন্ড রয়েছে–আর কিনা একটা পাউন্ডও কপালে জুটবে না। এর থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া ভাল। জীবন্ত সে ধরা দেবে না।
কোটটা খুলে বেল্টটা কোমরে বাঁধল। প্রস্তুত সে। যদিও পুলিশ গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে–হয়ত আর একটা বুলেট তার পালাবার রাস্তা সাফ করে দিতে পারে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে সিঁড়ির দিকে উঠে যাবে। তাতে তাকে যদি মরতে হয়, সেও ভাল।
হঠাৎ একটা আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল–পরমুহূর্তে একটা জ্বলন্ত খবরের কাগজের বল নীচের গুদামে এসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি থেকে গুলি ছুটে এল।
কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বুচের হাত থেকে বন্দুক খসে গেল। গালাগাল করতে করতে সে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পড়ে গেল।
–ইগান নড়াচড়া করলে তোমায় ঝাঁজরা করে দেব। কঠিন স্বরে কেউ বলে উঠল।–বন্দুকটা কোথায়?
বুচ অন্ধকারে লাফ দিয়ে সরে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু পিছিয়ে আসতে হল। তারই বন্দুক হাতে নিয়ে ভয়ার্ত সাদা মুখে সুশান হেডার তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
–খবরদার, নড়বে না। নইলে আমি গুলি করব। সুশান চিৎকার করে উঠল। বুচ মাথার উপর হাত তুলে পেছোতে পেছোতে বলল, ওভাবে তাক করো না–গুলি বেরিয়ে যাবে। গলা কাঁপছে বুচের।
–ঐ ভাবেই থাকো। ওপর থেকে কে একজন বলল এবং পর মুহূর্তেই গুদামঘরটা পুলিশে ভরে গেল।

আট

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমসের অফিসটা খুব ছোট্ট–অল্প আসবাবপত্র। সুশান হেডার সেখানে একটা শক্ত চেয়ারে বসেছিল।

দরজা খুলে অ্যাডমস ঘরে ঢুকে বন্ধুত্বের হাসি হেসে বলল–আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত, মিস হেডার। এ ঘরটা কোন মহিলা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানবার পক্ষে মোটেই আদর্শ নয়। অ্যাডমস একটা সিগারেট অফার করল।

সুশান ভয়ে ভয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করল।

অ্যাডমস হেসে বলল, ঠিক আছে, মিস্ হেডার। আপনি কিছুটা বোকামী করে ফেলেছিলেন, তবুও আপনি না থাকলে এই ব্যাপারটার জন্যে আমাদের আরও জটিল এবং দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাতে হতো। ভাগ্যক্রমে বুচ কাউকে খুন করার কথা স্বীকার করছে না তাই আমিও আমার 'বস'–কে আপনার একটা হত্যার ঘটনা চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাইনি। ব্যাপারটা গোপন থাকাই ভাল, বুঝতেই পারছেন।

সুশান কোন জবাব না দিয়ে কোলের ওপর রাখা হাত দুটো মোচড়াতে লাগল।

–কি এমন ঘটেছিল যে আপনার মতো মেয়ে এইরকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

সুশান বলল–জানি না, জো ওয়েডম্যানকে সাহায্য করতে চেয়েছিল আর তার জন্যে আমার মায়া লাগছিল। আর আমি–আমি–ওকে সাহায্য না করে পারিনি।

–ভাল। ধূর্ত আর বদমাইশ রোলোটাকে ধরবার চেষ্টা আমরা অনেকদিন ধরেই করছিলাম। আপনার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব হত কিনা জানিনা।

সুশান প্রতিবাদ জানাল–আমার আর কি করার ছিল?

অ্যাডমস জানাল–পরোক্ষভাবে ছিল। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনুসরণ না করলে ঐ অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ হাতবদল হয়ে যেত।

–আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আমি কেন ওখানে গিয়েছিলাম।

–হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমাকেও অবাক করেছে। আপনি যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছিলেন। বুচ বলছিল–গিলোরী ভুডু জানে। আমি ওসবে বিশ্বাস করিনা। যাইহোক গিলোরীর খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম সে ফ্রান্স থেকে এখন জাহাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাড়ি দিচ্ছে।

সুশান প্রশ্ন করল, মিঃ ওয়েডম্যানের কি হল?

–মিঃ ওয়েডম্যান আপনাকে দেখতে চান। আর এজন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

–আমাকে উনি দেখতে চান? কেন?
অ্যাডমস মাথা নাড়ল, জানি না। যদি দেখা করতে চান তো চলুন, গাড়ি আছে।
সুশান ইতস্ততঃ গলায় জিজ্ঞেস করল–তিনি এখন কোথায়?
–একটা নার্সিংহোমে। তিনি খুব ভাল নেই। আমাদের এখন তাকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন।
–জো বলেছিল এরকমই ঘটবে।
–হ্যাঁ। রোলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহারে তিনি তেমন ক্ষুব্ধ হননি। তাঁর ওপর নজর রাখার জন্যে এখনও লোক আছে। তাঁকে একা ঘুরে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দিতে পারি-নি আমরা। ব্যাঙ্ক তাঁর কাজ দেখাশোনা করছে। তিনি এখন স্বস্তিতে আছেন।
অ্যাডমস দাঁড়িয়ে পড়ল–যাবেন?
সুশান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি বুঝতে পারছি না তিনি আমার কাছে কি চান? তবে মনে হয় ওনার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। তাই নয় কি?
অ্যাডমস তার দিকে তাকিয়ে হাসল।–ভয় পাবার কিছু নেই। চান তো আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। সুশানকে এ্যাডমসের ভাল লেগেছে। ভাল লাগে তার ভীত চোখ দুটো আর চুল।
সুশান হেসে বলল, ভয়ঙ্কর সব ঘটনা পার করে এখন একটা বৃদ্ধ লোককে ভয় পাওয়াটা ন্যাকামী করা হবে না কি? চলুন, আমি প্রস্তুত।
তারা গাঢ় নীল রঙের পুলিশের গাড়িতে দ্রুত লন্ডনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।
অ্যাডমস সুশানকে সহজ করার চেষ্টা করল।
–এখন তো সব উত্তেজনার শেষ। এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?
সুশান মাথা নাড়ল–হয়ত একটা চাকরি করব। কিন্তু চাকরি এখন খুব নীরস, নিরুত্তেজ মনে হবে বলে মনে হয়।
অ্যাডমস হাসল। পাঁচ বছর পুলিশে আছি এরকম ঘটনা এই প্রথম।
সুশান বিস্মিত হয়ে বলল–মনে হয় আপনি উত্তেজনা ভালবাসেন না। যদিও আমি প্রথমে একটু ভয় পাই, তবুও আমার যদি অনেক টাকা থাকত তবে আমি উত্তেজনার দিকে ছুটতাম। উত্তেজনা আমার ভাল লাগে।
–হতভাগা সেডরিক আপনার জন্যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আপনি আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তা আমি চাই না।
–জো'র দেওয়া টাকার এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। টাকাটা ফুরিয়ে গেলে কিছু একটা ধান্দা করতেই হবে।
–আপনার কেউ নেই?
সুশান মাথা নেড়ে বলল–এক ফুপু আছেন, কিন্তু তিনি আমাকে ঠিক পছন্দ করেন

না। অ্যাডমস সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ওকে দেখে বলল—তাহলে এবার নিশ্চয় আপনি বিয়ে করবেন? আবার আপনার কোন পুরুষ বন্ধু নেই—এটা বিশ্বাস করতে বলবেন না।

সুশান জোর দিয়ে বলল—সত্যিই নেই। পুরুষরা এত কর্তৃত্বপরায়ণ যে ওরা আমার চক্ষুশূল।

—কিন্তু আপনার ভবিষ্যতের দেখাশোনার জন্যে তো কাউকে চাই।

—না, ধন্যবাদ। আমার দেখাশোনা আপাততঃ আমি নিজেই করতে পারবো। পরে দরকার হলে ভেবে দেখব।

অ্যাডমস কিছু জবাব দেবার আগেই গাড়িটা ধীর গতিতে এসে একটা বিশাল নার্সিংহোমের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ালো।

সুশান কম্বল গায়ে আগুনের পাশে বসে থাকা ক্রেস্টার ওয়েডম্যানের কাছে এগিয়ে গেল।

—বসো। চেয়ার এগিয়ে দিলেন ওয়েডম্যান। আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে তুমি বিশেষ একজন। তোমার নামই সুশান হেডার?

—না-না, আমি সেরকম কেউ নই।

—তোমার বয়স দেখছি অনেক কম। কত বয়স তোমার?

—অক্টোবরে বাইশ হবে।

—তাই বুঝি। গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে ওয়েডম্যান বললেন, ওরা বলছে আমি নাকি পাগল। যত সব বাজে কথা। আসলে আমার বয়স হয়ে গেছে বলে ব্যবসা চালাবার তাগদ আমার নেই। কেন জান, কারণ আমার ভাই আমার সঙ্গে আর নেই। যাইহোক হারানো টাকাপয়সা আবার পেয়ে গেছি আর এ জায়গাটাও ভাল। নিজের দেখাশুনা করতে করতে আমি ক্লান্ত। এরা যদি এ জায়গাটায় রেখে আমার দেখাশোনা করতে চায় করুক।

সুশানের আর ভয় লাগছে না লোকটাকে। কথাবার্তা শুনেও মোটেই পাগল বলে মনে হচ্ছে না, বরং বুড়ো বাপের মতো লাগছে।

—জো-এর কথা বলো, ওর সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনব বলেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

সুশান জো-এর কথা, বুচকে অনুসরণ করার কথা, করনেলিয়াসের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার কথা, আধঘণ্টা ধরে বলে গেল।

বাঃ চমৎকার। অ্যাডমসের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে তুমি না থাকলে আমি আমার দীর্ঘসময়ের রোজগারের টাকাগুলো হারাতাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আর হতভাগা জো-এর কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।

—না-না। আসলে এটা করতে আমার ভালই লেগেছিল। আমি উত্তেজনা ভালবাসি

আর এখন উত্তেজনাহীন জীবন আমার ভাল লাগছে না।

–দরকারও নেই। তোমার বয়সী সাহসী মেয়েরা একলাই জীবনে অনেকদূর যেতে পারবে। তুমি আমার বিপদে সাহায্য করেছ। এখন আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই।

ওয়েডম্যান পকেট থেকে একটা খাম বার করে কোলের ওপর রেখে বললেন, আমি পাগল বটে, তবু আমি আমার ট্রাস্টিদের সঙ্গে কথা বলে এ টাকাটা তোমাকে দিতে চাই। তারপর খামটা সুশানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এখন খুলো না। এমন কিছু বিরাট অঙ্কের টাকা নয়। তবে বছর পাঁচেক তুমি স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমতো বাঁচতে পারবে আশা করি।

জো'র টাকাটা এখনও আছে।

–ওটা তোমার ফী। তর্ক করো না। সুযোগের সদব্যবহার করো। সুযোগ নষ্ট করতে নেই।

ডাক্তার এজলী ঘরে ঢুকে বললেন, আপনার এখন ঘুমাবার সময় হয়েছে। সুশান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ, মিঃ ওয়েডম্যান।

ওয়েডম্যান হাত তুলে বললেন, সুখে থাক বাছা! সাহায্যের দরকার পড়লে আমার কাছে এসো। না হলে, দূরে থেকো। তোমার মতো বাচ্চা মেয়ের জায়গা এটা নয়। তারপর হঠাৎই ওয়েডম্যানের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেল।–মেয়েটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ও কে? এখানে ওর কি দরকার? তারপর ঝগড়াটে গলায় বললেন–আমার করনেলিয়াস কোথায়? ওকে এখুনি এখানে আসতে বল। হেভওয়ে স্টিল মারজার সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা আছে। সুশান কিছু না বলে চলে এল ওখান থেকে।

হলে পৌঁছে খামটা খুলে সুশান দেখল তার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড-এর একটা চেক। সই রয়েছে ওয়েডম্যান, ব্যাংক ডাইরেক্টর।

হঠাৎ পুলিশের গাড়ির তীব্র হর্নের আওয়াজে তার চমক ভাঙ্গল। সে তাড়াতাড়ি সযত্নে চেকটা ব্যাগে রাখল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার আশা সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। ভাবল–এখন সে স্বাধীন। সে এখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারবে কিংবা অফিস দোকান এমনকি একটা ডিটেক্টিভ এজেন্সীও খুলে বসতে পারে। এখন তাকে কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না।

আবার হর্ন বাজল। সুশান এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। গাড়ির ভেতর বসে আছে অ্যাডমস। সামনের দরজাটা খুলে দিল অ্যাডমস। সুশান গাড়িতে উঠে বসল। সে অ্যাডমসকে ওয়েডম্যানের সমস্ত কথা জানাল। গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলল।

